লক্ষ্মণসেন।

[পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক]

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত]

শ্রীনিত্যবোধ বিদ্যারত্ন প্রণীত।

প্রকাশক ;—শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
২নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট্।

প্রথম সংস্করণ ; সন ১৩২৭ আষাঢ়।
দ্বিতীয় সংস্করণ ; সন ১৩২৭ শ্রাবণ।
তৃতীয় সংস্করণ ; সন ১৩২৭ আশ্বিন।

 মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

মিথিলা
বৈশালী
পাটনা
পুরণিয়া
দিনাজপুর
রংপুর
কামরূপ
তারা
দেওতার
কারাবাড়ী
দণ্ড বিহার
নালন্দ
মগধ
লক্ষ্মীসরাই
পার্ব্বতী
মুঙ্গের
সুলতানগঞ্জ
ভাগলপুর
কাশী গোরী
তেলিয়াগোরী
রাজমহল
কাঁকজোল
গৌড়
পৌণ্ড্রবর্দ্ধন
মালদহ
বরেন্দ্র
পাহাড়পুর
খেতমাল
মহাস্থান
বোগড়া
তিস্তা নদী
আত্রেয়ী নদী
মৈমনসিং
বঙ্গ
অঙ্গ
রাঢ়
বরাকর নদ
অজয় নদ
বৌলিয়া
পাবনা
হাজারীবাগ
কাটোয়া
নদীয়া
কৃষ্ণনগর
বর্দ্ধমান
পাণ্ডুয়া
হুগলী
যশোর
বগড়ী
ঢাকা
বিক্রমপুর
সোনারগাঁ
কুমিল্লা
মাইল

সোনার গাঁর স্থান নির্দ্দেশ
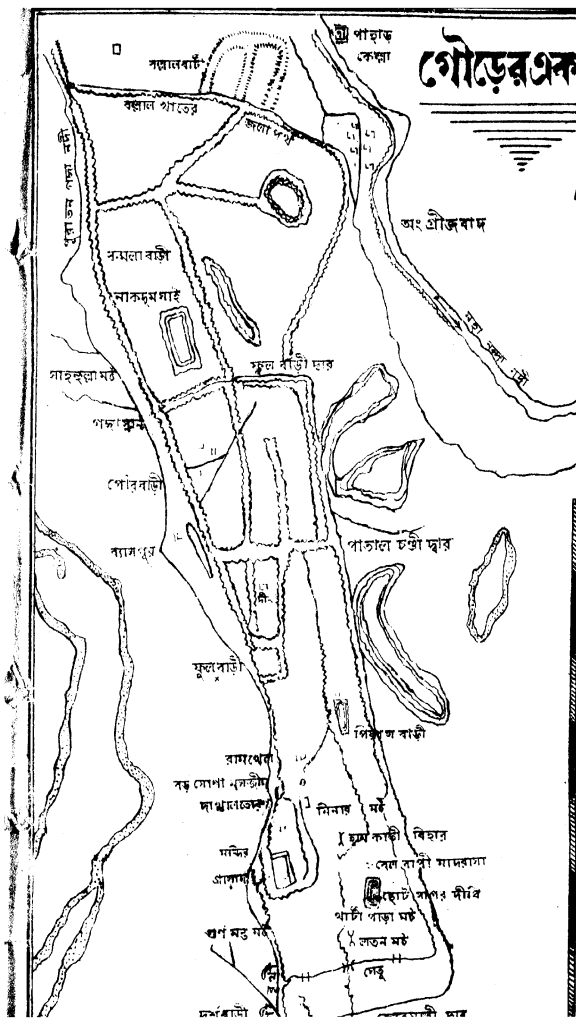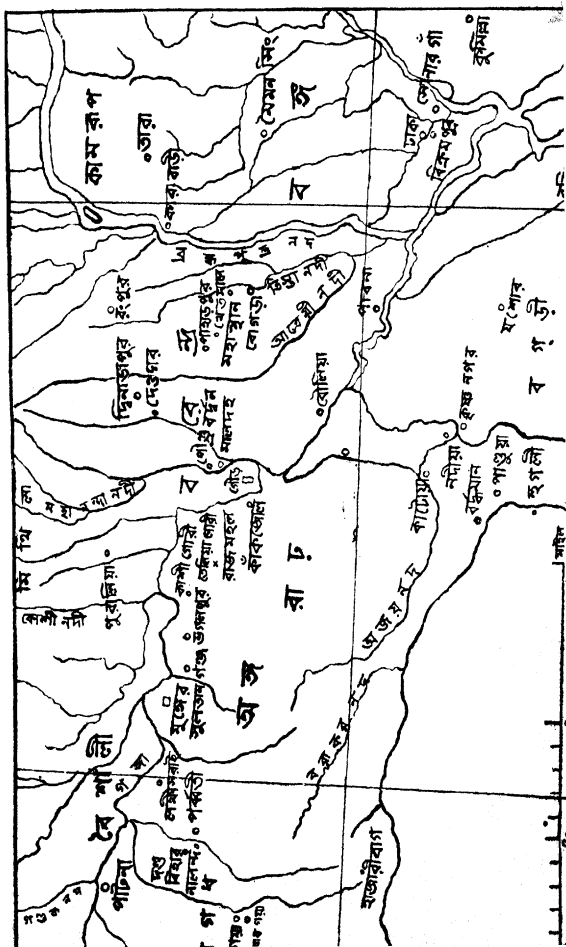
উৎসর্গ পত্র।

বাঙ্গালীর অন্তরের ও বাহিরের রাজাধিরাজ মহারাজ বল্লালসেনের
বংশাবতংস
স্বর্গীয় মহাত্মা রামকমল সেন মহোদয়
যিনি
কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ও বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দাওয়ানী
পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন,
যাঁহার সহিত গ্রন্থকারের পূর্ব্বপুরুষগণ
অচ্ছেদ্য প্রীতি-বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন,
যাঁহার বংশের বহু কুল-প্রদীপগণ,
বঙ্গের বহু বিভাগ, বহু সমাজ ও সংস্কারের মধ্য দিয়া
কীর্ত্তিশালী হইয়াছেন
ও
গ্রন্থকার ও তাঁহার পরবর্ত্তী পুরুষগণও
যাঁহার বংশাবলীর সহিত
সমান স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ আছেন,
সেই বিক্রমপুরগরিমার উদ্দেশে
তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ, পূর্ব্বগগনের জ্যোতিষ্মান্ সূর্য্যযুগলের
মহনীয় চরিত্রের কণামাত্রপ্রদর্শী
"লক্ষ্মণসেন"
অর্পণ করিয়া, সকলের নিকট প্রার্থনা ;—
হে বঙ্গবাসিগণ,
একজনের সম্মান, সকলের সম্মান হউক,
একজনের উদ্দেশে অর্পণ,
জাতীয় ভালবাসায়,
সকলে স্ব স্ব প্রতি অর্পণ ভাবুন।

গ্রন্থকার।

নর্ত্তকীগণের সকল গীতই—৬১, ৬৩, ১০০ ও
১২২ পৃষ্ঠায় আছে।

—:***:—

শূদ্রাণীর সকল গীতই—৫৬, ৯০, ১০৫, ১০৭,
১১২, ১১৫ ও ১৩৩ পৃষ্ঠায় আছে।

—:***:—

অন্যান্য গীতের জন্য গানের সূচী দেখুন।

"গৌড়ের পতাকা তোমার হাতে, শুধু তোমার হাতে রইলো।"

MOHILA PRESS, Cal.

গানের সূচী।

চিত্রসূচী।

তখনকার বাঙ্গালা অক্ষরের নমুনা।

কুশীলবগণ।

পুরুষগণ।

মহারাজ বল্লালসেন ...	বরেন্দ্র, রাঢ়, বগ্‌ড়ি বঙ্গ প্রভৃতির অধীশ্বর। (গৌড়েশ্বর।)
মহারাজ লক্ষ্মণসেন ...	ঐ পুত্র।
কুমার কেশব ...	ঐ ঐ পুত্র।
বলদেব ...	ঐ পুরোহিত।
ধর্ম্মগিরি ...	ঐ অমাত্য ও ধর্ম্মাধিকার।
গালব ...	ঐ ঐ সহকারী।
ভৃঙ্গসেন ...	ঐ পার্শ্বচর।
সুষেণ ...	ঐ নগর রক্ষক ; পরে চৌরোদ্ধরণিক।
ধ্রুবসেন (ছদ্মবেশে হেয়াদ্) ...	ঐ ভ্রাতুষ্পুত্র।
জয়ন্ত (পরে জোহান্) ...	সম্ভ্রান্ত কুলীন-ব্রাহ্মণ।
বল্লভচন্দ্র ..	গৌড়ের প্রধান ধনী, বণিক্-সম্প্রদায়ের নেতা ও মগধেশ্বরের শ্বশুর।
কমল ...	ঐ দৌহিত্র। (মগধরাজকুমার।)
বায়াতুম্ শাহ্ ...	মুসলমান-সর্দ্দার।
গোরা সর্দ্দার ..	ঐ দলভুক্ত হিন্দু। (রাজদ্রোহী)
তুলীন ...	ঐ দলভুক্ত নিরাশ্রয় বালক।
নিয়ামৎ ...	ঐ গুপ্তচর ; পরে বক্তিয়ারের সহকারী।
মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজী ...	মহম্মদ ঘোরীর প্রতিনিধিরূপে অবস্থিত কুতুবউদ্দীনের পূর্ব্বদেশের প্রতিনিধি।
হায়দর, জেহাত্, জোহান্ ...	ঐ অধিনায়কগণ।
হেয়াদ্ ...	ঐ পথপ্রদর্শক। (ছদ্মবেশী ধ্রুবসেন)

জয়দেব	...	ভক্ত ও বিখ্যাত কবি।
লুকা	...	মেছ্-সর্দ্দার।
সাধ্যানন্দ (ফুলবাবা)	...	বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, প্রহরীগণ, নাগরিকগণ, বণিক্‌গণ, সভাসদ্‌গণ,
হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ, কোঁচ্, মেছ্ ও তিহিক্ক
সৈন্যগণ, সামন্তবর, নটগণ, টহলদার বালক-
গণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শিলাদেবী	...	মহারাজ বল্লাল-মহিষী।
বিজয়া	...	সুষেণের স্ত্রী।
বল্লভ-কন্যা	...	মগধরাজমহিষী। (কমলের মাতা)
পদ্মাক্ষী	...	জয়ন্তের পত্নী।
শূদ্রাণী	...	পদ্মিনী-লক্ষণাক্রান্তা শূদ্ররমণী।
হোরা	...	ঐ সঙ্গিনী।

পদ্মিনী, নটীগণ, ভট্টবধূগণ, কৃষক-রমণীগণ,
নর্ত্তকীগণ, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গ্রন্থকারের অগ্রজ, সহায়, ও নাট্যশিক্ষাদাতা

Prof. A. Vidyabhushan.

প্রস্তাবনা।

(ক্ষেত্র-পার্শ্বস্থ গৃহ-প্রাঙ্গণ।)

[সময়—প্রাহ্ণ ; স্থান—গৌড়।]

[আম, কাঁঠাল, কদলী ইত্যাদি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে ; অপরদিকে
পুষ্পিত উদ্যানের একাংশ দেখা যাইতেছে ; ধান্যের গোলা,
বৎস দুগ্ধপান করিতেছে ; কাটা-ধান মাথায় লইয়া কৃষক-
রমণীগণ ইত্যাদি ইত্যাদি। নট, নটী, ভদ্রপুরুষ ও
ভদ্রনারীগণ। দুইটী নটী দুইটী নটের দিকে
জিজ্ঞাসু-নয়নে দেখিতেছে—দুইটী নট
সস্নেহে নটী দুইটীকে দেখিতেছে।
১ম নটী ১ম নটকে ও
২য় নটী ২য় নটকে
সুধাইল :—]

১ম নটী। কোথা ধানের গাদায়, রোদের আভায়, সোণা চিক্‌চিক্ করে ?

২য় নটী। কোথা রাঙ্গা মুখে, রোদ্ লাগ্‌লে, পদ্ম ফুটে পড়ে ?

১ম নট। যেথা চাঁদের কোলে, কুমুদ দোলে, হাসে জলাশয়।

২য় নট। যেথা রবির করে, কমল তরে, ভ্রমর পাগল হয়।

নটীদ্বয়। কোথা আম কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা, দয়ায় ভরা সারাদেশ ?

ভদ্রনারীগণ। যেথা লক্ষ্মণ আছে, বল্লাল আছে, নেইকো যাদের
যশের শেষ।

গীত।

ভট্টগণ ও কৃষক-রমণীগণ।

এইত' সে দেশ, সোণার বঙ্গ, এদেশ অঙ্গে আছে সব।
শৌর্য্য বীর্য্য আর্য্যকীর্ত্তি, সর্ব্ব পূর্ব্ব যশঃ গৌরব॥

নটগণ। কোন দেশ হেন সুখের স্বর্গ, অতুল-কীর্ত্তি নৃপতিবর্গ,
লক্ষ্মণ ধরে সমরে খড়্গ, বল্লালের কৌলীন্যরব॥

নটীগণ। কোন দেশে উষা পূরব-ভাগে, সিন্দূর পরে সবার আগে,
কোন দেশে ফোটে কেতকীকমল, প্রাবৃটে ছোটে হেন সৌরভ॥

নটগণ। কার মুক্তহস্ত লঙ্ঘে শির, তুঙ্গ শৃঙ্গ হেমগিরির,
"পাতালচণ্ডী" "ফুলবাড়ী-দ্বার" অতুল কাহার গড়-বিভব :—

নটীগণ। বরেন্দ্র, রাঢ়, বগ্‌ড়ি, বঙ্গ, পৌণ্ড্রসঙ্গ, পঞ্চ অঙ্গ,
পদ্মা, মেঘনা, ভীম-তরঙ্গ, গঙ্গা, সাগর-সংজ্ঞা সব॥

লক্ষ্মণসেন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(অরণ্য-মধ্যস্থ ছাউনী-শ্রেণী ; দূরে চাঁদমারী।)

[চিন্তিতভাবে বায়াদুম শাহ্ মানচিত্র দেখিতেছে ; বিষণ্ণ গালব দূরে দণ্ডায়মান ; ভুলীন আপন মনে চাঁদমারীতে নিশানা অভ্যাস করিতেছে।]

নিয়ামৎ খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন।

বায়াদুম। আজ কি সংবাদ সংগ্রহ হ'লো ?

নিয়ামৎ। খুব, ঢের, অনেক, বল্‌বার মতন।

বায়াদুম। কি রকম ?

নিয়ামৎ। অমাত্য ধর্ম্মগিরির সঙ্গে রাজ-পুরোহিত বলদেবের মতের ত' ফরাক্ ছিলই, তার ওপর মহারাণী শিলার দেওয়া নৈবেদ্যের খাবার নিয়ে ঘোর শত্রুতা হ'য়ে গেছে। ঠোঁট, যা ঠোঁটের সঙ্গে একসঙ্গে জন্মেচে, এক হ'য়ে দিনরাত লেগে আছে, মুখের কথা আর খাবার তাদেরও ফরাক্ ক'রে দেয়,—কাজেই গরমিল !

বায়াদুম। এই তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে বিবাদ ক'ল্লে ?

নিয়ামৎ। একখানা মাছ নিয়ে যে ঘর ভাঙ্গে ; ভাঙ্গবার সময় অমনি ছোট জিনিষ নিয়েই হয় ! এখন এমনি দাঁড়িয়েচে, যে, ধর্ম্মগিরি যদি ব'ল্লেন নির্দ্দোষ, বলদেব ব'ল্লেন দোষী ; ইনি যদি ব'ল্লেন মহারাজ বল্লাল কর

বাড়িয়ে অন্যায় ক'চ্চেন, দেশ জুড়ে অভাব আন্‌চেন, বলদেব ব'ল্লেন, মোটেই নয়, বাড়ানই উচিত, সকলেই খুশী। আপনার শিক্ষামত ধর্ম্মগিরি কাল ব'ল্লেন, গোরা সর্দ্দার রাজভক্ত, বিদ্রোহ করেন নি, জনকতককে নিয়ে অভাবের তাড়নায় পরামর্শ ক'রেছিলেন ; বলদেব ব'ল্লেন, না, গোরাই মূল, তার কয়েদ হওয়াই উচিত।

বায়াদুম। কি হ'লো ?

নিয়ামৎ। কারাবাস।

বায়াদুম। (চমকিয়া) সে কি !

নিয়ামৎ। কিন্তু ধর্ম্মগিরিও প্রতিজ্ঞা ক'রেচেন, আজই তিনি গোরাকে কারামুক্ত ক'র্‌বেন ; এদিকে বলদেবও রাজাকে পরামর্শ দিয়ে ঠিক করিয়েচেন, আজই গুপ্তভাবে নগর দেখা উচিত। আর নগর রক্ষা ক'র্‌বেন সুষেণ নিজে।

বায়াদুম। তবে আজই সুযোগ। সকলে বুঝুন, ধর্ম্মগিরিই প্রবল, সুষেণ অকর্ম্মণ্য। যাও গালব, গোরা আমাদের দলভুক্ত, তুমি ধর্ম্মগিরিকে সাহায্য কর। মুসলমান-সম্প্রদায়ের এক প্রাণীর কারাবাস, আমাদের সম্মানের হানিকর। গোরার মুক্তি চাই।

গালব। বেশ।

[গালবের প্রস্থান ও বায়াদুমের শিবিরাভ্যন্তরে গমনোদ্যোগ।

তুলীন। (বায়াদুমের নিকটবর্ত্তী হইয়া) সর্দ্দার, আমায় একটা কাজ দাও ; আমার নিশানা ঠিক হ'য়েচে, একশো গজের মধ্যে একটা তীরও ফস্‌কাবে না।

বায়াদুম। যদি প্রস্তুত হ'য়ে থাক', আজই পরীক্ষা দিও। (নিয়ামতের প্রতি) যাও, বালককে সঙ্গে নাও।

[সৈন্যসহ বায়াদুমের ছাউনী-মধ্যে গমন ও নিয়ামৎ সহ তুলীনের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(গৌড়—রাজপথ ;—চৌমাথা।)

[সময়—রাত্রি।]

সাধ্যানন্দের প্রবেশ।

সাধ্যানন্দ। এত' আলো, এত' আলো, দেখ', দেখ', তবু অন্ধকার! ভাব-নদী বেগে শুদ্ধ হবে, সত্য ভিন্ন মনশুদ্ধির উপায় নাই, জ্ঞানে বুদ্ধি শুদ্ধ কর, বিদ্যায় আত্মা শুদ্ধ কর, সত্যে মন শুদ্ধ কর, হিংসা-বর্জ্জনে, দানে, সোণার গৌড় স্বর্ণময় ক'রে রাখ।

[সাধ্যানন্দের প্রস্থান।

ভৃঙ্গসেন সহ মহারাজ বল্লালের প্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। শুভাগমন, শুভাগমন; পথ পবিত্র, পথ পবিত্র; কামরূপ ও কলিঙ্গজেতা স্বর্গীয় মহারাজ বিজয়সেনের আশীর্ব্বাদ আপনার উপর র'য়েচে, আপনার জয় সর্ব্বত্র। প্রজাদের ভাবনা নেই, চিন্তে নেই; রাত্রে কেবল খোস্‌মেজাজে, ভোঁস্ ভোঁস্ ক'রে নিদ্রা যাচ্চে, আর দিনে খাচ্চে। সুশাসন, চতুর্দ্দিকেই সুশাসন। আপনার নগরীদর্শন, কেবলই কষ্ট, শুধু ইষ্ট নষ্ট, তার ওপর পষ্ট ব'ল্‌তে কি, তোমার গিয়ে, মনে কর' বোল্‌বুই বা কি, আর কিই বা ব'ল্‌বো, এই, আপনার. গিয়ে, আমার গিয়ে, কি বলে, কিছুই নেই, দরকারই নেই।

বল্লাল। না, না, নগরীদর্শন, ওটা রাজধর্ম্ম।

ভৃঙ্গসেন। আহা, তাত' বটেই! রাজা দেখ্‌চেন, স্বয়ং দেখ্‌চেন, সশরীরে দেখ্‌চেন, এর চেয়ে আর কথা!

বল্লাল। (বিষাদে) কিন্তু সকল রাজা তা দেখেন না।

ভৃঙ্গসেন। কেউ দেখেন না, কেউ দেখেন না, দেখে আর কে? এই ত' পশ্চিমে বিষ্ণুপুর, পঞ্চকোট র'য়েচেন, দক্ষিণে সুন্দরবন-সন্নিহিত প্রদেশাধিপতি র'য়েচেন, পূর্ব্বে নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরেশ্বর

র'য়েচেন, উত্তরে কুচবেহার আছেন, দেখে কে? দেখবার যোগ্যতাটা কার? বলি, জানে কে? কেউ জানে না, আমার কাছে পষ্ট কথা, আপনার মুখের সাম্‌নেই বল্লুম্, তা ভালই বলুন, আর, কি বলে, মন্দই বলুন।

বল্লাল। যজ্ঞের কথা নিয়ে কিছু আন্দোলন শুন্‌চো?

ভৃঙ্গসেন। অদ্ভুত, অদ্ভুত, সে কি আন্দোলন, একেবারে দোলন; আপনার যজ্ঞ, আহা, একবার হ'লে হয়।

বল্লাল। এইবার বল্লভচন্দ্র বুঝ্‌তে পার্‌বেন—

ভৃঙ্গসেন। আজ্ঞে পাচ্চে, এরই মধ্যে, কি বলে, পাচ্চে।

বল্লাল। রাজা, একদিনে যা দান ক'ত্তে পারেন, তা সমস্ত বণিক্-সম্প্রদায়ের জীবনে দেবার সামর্থ্য নাই।

ভৃঙ্গসেন। বটেই ত', বটেই ত'।

বল্লাল। বণিক্ হ'য়ে তোর এত বড় স্পর্দ্ধা, ব্রাহ্মণের বিষয় আন্দোলন!

ভৃঙ্গসেন। দেখো, দেখো একবার! বল্লভটা ভারী বিশ্রী।

বল্লাল। আবশ্যকে আমি কর বাড়াবো, শুল্ক স্থাপন ক'র্‌বো, নীচজাতিকে উচ্চসম্মান দেবো, উচ্চকে নীচরূপে পরিবর্ত্তিত ক'র্‌বো। তুই বণিক্-প্রজা, তোর আবার আপত্তি কি? তুমি বৈশ্য, বৈশ্যের ন্যায় থাক্‌বে। ব্রাহ্মণের ন্যায় আচার দেখাবে, বিক্রমে ক্ষত্রিয়কে পরাজয় ক'র্‌বে, স্বজাতির ন্যায় সঞ্চয়ী হবে, শূদ্রের ন্যায় সেবা-রত থাক্‌বে! এসবে তোমার কি অধিকার? বাণিজ্য করো, পশুপালন করো, দাস সংগ্রহ ক'রে দাও, তোমরা বৈশ্য, তোমাদের এই ধর্ম্ম।

ভৃঙ্গসেন। এই ত', এই ত' ন্যায়বিচার। টাকা হ'য়ে ভারি বেড়েচে, একেবারে তোমার গিয়ে কি বলে, দাস আট্‌কাচ্চে, অনাচরণীয়দের পর্য্যন্ত, তোমার গিয়ে আপনাকে, ওদের জন্যে আচরণীয় ক'ত্তে হ'চ্চে, ওরা কিন্তু ভারী দুঃশীল হ'য়ে প'ড়েচে।

বল্লাল। ধনগর্ব্ব, ধনগর্ব্বই তাদের প্রবল ক'রে তুলেচে। ক্ষতিগ্রস্ত না হ'লে, এ অযথা আন্দোলন নিবারণ হবে না, সুতরাং শুল্কের বৃদ্ধিই উচিত।

ভৃঙ্গসেন। আহা, এরই নাম রাজবুদ্ধি, ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্মা ;—

বল্লাল। চলো, একটু এগিয়ে চলো। সকলেই ত' প্রজা, সকলেই সন্তান, গুপ্তভাবে সকলকেই দেখা উচিত।

ভৃঙ্গসেন। আহা, তা' আর উচিত নয়, তোমার গিয়ে, এই, ভয়ানক উচিত ; প্রজারা দেখো, কি রাজা পেয়েচো, বোঝ'। ওটা কারা-বিভাগের পথ, এই দিকে আসুন, এই দিকেই চলুন। আহা, কি উচিত জ্ঞান দেখো।

[বল্লাল ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃঙ্গসেন প্রতি চাহিয়া প্রস্থান করিলেন।

ভৃঙ্গসেন। (সভয়ে অপ্রতিভ হইয়া) উচিত, ত' উচিত, ক্ষণজন্মা, ক্ষণজন্মা।

[বল্লালের অনুগমন করিল ও ধর্ম্মগিরি লুক্কায়িত ছিল বাহির হইল।

ধর্ম্মগিরি। মানুষের বেশী শত্রু কে, যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, উত্তর দি, এই ক্ষণজন্মার দল। চোরের শাস্তি হয়, আর তোষামোদকারীর শাস্তি নেই ? কি অন্যায়, কি অন্যায় !

ধর্ম্মগিরির প্রস্থানোদ্যোগ ও গালবের ক্ষিপ্রগতিতে প্রবেশ।

গালব। ধর্ম্মাধিকার ! উপায় করুন, আমাদের কৌশলে গোরাসর্দ্দার পালিয়েচে, বোধ হয় সুষেণ বুঝ্‌তে পেরেচে।

ধর্ম্মগিরি। সে কি ! সে কি !

[উভয়ের প্রস্থান।

সভয়ে চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে শৃঙ্খলাবদ্ধ গোরার প্রবেশ।

গোরাসর্দ্দার। না ধ'ল্লে হয়, আর একটু না ধ'ল্লে হয়। পায়ের শেকল রইলো, একটা ছেনী, উকো, লোহা, যা হয় কিছু। আছাড় মাল্লে

ঝন্ ঝন্ ক'র্বে, শব্দ হবে, ভাঙ্গবে না। লোক র'য়েচে, হয়ত' লোক র'য়েচে। গাছের নিশ্বেস্ পড়ে। ভয় কি? মাথায় মার্বো, যে আস্বে, মাথায় মার্বো, হু হু ক'রে রক্ত প'ড়বে, ধ'ত্তে দোব না, খুন, খুন, চাদ্দিকের মাটী লাল হবে, রক্তে রক্তে ভিজে উঠ্বে, রাত্তিরে শুখিয়ে যাবে। ছেনী, লোহা, উকো, যা হয় কিছু, যা হয় একটা কিছু।

অসিহস্তে একদিক দিয়া সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ। পাল্লে না, পলাতক বন্দি! আর তোমার নিস্তার নেই।

উন্মুক্ত তরবারি হস্তে গালবের প্রবেশ।

গালব। কখনও নয়, কার সাধ্য গোরাকে আবদ্ধ করে।

[সুষেণ সহ যুদ্ধ।

ক্ষিপ্রগতিতে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। (গোরার প্রতি) এসো, এসো, পালাও, পালিয়ে এসো।

সুষেণ। (যুদ্ধ করিতে করিতে ধর্ম্মগিরির প্রতি) ধর্ম্মাধিকার! ধর্ম্মাধিকার! এ কাজ আপনার!

ধর্ম্মগিরি। (গোরার প্রতি) এসো গোরা, তোমায় নিয়ে আমি স্বর্গরাজ্যের স্থাপনা ক'র্বো, যেথানে পক্ষপাত নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, সকলে সবল, সকলে সুখী।

[গোরাকে লইয়া ধর্ম্মগিরির প্রস্থান।

কুমার লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (পলায়নপর ধর্ম্মগিরির প্রতি) যদি এমন দেশ থাকে, আমায় সেখানে আশ্রয় দাও, সে স্বর্ণভূমি সকলেরই দেখবার। (যুদ্ধরত গালব ও সুষেণের প্রতি) কি ক'চ্চো, (সুষেণ প্রতি) এক ন্যায় সমর্থন ক'ত্তে গিয়ে এক অন্যায় ক'রো না, বন্ধুত্ব স্থাপনা কর। জেনে রাখ', ক্ষমার তুল্য ধর্ম্ম নাই, সহিষ্ণুই এ জগতে গৌরবমণ্ডিত।

[কুমার লক্ষ্মণ উভয়ের মধ্যে আসিয়া যুদ্ধ বন্ধ করিয়া দিল।

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। ওই, ওই, হত্যা কর, সমস্ত ষড়যন্ত্র গুপ্ত থাক্‌বে।

সুষেণ। (সভয়ে চীৎকার সহ) ওই, ওই।

[বর্ষা-হস্তে দুলীন আসিল লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিল ও কাঁপিয়া উঠিল।

দুলীন। (ভ্রান্তভাবে) অ্যাঁ, অ্যাঁ।

[লক্ষ্মণ চাহিয়া দুলীনকে দেখিল ও বজ্রমুষ্টিতে হাত চাপিয়া ধরিল।

লক্ষ্মণ। (হাত চাপিয়া সস্নেহে) কে তুমি সুন্দর বালক? উত্তর কর', তোমার মত আমায় যদি সহায়হীন পেতে, কি ক'ত্তে বালক?

দুলীন। (উত্তেজিতভাবে) তোমায় হত্যা ক'ত্তেম্‌।

লক্ষ্মণ। (হাসিয়া) জ্ঞানহীন ভেবে আমি কিন্তু তোমায় মুক্ত ক'রে দিতেম; যাও বালক, তুমি মুক্ত। শিক্ষা কর, দয়ার চেয়ে ধর্ম্ম নাই, ক্ষমার চেয়ে নীতি নাই। অস্ত্রের সাহায্যে শরীরের জয় হয়, সে জয়ে শ্লাঘা নাই, আনন্দ নাই, গৌরব নাই। মন জয় কর', মানুষ, মানুষ হ'তে চেষ্টা পাও।

দুলীন। (লক্ষ্মণের পদতলে পড়িয়া) রাজা, রাজা, আমায় মাপ কর', প্রমাণ পেয়েচি তুমি কেন বড়, বুঝ্‌তে পেরেচি, আমাদের জাতেও মহৎ হয়। নিজের জিনিষ, তাই চিন্তে পারিনি! নাও রাজা, ইচ্ছে হয় এই বর্ষা আমার বুকে বসিয়ে দাও। আমি আত্মীয়হীন, কেউ বাধা দেবে না।

লক্ষ্মণ। কথন নয়, আত্মগ্লানিতে তোমার শাস্তি হ'য়েচে। রাজার স্নেহ সকলের জন্য, শত্রু নাই, মিত্র নাই, আপনার নাই, পর নাই, সকলে আমার, সুন্দর বালক, তুমিও আমার।

[দুলীনকে সস্নেহে লইয়া কুমার লক্ষ্মণের প্রস্থান ও সুষেণের অনুগমন।

গালব। হও শত্রু, কিন্তু কুমার, সত্যিই তুমি একটা দেখ্‌বার জিনিষ।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(জয়ন্তের কুটীর-সম্মুখস্থ পথ।)

নাগরিকদ্বয়ের প্রবেশ।

১ম নাগ। বলি হ্যাঁ হে, জয়ন্তটা বুকের ওপর ব'সে কুলীন হবে, আর আমরা অকুলীন! বল্লালের জন্মে সে বেটা কিনা, আমার ঘরে খেলে, আমায় মর্য্যাদা দিতে হবে!

২য় নাগ। নিশ্চয়, এর মানে আছে, যখন অমন সুন্দরী স্ত্রী, তখন আবার কুলীন হবার ভাবনা।

ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

ভৃঙ্গ। ঠিক ব'ল্‌চো, ঠিক ব'ল্‌চো, ওই জয়ন্তর কথা বুঝি হ'চ্ছিল? ওটার জাতপাত করা যায় না?

১ম নাগ। দোষটা কি দেখান চাই ত'?

ভৃঙ্গ। হ্যাঃ, অমন সুন্দরী স্ত্রী র'য়েচে, ওর আবার দোষ দেখাবার ভাবনা, রটাও, ও মাগী নষ্ট।

২য় নাগ। রটাতে হবে কেন? সত্যি নষ্ট না হ'লে অত ঘোম্‌টা দেয়?

১ম নাগ। ঠিক্, ঠিক্, যখন ঘোম্‌টা দিয়েচে, তখন ওর বাবা নষ্ট, ব'ল্‌বো কি মশায়, একদিন দেখি, ও ভয়ঙ্কর নষ্ট।

ভৃঙ্গ। হ্যাঁ, ভয়ঙ্কর নষ্ট; তবেই ত'! একঘ'রে কর', একঘ'রে কর', নইলে জাত যায়, হিন্দুধর্ম্ম যে গেল।

১ম নাগ। আমি দশরথের মত, নিজের পুত্র রামচন্দ্রকে ত্যাগ ক'র্‌বো, তবু ধর্ম্ম ছাড়্‌তে পার্‌বো না, আমার ধর্ম্মই সহায়।

ভৃঙ্গ। বাপের বেটাই তো, বাপের বেটাই তো, আমার নানান্ কাজ আছে,

বুঝ্‌লে, প্রজা, সন্তান কিনা, সকলেরই উপকার ক’র্‌তে হয়, আমি চল্লুম, আমি চল্লুম।

[ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

[অন্যদিক দিয়া কলসীকক্ষে সিক্তবসনা পদ্মাক্ষীর প্রবেশ ও উহাদের দেখিয়া সঙ্কুচিতা হওন ও আরো অধিক ঘোম্‌টা টানিয়া নিজ কুটীর মধ্যে প্রস্থান।

১ম নাগ। একবার চলার ভঙ্গী দেখেচো ? লজ্জাশীলা, যেন পারে না।

২য় নাগ। ওর মানেটা কিছু বুঝ্‌লে ? ও তোমায় ঈশারায় ডাক্‌লে। ওই যে ঘোম্‌টা টান্‌লে, ওর মানে হ’চ্ছে ‘স’রে এসো’।

১ম নাগ। ছ্যা, ছ্যা, এত’ লোকের সাম্‌নে ডাক্‌লে, ঈশারা, য়ঁ্যা !

২য় নাগ। এই দেখ্‌লে ত’, এই দশের সাম্‌নে, তোমার হাত ধ’রে টানাটানি ক’ল্লে, এটা কি কুলস্ত্রীর আচরণ ?

১ম নাগ। আমি পৈতে ছুঁয়ে ব’ল্‌তে পারি, কখন আচরণ নয়, একঘ’রে কর’, নইলে ধর্ম্ম যায়। হিন্দুর সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্ম। দেখ খুড়ো, তোমায় প্রায়শ্চিত্ত ক’র্ত্তে হবে। ও যে ঘাটে জল নেয়, তুমিও সেই ঘাটে জল নিয়েচো, কাজেই, ও বেশ্যা-মাগীর ছোঁয়াছুঁয়ি তোমায় খেতে হ’য়েচে, কাজেই, তুমি সংস্পর্শদোষে দুষ্ট হ’য়েচো। তুমি দাঁতে কুটো, আর হাতে সরা নিয়ে প্রায়শ্চিত্তের জন্য ভিক্ষে মাগ্‌তে বেরোও, আর আমরা দশজনকে জানান্‌ দিইগে। একঘ’রে ব’লে কেবল ওই জয়ন্ত বেটাকে নেমন্তন্ন ক’র্‌বো না। এ বিষয়ে যত বেশী ঘোঁট হবে, ওই পদ্মাক্ষী মাগী তত বেশী বেশী বেশ্যা প্রমাণ হবে, কি বল ?

২য় নাগ। সেই ভাল, এখনি দাঁতে কুটো আর হাতে সরা নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্‌। সংস্পর্শদোষ, আমরা হিন্দু হ’য়ে কখন সহ্য ক’র্‌বো না। আমার ধর্ম্মই সহায়, আমার সত্যই পথ।

১ম নাগ। বটেই ত’, বটেই ত,’ মানসিক বল দেখ’; জাতকাট্‌ কি না !

২য় নাগ। ওরে, আমি যে সত্যের সেবক, আমি যে ধর্ম্মের দাস রে।

[প্রস্থান।

১ম নাগ। কি নিষ্ঠা, কি নিষ্ঠা, আহা—

[২য় নাগরিকের অনুগমন।

পদ্মাক্ষীর উদ্বিগ্নভাবে প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। এত'খানি বেলা হ'লো, কই ঠাকুর-মশায় এলেন না ত'। এসে একরূপ চণ্ডী প'ড়বেন, তবে ত' জল খাবেন। হয় ত' কত বেলা হ'য়ে যাবে। যাই, গোয়ালঘরের কাজটা ততক্ষণে সেরে নিই গে।

[কুটীরে প্রস্থান।

একদিক দিয়া দাঁতে কুটো, হাতে সরা লইয়া ২য় নাগরিক আসিল, প্রথম নাগরিকের পুনঃ প্রবেশ ও অন্যদিক দিয়া জনসঙ্ঘের সহিত বলদেবের আগমন।

২য় নাগ। হে সৎ-মণ্ডলী, আমি পতিত, বিপন্ন, সংস্পর্শ-দোষে দুষ্ট হ'য়েচি, কা'ল প্রায়শ্চিত্ত, আপনারা উদ্ধার করুন।

বলদেব। কি হে তুলসীলোচন, কোন গাভী-মাতার অপালন হ'য়েচে না কি ? দাঁতে কুটো, হাতে সরা নিয়ে দোর দোর ভিক্ষেয় বেরিয়েচো যে ?

১ম নাগ। পদ্মাক্ষী-মাগী যে ঘাটের জল খায়, সেই ঘাটের জল খেয়ে ফেলেচেন, তাই সংস্পর্শ-দোষ-জাত যে পাপ, তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত ক'ত্তে উদ্যোগী হ'য়েচেন।

বলদেব। কেন, মা লক্ষ্মী ত'—

১ম নাগ। শুনুন না, শুনুন না।

[বলদেবের কর্ণে পদ্মাক্ষী যে কুচরিত্রা, তাহা ১ম নাগরিক চুপি চুপি কহিল।

বলদেব। য়্যাঁ ! বল কি ! যখন হাত ধ'রে টানে, তখন ত' প্রকাণ্ড বেশ্যা ! ভাগ্‌গি বাবা তুমি ব'ল্লে, নইলে আমিই ত' চণ্ডীপাঠ ক'ত্তে যাচ্ছিলুম।

লোকের সাক্ষাতে হাত ধ'রে টানে, সমাজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে অত্যাচার দেখায়, এত সাহস, এত স্পর্দ্ধা হ'য়েচে !

[পদ্মাক্ষীর বহিরাগমন।

পদ্মাক্ষী। বাবা, আপনি এসেচেন, বেলা যে আর নেই।

[পদ্মাক্ষী গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিতে গেল।

বলদেব। তুমি কুলটা, আমায় স্পর্শ ক'রো না।

পদ্মাক্ষী। য়্যাঁ ! [পদ্মাক্ষী বসিয়া পড়িল।

২য় নাগ। আমি সংস্পর্শ-দোষে দুষ্ট হ'য়েচি, ধর্ম্মই আমার সহায়, সত্যই আমার পথ, হে সৎ-মণ্ডলী ! আমি অনুতপ্ত।

পদ্মাক্ষী। বাবা, বাবা, এ সব কে প্রচার ক'চ্চে, আমি জোর-গলায় ব'ল্‌চি, সে যেই হো'ক্, সে মিথ্যাবাদী। যে, এ সব রটনা করে, সে নিজে হীন, সে নিজের মত জগৎ দেখে।

বলদেব। কি ক'র্‌বো, দশের মুখে ধর্ম্ম।

[বলদেবের প্রস্থানোদ্যোগ।

পদ্মাক্ষী। বাবা ফির্‌লেন যে, চণ্ডী প'ড়বেন না ?

বলদেব। আমি কুলটার গৃহে যাব না। (১ম নাগরিককে দেখাইয়া) তুই এই ব্রাহ্মণেরই হাত ধ'ত্তে গিছ্‌লি।

পদ্মাক্ষী। এ যে আমার পেটের সন্তান।

বলদেব। দশ-মুখে ধর্ম্ম, আমি যেতে অক্ষম।

[বলদেবের প্রস্থান

পদ্মাক্ষী। বাবা, আমি তোমার হাত ধ'রেচি, আর তাই তুমি প্রচার কোরে বেড়াচ্চো ?

জনসঙ্ঘ হইতে জনৈক। ওই শোন, হাত সত্যি ধ'রেছিল, আর তাই প্রচার ক'রে বেড়াচ্চে ব'লে যত রাগ।

জয়ন্তের প্রবেশ।

১ম নাগ। (পদ্মাক্ষীর প্রতি) সত্যি কথা ব'ল্‌বো না কেন? তুমি কুলীন-পত্নী, এই ভয়ে নাকি?

জয়ন্ত। ব্যাপার কি?

পদ্মাক্ষী। স্বামী, পতি, গুরু, আমার লজ্জা রক্ষা করুন। আমায় মিথ্যা-কলঙ্ক হ'তে বাঁচান, আপনার সমক্ষেও এরা প্রচার ক'ত্তে সাহস করে, আমি কুলটা। আমার মুখ দেখুন, ছেলেবেলা হ'তে আমার আচরণ ভাবুন, আমায় রক্ষা করুন।

১ম নাগ। তুমি ত' বাছা, এই দশের সাম্‌নে স্বীকার ক'ল্লে, একদিন না হয় হাত ধ'রেই টেনেচি, তা কি দশের সাম্‌নে প্রচার ক'রে বেড়ায়। বাছা, তুমি ক'ল্লে, আর দশ জনে ব'ল্‌বে না?

জয়ন্ত। এতদূর হ'য়েচে। সর্ব্বশক্তিমান্—

[জয়ন্ত নিজ-কুটীরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বার রোধ করিয়া দিল।

পদ্মাক্ষী। দরজা খুলুন, দরজা খুলুন।

১ম নাগ। (২য় প্রতি জনান্তিকে) আগুন লেগেচে, চল হে, রগড় পাকান যাক।

২য় নাগ। হে সৎমগুণী! আমি অনুতপ্ত, আমি সংস্পর্শদোষে দুষ্ট হ'য়েচি, ধর্ম্মই আমার সহায়, সত্যই আমার পথ।

[প্রস্থান।

জনসঙ্ঘ হইতে অনেক। নষ্ট মাগী, দেখচো না, আমরা প্রথম থেকেই জানি।

[জনসঙ্ঘের প্রস্থান।

পদ্মাক্ষী। ঠাকুর, ঠাকুর, ওগো, ওগো, একবার দরজা খুলুন।

জয়ন্ত। তুমি অন্যাসক্তা কুলটা, তোমায় বর্জ্জন ক'রেচি।

পদ্মাক্ষী। হা ঈশ্বর!

[পদ্মাক্ষীর ভূপতিতা হওন।

ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

ভৃঙ্গ। বাপের বেটাই তো, বাপের বেটাই তো, কাজ ঠিক উত্‌রে দিয়েছে। দেখি, ছুঁড়ীটাকে নিয়ে যদি কিছু করা যায়। (অগ্রসর হইয়া) এই, দিদি যে, দিদি যে, ভায়া বুঝি রাগ ক'রে দোর দিয়েচে? (পদ্মাক্ষী উঠিয়া দাঁড়াইল) তা, যে রকম ঘোঁট্ চ'ল্‌চে। তুমি রাজার কাছে, জয়ন্তের নামে একটা অভিযোগ কর', উপায় হ'য়ে যাবে, এসো।

পদ্মাক্ষী। স্বামীর বিপক্ষে, ছি!

ভৃঙ্গ। স্বামী হ'য়েচে তার হ'য়েচে কি?

পদ্মাক্ষী। সে যে স্বামী, সে যে দেবতা, সে যে ইহকাল পরকাল। সোণার বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে শেখাতে যেও না, এখানে স্বামীর বিপক্ষে স্ত্রী অভিযোগ ক'ত্তেও সাহস করে।

ভৃঙ্গ। তা হ'লে, সমাজের, জাতের, স্বামীর, সকলেরই ঠেলা হ'য়ে থাক'। তোমার ভালর জন্যেই ব'ল্‌চি। স্বামী হ'ক, কিংবা সমাজ হ'ক, বর্জ্জন করুক আর যাই করুক, যদি রাজা নিয়ম ক'রে দেয়, নিতেই হবে।

পদ্মাক্ষী। সে যদি গ্রহণ করে, সে যদি দোষ ভোলে, আমায় যা ব'ল্‌বে তাতেই স্বীকার।

ভৃঙ্গ। দেখি, আমার হাত-যশ আর তোমার বরাত্।

পদ্মাক্ষী। হে ঠাকুর! আমার স্বামী যেন আমায় মাপ করেন, তিনি যেন বোঝেন, আমি নির্দ্দোষ, আমায় এই ভিক্ষা দাও, আমায় এই ভিক্ষা দাও।

ভৃঙ্গ। এসো।

[পদ্মাক্ষীর হস্তধারণপূর্ব্বক প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(বল্লভচন্দ্রের বহির্ব্বাটী।)

বল্লভ উপবিষ্ট।

বল্লভ। কমল!

নিমন্ত্রণের তালিকা-হস্তে কমলের প্রবেশ।

কমল। কেন দাদা?

বল্লভ। (উদাসভাবে) কি ক'চ্চো ভাই?

কমল। কোন ব্রাহ্মণের নাম বাদ প'ড়্‌লো কি না দেখ্‌চি।

বল্লভ। দেখো, দেখো, স্বর্গে গেছেন, দেখো।

[ফর্দ্দ দেখিতে দেখিতে কমলের প্রস্থানোদ্যোগ।

দেখ্‌তে অনেকক্ষণ লাগ্‌বে, নয়?

কমল। হ্যাঁ। [প্রস্থান।

বল্লভ। কমল!

কমলের পুনঃপ্রবেশ।

কমল। হ্যাঁ দাদা, আবার ডাক্‌'চো কেন?

বল্লভ। দরকার যে ভাই, তোর দিদি ত' এমন ব'ল্‌তো না; দেখ্‌, তোরা এক কথায় ভুরু কোঁচ্‌কাস্‌; তোরাও মানুষ, সে জীবনে কখন উত্তর করেনি, সেও মানুষ। (কমল লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিল। (স্নেহস্বরে) কমল!

কমল। (সাগ্রহে) কি দাদা?

বল্লভ। এই বল্‌ছিলুম কি, মনটা বড্ড কেমন ক'চ্চে, অনেক দিনের সম্পর্ক, একদিনে কি ভোলা যায় দাদা! ঘরের যে দিকে তাকাই, সেই দিকেই তোর দিদি। তার শিক্ষা, তার পছন্দ, তার সাজান,

স্বর্গে গেলেও যে আমায় জড়িয়ে আছে। দাদা, এবার আমার সব খরচ করাও; লক্ষ্মী, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর উদ্দেশে সব যাক্।

কমল। দিদির মত মানুষ বুঝি পৃথিবীতে হয় না। (চক্ষু মুছিল)

বল্লভ। (সাশ্রুনয়নে) কেঁদ না, চোখের জল ফেল্‌তে নেই, আমায় কে বোঝাবে দাদা? স্বামী রেখে মরা যে ভাগ্যি! তুমি ফর্দ্দ দেখগে।

[কমলের প্রস্থান।

প্রথম বণিকের প্রবেশ।

১ম বণিক। দাদা মশায়, দাদা মশায়,—

বল্লভ। (সস্নেহে, সাগ্রহে) কি দাদা, কি দাদা,—

১ম বণিক। বল্লাল আবার নূতন শুল্কের স্থাপনা ক'ল্লে।

দ্বিতীয় বণিকের প্রবেশ।

২য় বণিক। সর্ব্বনেশে বল্লাল বণিকের ওপর পৃথক্ শুল্ক বসা'লে।

বল্লভ। ভয় কি ভাই, রাজা, রাজা আছে, আমাদের সমাজ, আমাদের সমাজ; আমার ঘর থেকে টাকা নাও, একজন গরীব হবে, সমাজের কিছুই ক'র্ত্তে পার্‌বে না। যাদের সমাজ বাঁধা রইলো, রাজার হুকুমে তাদের ভয়! কিছু ব'লো না, যা খুসী, ক'র্ত্তে দাও, বাঙ্গালীর নিজের ব'লে থাক্‌তে এক মহারাজ বল্লাল আছে, সে আমার কে জানিস্? সে শুধু রাজা নয়, সে আমার, সে আমার বিক্রমপুরের লোক, তার বাপ আমার বাপের বন্ধু, তার পূর্ব্বপুরুষ আমার গ্রামবাসী, আমার গাঁয়ের লোক রাজা, আমার গাঁয়ের লোককে আমার সাম্‌নে খারাপ বলিস্‌নি। পাপ হ'লো, পাপ হ'লো, গাঁয়ের লোকের নিন্দে শুন্‌তে হ'লো, মহাপাপ, এ শোনাও মহাপাপ।

কমল সহ বলদেবের প্রবেশ।

আসুন, আসুন, পাদ্য আন, অর্ঘ্য আন, দেব অভ্যাগত, ব্রাহ্মণ

অভ্যাগত। (করযোড়ে) দেবতা, দেবতা, আমি পত্নীহারা হ'য়েচি, আমার যে প্রণামের অধিকার নেই।

বলদেব। কুণ্ঠিত হবেন না, আমি সমস্তই জানি। মহারাজ বল্লালের যজ্ঞ, আমি প্রতিনিধিরূপে নিমন্ত্রণ ক'ত্তে এসেচি। (পত্রদান)

বল্লভ। অনুগ্রহ, রাজ-অনুগ্রহ, আজ ত' তিনি নেই, তোমরা হাস', তোমরাই আনন্দ কর', রাজ-নিমন্ত্রণ, রাজা আমায় ডেকেচে, আমার বল্লাল আজ আমায় ডেকেচে।

সসজ্জ সৈন্য সহ সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ। হ্যাঁ, ডেকেচে, তবে নিমন্ত্রিত বন্ধু ব'লে নয়, অপরাধী বন্দী ব'লে,—রাজসমীপে উপস্থিত হবার জন্য। বল্লভ, তুমি বন্দী।

সকলে। সে কি! সে কি!

সুষেণ। রক্ষিগণ! বন্দী কর!

সকলে। কখনই নয়! কার সাধ্য বন্দী করে!

(বণিকদ্বয় ও কমল অস্ত্রধারণ করিল।)

সুষেণ। আমি, সপ্ত-সমাজের নেতা ও অধীশ্বর মহারাজ বল্লালের নাম উচ্চারণ ক'রে ব'লচি, যে বাধা দেবে, আবদ্ধ হবে। ক্ষুদ্র বল্লভ, তুমি বিদ্রোহী, তুমি বন্দী।

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। না, না, কখন নয়। সে ক্ষুদ্র নয়, ক্ষুদ্র তুমি, সে মহৎ, সে অতি মহৎ। অত্যাচারের নাম রাজধর্ম্ম নয়। শোন সুষেণ, আমি প্রতিভূ, বিচারের জন্য যখন প্রয়োজন হবে, মহাত্মা বল্লভকে আমি উপস্থিত ক'র্‌বো। মুক্ত কর', জগদীশ্বরের নামে মানীকে সম্মান দাও, স্থান

ত্যাগ কর', জেনে রাখ', মানীকে সম্মান, নিজেকে সম্মান, মানীকে সম্মান, জগদীশ্বরকে সম্মান।

[সৈন্য সহ সুষেণের প্রস্থান।

বল্লভ। বাবা, বাবা, হত্যা ক'ত্তে এলে যে আদর ক'রে নিয়ে যেতে পারে, এ কথা তার মুখেই মানায়। এসো, দেবতা এসো, এসো নররূপী নারায়ণ এসো! ওরে মানুষ দেখ, সোণার বাঙ্গালায় সোণার মানুষ দেখ! দেবতা, পাদ্য নেবে এসো, এসো দেবতা, এই আমার মাথা, এই আমার অর্ঘ্য।

(ভূমিতে মস্তক রক্ষা।)

লক্ষ্মণ। কি ক'চ্চেন, কি ক'চ্চেন, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ।

বল্লভ। বাবা, বুড়োর একটা কথা রাখ'। তোমার পায়ের ধূলো, তোমার বাড়ীতে একবার ছড়িয়ে দেবে এসো।

লক্ষ্মণ। উঠুন, চলুন, মায়েদের প্রণাম ক'রে আসি।

বল্লভ। আয় বাবা, ক্রীতদাসকে পবিত্র ক'র্‌বি আয়।

[লক্ষ্মণকে লইয়া বল্লভের গমন।

বলদেব। বাঙ্‌লা তুমি সোণায় ভরা থাক্‌বে না ত' থাক্‌বে কে? আর কোন্ দেশে রাজা প্রজায় এমন মিল? আর কোন্ দেশে, এমন লক্ষ্মণ জন্মায়, এমন বল্লভ হয়?

[বলদেব কুমার লক্ষ্মণের অনুগমন করিলেন।

তৃতীয় বণিকের প্রবেশ।

৩য় বণিক। কি হয়েছিল হা?

কমল। ওই, রাজার লোক দাদামহাশয়কে ধ'ত্তে এসেছিল'।

৩য় বণিক। অ্যাঁ!

কমল। দাদা যে কেবল "রাজা" "রাজা" ক'রেই অস্থির, নইলে একবার দেখিয়ে দিতুম।

৩য় বণিক। লক্ষ্মণ এসেছিল নয়?

কমল। এসেছিল' বেটা খোসামুদে রামপ্রসাদে, খোসামোদ ক'ত্তে।

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। রাজনিন্দা ক'চ্চো! অষ্টদিক্‌পালের অংশে নির্ম্মিত চক্রবর্ত্তী মহারাজকে যে কটু বলে, সে চণ্ডাল।

কমল। ফক্কা ব'লে একশো বার সই, তাই বুঝি? তবে রে বিট্‌লে।

(সকলে মিলিয়া বলদেবকে প্রহার করিতে গেল)

বলদেব। (একপদ হটিয়া) দুর্ব্বিনীত বণিক্, ব্রাহ্মণের অপমান ক'ত্তে সাহস করিস্? সুমেরু হ'তে কুমেরু পর্য্যন্ত সমস্ত জাতি, আজও যাঁদের আজ্ঞানত, সেই ঋষি-আদেশ-প্রচারকারীর এই অপমান, জানিস্, বিধাতার কাণে পৌঁছুবে। বসুমতী গতিহীন হ'তে পারে, সূর্য্যের আলোক নাশ হ'তে পারে, তবু, নির্দ্দোষ রাজার নিন্দাকারী, নিরীহ ব্রাহ্মণের অপমানকারী, এই গর্ব্বিত জাতির পতন, হবে, হবে, নিশ্চয় হবে।

কমল। কি, ছোটমুখে বড় কথা!

(সকলের বলদেবকে প্রহার।)

বলদেব। উঃ!

কুমার লক্ষ্মণ ও তৎপশ্চাতে বল্লভের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। (বল্লভ প্রতি) এ কি বর্ষীয়ান্! এ কি অত্যাচার?

(সকলে প্রহার বন্ধ করিল।)

বল্লভ। এরা বালক, এরা বালক, উদ্ধত, ক্ষমা করুন, কুমার, ক্ষমা করুন।

লক্ষ্মণ। (ক্রুদ্ধভাবে) আসুন দেবতা।

[বলদেবকে লইয়া লক্ষ্মণের প্রস্থান।

বল্লভ। (বণিক্‌গণ প্রতি) কি কল্লি? কি সর্ব্বনাশ কল্লি!

কমল। (বল্লভ প্রতি) তা কি হবে, (বণিক্‌গণ প্রতি) এস হে।

[বণিকত্রয় সহ কমলের অন্যদিকে প্রস্থান।

বল্লভ। আমার মুণ্ড নাও, আমার জাতিকে রক্ষা কর', আমার জাতিকে রক্ষা কর'।

[লক্ষ্মণাভিমুখে গমন।

পঞ্চম দৃশ্য।

(রাজ-উদ্যানের একাংশ।)

বর্ষাহস্তে চিন্তিতভাবে তুলীনের প্রবেশ।

তুলীন। আমি কে? একজন আশ্রয়হীন। ছেলেবেলায় বাপ মা ম'ল, ভেসে বেড়ালুম। গরীব ব'লে ধনী আমায় ঘৃণার চক্ষে দেখলে, জ্ঞান হবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ধনীকে ঘৃণা ক'ত্তে শিখলুম, বায়াদুম শাহ আশ্রয় দিলে, বুঝলেম, ধনীর মধ্যে বুঝি সেই উদার। কিন্তু কুমার লক্ষ্মণ আমার সব ব'দলে দিলে। কি ক'ল্লে প্রভু! ইচ্ছে হ'চ্চে, ছুটে গিয়ে মহারাজ বল্লালকে বলি, ধর্ম্মগিরি বিশ্বাসঘাতক, গালব বিশ্বাস-ঘাতক, কিন্তু কুমারের নিষেধ। এখন' তিনি সময় দিচ্চেন উভয়কে, নিজেদের ভুল নিজেদের শোধ্‌রাবার জন্যে। তাই নিজে প্রকাশ ক'চ্চেন না, আমায়ও ব'লতে দিচ্চেন না, কি উদারতা, কি মহত্ব!

(কিয়দ্দূরে গালব তাহার প্রতি বর্ষা লক্ষ্য করিতেছে হঠাৎ দেখিয়া)

(চমকিয়া) এ কি! আমায় লক্ষ্য ক'চ্চে, সাবধান গালব, এখনও

সাবধান, আমিও নিরস্ত্র নই। (গালবের প্রতি বর্শা লক্ষ্য করিয়া হটিতে হটিতে) স্বচ্ছন্দে এগুতে পার', কিন্তু একটু যদি হাত নড়িয়েচ', এ অস্ত্রে তোমার মৃত্যু।

(উভয়ে উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিল, গালব অগ্রসর হইয়া তুলীনের সম্মুখে আসিল।)

গালব। এখন' দলে ফের'।

তুলীন। (পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া) না।

গালব। (পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া) তুমি বিশ্বাসঘাতক।

তুলীন। (পূর্ব্ববৎ দৃষ্টি রাখিয়া) বিশ্বাসঘাতক তুমি।

সৈন্য সহ বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। (গালবকে দেখাইয়া) বন্দী কর'। (তুলীনের প্রতি) জান্‌তে পেরেচি, বালক, গালব অবিশ্বাসী। তুমি কৃতজ্ঞ, রাজভক্ত প্রজা। গৌড়েশ্বরীর আশীর্ব্বাদ তোমার অক্ষয় বর্ম্ম হবে।

(তুলীনের নতমস্তকে আশীর্ব্বাদগ্রহণ।)

(সৈন্যগণ প্রতি) নিয়ে যাও। (তুলীনের প্রতি) এসো বালক!

[সৈন্যগণ গালবকে বন্দী করিয়া একদিকে লইয়া গেল, বলদেব ও তুলীনের অপরদিকে প্রস্থান।

শঙ্কিতভাবে, চতুর্দ্দিকে চাহিতে চাহিতে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতেছে এরূপভাবে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ ও অপরদিক দিয়া মহারাজ বল্লালের আগমন।

বল্লাল। ধর্ম্মগিরি!

ধর্ম্মগিরি। আদেশ করুন।

বল্লাল। গালব বোধ হয় বন্দীকে ধ'রেছিল, সুষেণই বাধা দেয়?

ধর্ম্মগিরি। গালব কিন্তু এইরূপ বলে।

বল্লাল। গালব আপনার অনুগত, আপনি বোধ হয় বিশেষভাবে তার পক্ষ-সমর্থন ক'র্‌বেন না ; উদার লক্ষ্মণও হয় ত' কারুর অনিষ্টের আশঙ্কায় সত্যপ্রকাশ ক'র্‌বেন না, এরূপ অবস্থায় আমি ভাল বুঝি, সুষেণ নগর-রক্ষকের পরিবর্ত্তে প্রধান গুপ্তচর হ'ন, বালক তুলীন তাঁর সহায় হ'য়ে কার্য্য-শিক্ষা করুন। (ধর্ম্মগিরি চমকিত হইল।) ধর্ম্মের সংস্কার অতি আবশ্যক, আপনি পূজাকার্য্যে সর্ব্বদাই ব্রতী থাকুন, উপস্থিত শান্তিই আছে, বলদেবই আপনার কার্য্যভার গ্রহণ ক'ত্তে পারেন। কে আছ' ?

সৈন্যদ্বয়ের প্রবেশ।

(সামরিক নিয়মে অভিবাদন।)

যাও, দেবীমন্দিরে নব রাজ-পুরোহিতকে স্থান দেখাও। (ধর্ম্মগিরির প্রতি) আপনি অগ্রসর হ'তে পারেন।

ধর্ম্মগিরি। যেরূপ অভিরুচি।

বল্লাল। আমারও বিশ্রাম আবশ্যক।

[সৈন্যদ্বয়ের পশ্চাতে ধর্ম্মগিরি একদিকে যাইল, অপরদিকে মহারাজ যাইলেন। যাইতে যাইতে একই সময়ে ধর্ম্মগিরি ও মহারাজ বল্লাল পশ্চাতে চাহিলেন, চোখে চোখ পড়িতেই ধর্ম্মগিরি শঙ্কিতভাবে মুখ ফিরাইয়া সৈন্য সহ প্রস্থান করিলেন।]

বল্লাল। (স্বগত) ধর্ম্মগিরি, কার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র ক'ত্তে চাও, বল্লাল বালক নয়, বাঙ্গালার অধীশ্বর, সপ্ত-সমাজের নেতা, ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ ও আশীর্ব্বাদের পাত্র।

[মহারাজ বল্লালের প্রস্থানোদ্যোগ।

পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। রাজা, রাজা, একটু দাঁড়ান, আমি কুলীন-পত্নী, ক'দিন হ'তে সাক্ষাতের আশায় অতিথিশালায় প'ড়ে আছি।

বল্লাল। তোমার কি অভিযোগ, বলো ?

পদ্মাক্ষী। সমাজ আমার সঙ্গে শত্রুতা ক'চ্চেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে ধর্ম্মের আবরণের মধ্যে রেখে, প্রমাণ ক'ত্তে চান, আমি কুচরিত্রা, বর্জ্জনের যোগ্যা। আমি নির্দ্দোষী, তবু বলেন, কুলটা। ক'দিন হ'তে সমাজের দ্বারে দ্বারে অনুগ্রহ চেয়ে বেড়িয়েচি, পাই নি। আপনি রাজা, দেশের শাস্তিদাতা, আমায় শাস্তি দিন, আমায় হারা-স্বামী ফিরিয়ে দিন।

বল্লাল। তুমি সমাজের নিকট আবার আবেদন কর'।

পদ্মাক্ষী। সমাজ দেখেও দেখ্‌চেন না, সকলেই নিজের স্বার্থে অন্ধ, সকলেই শোনা কথায় আমায় দোষী স্থির ক'চ্চেন। আমি কুলটা নই, নির্দ্দোষ, তবু জোর ক'রে ব'ল্‌চেন আমি দোষী, আপনি বিহিত করুন। আপনার নিকটেই আমার শেষ আবেদন।

বল্লাল। দশের মুখে ধর্ম্ম, তোমার স্বামী যদি তোমায় ত্যাগ করেন, তাঁর ইচ্ছা। তাঁর ত্যাগের ক্ষমতা আছে, কিন্তু গ্রহণ ক'ত্তে বাধ্য করার নিয়ম সমাজের বা রাজার নাই।

পদ্মাক্ষী। যদি না থাকে, আপনি নিয়ম স্থাপন করুন। পুরুষে বহু-পত্নী গ্রহণ ক'র্‌বেন, মহাকুলীন ব'লে জরাগ্রস্ত অবস্থায় গঙ্গাতীরে এসেও শ্মশান-ঘাটে বালিকা-পত্নী গ্রহণ ক'র্‌বেন, তার নিয়ম আছে, আর আমি নির্দ্দোষা, দুর্ব্বলা নারী, তাই বোধ হয় আমায় গ্রহণ ক'র্‌বেন না, কারণ নিয়ম নাই! পুরুষ ব্যভিচার ক'র্‌বেন, কারণ, তাঁদের শক্তি আছে, তাঁরা শাস্ত্রকর্ত্তা, নিয়মকর্ত্তা। নারী দুর্ব্বলা, নিয়মের অধীনা, তাই বোধ হয়, তারা নির্দ্দোষা হ'লেও তাদের গ্রহণ ক'র্‌বার নিয়ম নাই। আপনি রাজা, নিয়মের কর্ত্তা, নিয়ম করুন, যদি বিনাদোষে আমি সমাজচ্যুত হই, যে আমায় সমাজচ্যুত ক'রেচে, যাদের জন্য আমি দোষী হ'য়েচি, সেই পুরুষজাতিও সমাজত্যক্ত হ'ক্।

বল্লাল। ব্যাপিকা-নারী, তুমি বহির্গত হও, সত্যই তুমি বর্জ্জনযোগ্যা।

[বল্লালের প্রস্থান।

পদ্মাক্ষী। ঠিক হ'য়েচে, ঈশ্বর আমায় উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েচেন। স্বামী ছেড়ে, নারীর পরম-গুরু পতি ছেড়ে, অপরের কাছে অনুযোগ ক'ত্তে এসেছি, তার ঠিক ফল হ'য়েচে। আবার তার কাছেই ফিরে যাই। যে সর্ব্বস্ব, তারই আশ্রয় নিই গে। আজ বুঝেচি, নারীর ইহকালের পরকালের সহায়, সমাজ নয়, রাজা নয়, হৃদয়ের অধীশ্বর স্বামী, সমস্ত পৃথিবী নয়, আজ বুঝ্‌লেম স্বামী। হিন্দুনারীর সর্ব্ববিষয়ের রক্ষাকর্ত্তা, শাস্তিদাতা, ত্রাতা, সাকার ঈশ্বর এক স্বামী, এক স্বামী, এক স্বামীই সর্ব্বস্ব! [প্রস্থানোদ্যোগ।

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। তুমি এখানে! ও, ক'দিন হ'তে শুন্‌ছিলুম বটে, তুমি গৃহত্যাগ ক'রে এসেচো।

পদ্মাক্ষী। গৃহত্যাগ ক'রিনি বাবা, রাজার অতিথিশালা, সে যে দেবমন্দির, সেইখানেই ছিলেম।

বলদেব। (স্বগত) শক্তি মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ ক'রে ছলনা ক'ত্তে দাঁড়িয়েচে, একরকম বুঝিয়ে দেবেই। পাখী ঢের রাধাকৃষ্ণ বলে, শুধু শেখা বুলি আওড়ায়।

পদ্মাক্ষী। একটা কথা ব'ল্‌ব', আমি আমার ভুল বুঝ্‌তে পেরেচি, আমি স্বামীর বিপক্ষে অভিযোগ ক'ত্তে এসেছিলেম, কি শাস্তি নিলে সে পাপ যায়?

বলদেব। তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। হিন্দুনারী আর মাটীর হাঁড়ী একই জিনিষ, যদি উচ্ছিষ্ট হয়, ফেলে দেওয়াই বিধি।

[বলদেবের প্রস্থান।

পদ্মাক্ষী। কি কল্লুম, ভৃঙ্গসেন আমায় কত আশ্বাস দিলে, আ'ন্‌লে, আমায় স্বামীর বিপক্ষে নাচা'লে, সমাজের দোরে দোরে ঘোরা'লে, নিজের স্বার্থ পেলে না, আপনি স'রে গেল'। সমাজের কোলে কত ভৃঙ্গসেন আছেন, তাঁরা শাসন পাবেন না, রাজা বলবান্‌, তাই নির্দ্দোষকে "বর্জ্জনের যোগ্যা" ব'ল্লেও শাসন পাবেন না, আমি দুর্ব্বলা, অশিক্ষিতা নারী, তাই যত শাসন, তা' আমাকেই নিতে হবে। হায় সমাজ, আপনাদের মধ্যে নামিয়ে দিতে কত লোক আছেন, কিন্তু হাত ধ'রে তোল্‌বার লোক দেখ্‌তে গেলে, খুঁজে পাওয়া যায় না। মা, মা, কেন আমায় পেটে ধ'রেছিলে? ওগো, নষ্ট ক'র্ত্তে সকলে আছে, রাস্তা দেখিয়ে দিতে আপনাদের কে আছেন, আসুন। কে দাতা আছেন, আমায় ভিক্ষা দিন, আমায় স্বামীর পায়ের কাছে নিয়ে চলুন, আমায় সৎপথ দেখিয়ে দিন্‌। আমি গরীবের মেয়ে, না বুঝে স্বামীর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছি, প্রথম ভুল, একবারের ভুল, মাপ করান্‌; এ দোষ হ'তে আমায় ত্রাণ করুন।

[পদ্মাক্ষীর প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(স্থান ;—গৌড়, বল্লাল-বাড়ী।)

(প্রাসাদ—অদূরে সিংহদ্বার।)

[যজ্ঞবাটীতে কোলাহল হইতেছে, বাদ্য বাজিতেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। একদিকে পট্টবস্ত্র-শোভিত মহারাজ বল্লাল এবং অপরদিকে অমাত্য, রাজ-পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ ও চৌরোদ্ধরণিক ইত্যাদি। রাজ-অনুচরগণের ব্যস্তভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ।]

বল্লাল। (বলদেবের প্রতি) আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপঃ ও দানযুক্ত ব্রাহ্মণকে প্রথম আসন দান করুন,

শ্রোত্রিয় তৎপশ্চাতে থাক্, কিন্তু স্মরণ রা'খ্বেন, মাল্যচন্দনের প্রথম অধিকার শ্রোত্রিয়ের। কুলাচার্য্যগণকে পৃথক্ বৃত্তি দান করুন, তাঁরাই জাতির ইতিহাস। তাঁরাই সৎ অসৎ কার্য্য কীর্ত্তন ক'রে জাতির প্রত্যেকের উন্নতিসাধন ক'চ্চেন।

[বলদেব সম্মতি জানাইল এবং প্রস্থান করিল।

(ধর্ম্মগিরির প্রতি) সপ্ত-সমাজ-অন্তর্গত বর্ণ-চতুষ্টয়ের প্রত্যেক নেতার অভ্যর্থনার ভার, আপনার উপর ন্যস্ত থাকুক, অগ্রসর হ'ন, কার্য্যের গুরুত্ব অনুভব করুন।

[ধর্ম্মগিরির সম্মতি জানাইয়া প্রস্থান।

সুষেণ! দরিদ্র ও অনাহুত প্রজার সম্মানের ভার তোমার, প্রাণপাত-পরিশ্রমে সকলের মর্য্যাদা রাখ'।

[সুষেণের প্রস্থান।

(অমাত্যের প্রতি) বন্দীদের মুক্ত ক'রে দাও, দেশ অদীন কর', মুক্ত-হস্ত হও, স্বর্ণ, ভূমি, অশ্ব কিম্বা যান, ইচ্ছামত যোগ্যপাত্রে বিতরণ কর', সবৎসা গাভী দাও, অন্ন ঘৃত ও তিল দানে, সোণার বাংলা স্বর্ণময় ক'রে ফেলো, দেশ ধনশালী হ'ক্, বল্লাল যজ্ঞে বাঙ্গালীর কীর্ত্তি, প্রজার হৃদয়ে হৃদয়ে লিখিত থাক্।

[অমাত্যের প্রস্থান।

সুষেণের পুনঃ প্রবেশ।

সুষেণ। মহারাজ যশস্বী হ'ন্। "পঞ্চকোট" "কলিঙ্গ" "মগধ" ও "মিথিলেশ্বর" উপঢৌকন দিয়েছেন।

বল্লাল। গ্রহণ কর', সম্মান জানাও, মঙ্গল-ইচ্ছা প্রকাশ কর', আনীত দ্রব্যের বিংশতিগুণ রাজ-আশীর্ব্বাদরূপে অপর দ্রব্যে প্রত্যর্পণ কর'।

[সুষেণের প্রস্থান।

নিবীত আকারে যজ্ঞসূত্রধারী ভৃঙ্গসেনের ধামা হস্তে প্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। সব মাটি ক'ল্লে, এক বণিক্ হ'তে যজ্ঞ পণ্ড হ'তে ব'সেচে, সমস্ত বণিক্-সম্প্রদায় অভুক্ত অবস্থায় ফির্‌চে।

বল্লাল। সে কি! দেখ', কারণ অনুসন্ধান কর'।

ভৃঙ্গসেন। কারণ মাথা আর মুণ্ডু, বৃহৎ ব্যাপার, কাজেই শূদ্র-ভোজনের পর বণিকদের আহ্বান হ'য়েচে, বলে, ও শূদ্রের স্পৃষ্ট হ'য়েচে, খাবো না, বোঝাতে গেলুম্, বলে, রেখে দাও তোমার কথা, একেবারে আগুন।

বল্লাল। যাও, পুনরায় আসন গ্রহণ ক'ত্তে বলো, সমস্ত শুল্কের অব্যাহতি হবে, সুবর্ণবণিক্ ধনশালী থাক্‌বে, তারা আবার আসন গ্রহণ করুক্।

[ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

জাতীয় অত্যাচার, জাতীয় ঘর্ষণ, ধনগর্ব্বিতের উপযুক্ত পরিণাম, শাস্তি, শিক্ষা, নাশ, ধ্বংস।

ভৃঙ্গসেনের পুনঃপ্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। তারা অনুগ্রহ চায় না, বলে, রাজার ও হুকুম আবার শুন্‌বো কি!

বল্লাল। রাজ-অনুগ্রহ নিলে না? ধনগর্ব্বিত বল্লভ, নীচ, দুর্ব্বিনীত দাম্ভিক বণিক্! তবে ফল ভোগ কর্। কে আছো, রাজ-আহ্বান গোচর কর', সকলে মিলিত হও, সপ্ত-সমাজের আদেশ শোন'।

(নেপথ্যে দামামা বাজিল। চতুর্দ্দিক হইতে ধর্ম্মগিরি, বলদেব, গালব, সুষেণ, বল্লভ ও বণিকগণ প্রভৃতি এবং কমল আসিল।)

উত্তর দাও, আসন গ্রহণ কত্তে প্রস্তুত কি না?

কমল। না।

বল্লাল। শুল্কের অব্যাহতি হবে।

কমল। শুল্ক ভিক্ষাদানমাত্র।

বল্লাল। দাম্ভিক বণিক্, তুমি তোমার জাতির প্রতিনিধিরূপে উত্তর ক'চ্চো, বণিক্-সম্প্রদায় সকলে উপস্থিত, এ উত্তরে কেউ প্রতিবাদ ক'চ্চেন না। আবার ব'ল্‌চি, এখন' আসন গ্রহণ করুন, শুল্কের অব্যাহতি হবে।

কমল। না।

বল্লাল। বল্লভ, উত্তর শুন্‌লে? রাজার প্রতি প্রজার এই আচরণ, কোন্ জাতির উপযুক্ত? উত্তর কর', কোন্ জাতির উপযুক্ত? রাজার সমক্ষে প্রজার ঔদ্ধত্য প্রকাশ, নীচতার পরিচায়ক কি না? উত্তম বর্ণ ও জাতিকৃত ব্যবহারের বিস্মৃতি ও বর্জ্জন কি না? উত্তম, বল্লভ! তবে আজ হ'তে তোমার সম্প্রদায় পৃথক্ জাতিরূপে পরিগণিত হ'ক্। এসো।

[অনুচরবর্গ ও অমাত্যাদি সহ মহারাজ বল্লালের প্রস্থান।

বল্লভ। রাজা, রাজা, কি ক'ল্লে? কি ক'ল্লে? জাতিনাশ ক'রো না, ক্ষমা, ভিক্ষা। সূর্য্য তোমার নয়নে প্রকাশ হ'চ্চে, তুমি অষ্টদিক্-পালে নির্ম্মিত হ'য়েচো, সমাজ রাখ', জাতি রাখ', ধর্ম্ম রাখ', শ্মশান ক'রো না, রাজা, রাজা, কি ক'ল্লে? কি ক'রে দিলে।

(রাজাভিমুখে প্রস্থান ও উন্মত্তবৎ তখনি ফিরিয়া)

চলো, চলো কমল, আবার আমরা পায়ে ধরি গে, আবার আমরা মাপ চাই।

কমল। এখন' কি রাজাকে চিন্তে পার নি?

বল্লভ। না, না, এখন' সে আমার সেই বল্লাল। এখন' সে বাঙ্গালীর গর্ব্ব, এখন' সে বাঙ্গালী, আমার জাত। বাপে রাগ ক'রেচে, রাজায় রাগ ক'রেচে, প্রতিবেশীতে রাগ ক'রেচে, অপমান ভাবতে নেই, যে

অপমান ক'ত্তে জানে, সেই আদর ক'ত্তে পারে, অপমান করার লোকই আদর করে, আদর করার লোকই অপমান ক'রে যায়।

[কমলকে লইয়া বল্লভের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(জয়ন্তের কুটীরসম্মুখস্থ পথ।)

বিমর্ষভাবে জয়ন্ত উপবিষ্ট, তৎপার্শ্বে প্রথম নাগরিক দণ্ডায়মান।

১ম নাগ। তুমি যখন তার হাতে খেয়েচো, তখন তোমার আর জাত কৈ ?

জয়ন্ত। হুঁ।

১ম নাগ। সে মাগী এখন একেবারে যাচ্ছেতাই হ'য়ে প'ড়েচে, সমস্ত পাড়া মজা'চ্চে।

জয়ন্ত। হুঁ।

১ম নাগ। এখন রাজবাটীতেই রাত কাটা'চ্চে। দেখ', আমি বলি, তুমি বে-থা কর'; তবে প্রাণে বড় চোট্‌টা লেগেচে, পাগল হও নি এই ঢের। তবে একঘ'রে হ'য়ে আছ', করা যায় কি, সমাজ ত' আর অমান্য কত্তে পারি না, ছেলেমেয়ের বিয়ে ত' দিতে হবে। আমি বরং বলি, তুমি, একটা বৈধ প্রায়শ্চিত্ত কর', পাঁচ জনারে ডাকাও, সমাজ যদি দয়া করেন, তোমায় নিতেও পারেন।

জয়ন্ত। হুঁ।

১ম নাগ। নইলে যেখানেই যেতে চাও না কেন, সকলেই দূর্ দূর্ ক'র্‌বে। যাই, আবার বৈধ স্নানটা ক'রে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমারে উপদেশ দিতে যখন এসেচি, তখন সমাজ একটু বৈধ স্নান করিয়ে নেবে বৈ কি।

জয়ন্ত। হুঁ।

১ম নাগ। (স্বগত) একেবারে গুম্। কেমন, কুলীন হও, মর্য্যাদা চাও! সেই মিথ্যে হাত ধরাধরি নিয়ে জয়ন্তটাকে খুব কাবু করা গেছে। তার ওপর ভৃঙ্গসেন সত্যি একবার হাত ধ'রে রাজবাড়ী নিয়ে গিছ্‌লো। আর সন্দেহ ঢোকাবার ভাবনা! এখন মজাটা দেখ'। (প্রকাশ্যে) চল্লুম্ দাদা, আমরা গরীব লোক, আমাদের সমাজই সর্ব্বস্ব।

[প্রথম নাগরিকের প্রস্থান।

জয়ন্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) ঈশ্বর! (চিন্তা।)

পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। সেই স্বামী, সেই আমারি ঘর, কি ক'রে ব'ল্‌বো আজ, আমার অপরাধ ভোল', আমায় নাও প্রভু! কেউ আমায় দেখলে না, আমার আশ্রয় তুমি, তুমি না ঠাঁই দিলে, আমার ব'ল্‌তে যে কেউ নাই ঠাকুর!

জয়ন্ত। কে? এসেচিস্। এখানে কেন'? এখানে কেন'? যা, লজ্জা করে না, লজ্জা করে না, এখনো সরে যা। আমার মুখ পোড়াস্ নি।

পদ্মাক্ষী। মাপ কর', শুধু মাপ—

জয়ন্ত। রাজার কাছে ত' রাত কাটাতে গিছলি, তোর রাজা কি ক'ল্লে? যা, রাজার কাছে ফিরে যা। আমার গৃহে তোর স্থান নেই।

পদ্মাক্ষী। আমার দোষ হ'য়েচে।

জয়ন্ত। তুই কলঙ্কিনী।

পদ্মাক্ষী। (সগর্ব্বে) মিথ্যে কথা।

জয়ন্ত। বল্, অপর পুরুষে তোর হাত ধ'রেচে কি না? তোকে ছুঁয়েচে কি না? (উত্তেজিতভাবে) ভৃঙ্গসেন তোর হাত ধ'রেছিল?

পদ্মাক্ষী। (সরলভাবে) হ্যাঁ।

জয়ন্ত। (উত্তেজিতভাবে) তোকে ছুঁয়েচে, তোর হাত ধ'রেচে, আর কিছু জান্‌বার দরকার নেই, তুই পতিতা, এ গৃহে তোর আর অধিকার নেই।

পদ্মাক্ষী। আমি ত' হাত ধরো ব'লে হাত বাড়িয়ে দিতে যাই নি। সেই কি কুভাবে ধ'রেছিল'? আমি কি সেধে ব'লতে গেছি, হাত ধরো, রাজবাড়ী নিয়ে চলো।

জয়ন্ত। আবার উত্তর ক'চ্চিস্, যে বেশ্যার গর্ভজাত, সেও তোর চেয়ে ভাল'।

পদ্মাক্ষী। (গর্ব্ববিস্ফারিত-নেত্রে) কি ?

জয়ন্ত। আবার চোখ রাঙাতে এসেচিস্, আমি তোকে বর্জ্জন ক'রিচি, দেখি, কে তোকে গ্রহণ করায়।

পদ্মাক্ষী। বিনাদোষে বর্জ্জন ক'র্‌বে, আবার কটু কথা ব'ল্‌বে, আমিও প্রতিজ্ঞা ক'র্‌চি, যদি আমি সতীর গর্ভসম্ভূতা হই, আমিও দেখাবো, এই আমায় গ্রহণ কর্‌বার জন্য তুমিই উপযাচক হবে, দরিদ্র ভিক্ষুকের ন্যায় নতজানু হ'য়ে ভিক্ষা চাইতে আঁ'সবে।

জয়ন্ত। কুলটার এত স্পর্দ্ধা! (সবলে পদ্মাক্ষীকে আকর্ষণ ও ভূপাতন) খুন ক'র্‌বো, এমনি ক'রে খুন ক'র্‌বো (পদাঘাত) কার জন্যে আমি সমাজবর্জ্জিত, ঘৃণ্য, হেয় কুক্কুর ? তোর জন্যে, তোর জন্যে (পুনঃ পুনঃ আঘাত।)

পদ্মাক্ষী। আঃ (অচৈতন্য হইয়া গেল।)

জয়ন্ত। মরো, মরো, আমিই গঞ্জনা নিতে রইলুম, গঞ্জনা নিতে, পাগল হ'তে, উঃ, মাথার ভেতর দিয়ে কি যাচ্চে, মাথার ভেতর দিয়ে কি যাচ্চে, পাগল আর কিসে হয়? আর কিসে হয় ? এমনি ক'রে হয়, এমনি ক'রে হয়, এমনি ক'রে হয়।

[বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

পদ্মাক্ষী। মা (উত্থান) পৃথিবীতে একা রেখে গেল'। যাক্, ক্রোধের তাড়নায় কি ক'ল্লেম! ভগবতি! আমার মুখ দিয়ে এ দিব্যি কেন বার ক'ল্লে মা? তুমি কণ্ঠ, তুমি বাণী। আর একবার কি বোঝাতে যাবো? না, না, না, কেন বোঝাবো, সমাজের দ্বারে

দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় কেন ঘুর্‌বো, কেউ ত' আমায় দেখ্‌লে না। সমাজ দোষহীনা জেনেও বর্জ্জন ক'ল্লে, রাজা নির্দ্দোষ বুঝেও নিয়ম ক'ল্লে না। স্বামী, সেও নিলে না, স্বেচ্ছাচার ক'ল্লে। আমি সমাজের নই, রাজার নই, স্বামীর নই, হ'তে চাইনে। আমি সকলের শত্রু হবো, যে রাজা আমার প্রতি অত্যাচার ক'ল্লে, যে সমাজ আমায় দেখেও দেখ্‌লে না, দেখ্‌বো, সে রাজা কত প্রবল, সে সমাজ কত বলবান্, সে স্বামী কত নিষ্ঠাবান্। এই আমার স্বামীর গৃহ, পুণ্যনিকেতন। প্রণাম নাও। স্বামী, দেবতা, পুরুষছোঁয়ায় যদি দোষ হ'য়ে থাকে, তোমার পায়ের ধূলায় সে পাপ গেছে। আমার অগতি কখন হবে না, কিন্তু নিষ্ঠাবান্ পুরুষ, সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝে নোব, নারী অপেক্ষা তোমাদের জাত কত সৎ। দেখিয়ে দোব, নারী দুর্ব্বলা, তাই তাদের উপর তাড়না হ'চ্চে। সমস্ত ব্যভিচারী পুরুষ, গর্ব্বভরে পৃথিবীর ওপর বেড়াবে, সমাজের সমক্ষে গণিকা সৃষ্টি ক'র্‌বে, সমাজ দেখ্‌বে, তবু শাসন ক'র্‌বে না, দুর্ব্বলা রমণী, তারই তাড়না হবে। সমাজ, তুমি পৃথিবীর সমালোচনা কর', আমার মত নিরাশ্রয়কে দেখ না, হিন্দু! তুমি শাসন নিয়ে আড়ম্বর কর', পর-নারীভক্ত নরের দিকে ফিরেও তাকাও না।

ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। সত্য, খুব সত্য, আমি তোমায় সাহায্য ক'র্‌বো, সমাজ নামে যদি কোন প্রবল শক্তি থাকে, প্রতিবিধান করুক্। হিন্দুর হিন্দুত্ব নামে যদি কোন গর্ব্ব থাকে, প্রতিবিধান করুক্। হ'ক্ সে রাজা, হ'ক্ সে সমাজের পতি, দোষী পুরুষকেও শাস্তি দিক্। যে সমাজ সে শাস্তি দিতে অনিচ্ছুক, সে সমাজ নয়, শ্মশান, পিশাচের লীলাভূমি। এসো, অনুতাপদগ্ধা ভগিনি, এসো, প্রতিহিংসা নিতে উৎসাহিতা হও, এসো, জর্জ্জরিতা মাতা, এসো, হিন্দু-কদাচার পৃথিবীর

কাণে ঢেলে দাও, প্রতিহিংসা নাও, জলো, জ্বালাও, সমাজের বুকে দাঁড়িয়ে প্রতিহিংসা নাও, অবিচারের মর্ম্মভেদী বিষাক্ত ছুরির ফলা, কুৎসিত সমাজের বুকের ভিতর বসিয়ে দেবে এসো।

[ধর্ম্মগিরি সহ পদ্মাক্ষীর প্রস্থান।

তুলীনের সহিত সুষেণের প্রবেশ।

তুলীন। এসো, অনুসরণ কর', বিপক্ষের নিশ্চয় সন্ধান পাবে।

(উভয়ের অনুসরণ)

সাধ্যানন্দের প্রবেশ।

সাধ্যানন্দ। যা মা প্রকৃতি, তোর কোমলতা ফেলে কঠিন হ'গে যা। নারী! মহাশক্তি!! তুই মাতারূপে সন্তানকে অমৃত দিস্, পত্নীরূপে পতিকে সুখী করিস্, কন্যারূপে সেবা দেখাস্, আর সকল ত্যক্ত হ'লেই বুঝি এই গণিকারূপে সমাজের সর্ব্বনাশ ক'র্ত্তে ছুটিস্।

[প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

(বল্লভচন্দ্রের বহির্ব্বাটী।)

বল্লভ ও কমল দণ্ডায়মান।

বল্লভ। (উদ্বিগ্নভাবে) এলো না, এলো না, কেউ এলো না? ভাল ক'রে দেখ, একজনও এলো না?

কমল। না দাদা, কেউ আসেনি, একজন ব্রাহ্মণও উপস্থিত হয় নি।

বল্লভ। এত' আয়োজন, এত' আয়োজন, সপ্ত-সমাজ নিমন্ত্রণ হ'য়েচে, একজনও এলো না? সব পণ্ড হ'লো, সব পণ্ড হ'লো।

কমল। এই রকমই ত' বোধ হ'চ্চে।

বল্লভ। চুপ্, চুপ্, শব্দ শুন্‌তে পা'চ্চো, শব্দ শুন্‌তে পা'চ্চো ? শোন, শোন, পায়ের আওয়াজ হ'চ্চে, ওই কে আ'স্‌চে, ওই কে আ'স্‌চে, অভ্যর্থনা কর', সকলকে অভ্যর্থনা কর'।

কমল। (কিয়দ্দূর গিয়া) কৈ দাদা, কেউ ত' নেই! বাইরে সকলেই তেমনি গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে, তেমনই মুখ চূণ। পাছে চোখোচোখী হয়, লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্চে।

বল্লভ। দেখো, দেখো, আমার বল্লাল কত বড় বোঝ'। আমার প্রতি-বেশীর কত প্রভুত্ব দেখো, কেউ আ'স্‌তে পা'ল্লে না, কেমন হ'য়েচে, কেমন হ'য়েচে, কেউ আ'স্‌তে পা'ল্লে না।

কমল। কিন্তু, একবার ভা'ব্‌লে কি, কি অপমান ক'ল্লে ? আজ না উদ্ধার হবার দিন।

বল্লভ। ক্ষতি কি দাদা! জাত গেল, গেলেই বা, কিন্তু এ অপমানের মধ্যেও আমি একটা গর্ব্ব অনুভব কচ্চি, আমার উপর অত্যাচার হ'য়েচে সত্য, কিন্তু এখনও সে আমার রাজা, এখনও সে আমার সেই বল্লাল। আমার বল্লাল সমস্ত জাতটাকে কেমন শাসন ক'রেচে, আমায় সহানুভূতি দেখাতে পারে, কিন্তু সাধ্য নেই; ইচ্ছা থাকুক, আমার বাড়ীর দিকে একটী পাও তুল্‌তে পা'র্‌বে না।

বল্লভ-কন্যার প্রবেশ।

বল্লভ-কন্যা। না পারুক্, রাজা প্রবল হ'তে প্রবল হ'ক্, কিন্তু আমার জননীর কি ক'ল্লে ? সতীর কি সর্ব্বনাশ ক'রে দিলে ? একজনও নেই, উদ্ধার ক'ত্তে একটী ব্রাহ্মণও নেই।

স্বর্ণময়ী গাভী হস্তে জনৈক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

ব্রাহ্মণ। ভয় কি মা, জগদীশ্বর তোদের রক্ষা ক'র্‌বেন।

বল্লভ। আসুন, আসুন, দেবতা আসুন, আমি শরণাগত, আমায় রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণ। আপনিই রক্ষক, আপনিই রক্ষক, আমরা সামান্য ব্যক্তি। আমি ঋণজালে জড়িত, উদ্ধার হ'তে এসেচি, কিন্তু শুনুন, আমি রাজ-নিয়মে আবদ্ধ, দান গ্রহণ ক'ত্তে পা'র্‌বো না। বল্লাল-যজ্ঞে এই সুবর্ণময় ধেনু পেইচি, এখনি উপযুক্ত মূল্য প্রার্থনা করি।

বল্লভ। আমি স্বয়ং বিপন্ন, ক্রয়-বিক্রয়ের চিত্ত-স্থিরতা আমার নাই।

ব্রাহ্মণ। আমি আশ্রিত, শরণাগত, ঋণজড়িত, আমায় রক্ষা করুন।

বল্লভ। তবে ওই পার্শ্বের কক্ষে চলুন্।

[সকলের প্রস্থান।

সন্তর্পণে ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। গেছে, গেছে, ঘরের ভিতর ঢুকেছে, (উঁকি মারিয়া) ব্যাস্, ভেঙ্গেছে, ভেঙ্গেছে, এসো—এসো—

উন্মত্তবৎ রাজ-পারিষদ্‌গণের প্রবেশ।

সকলে। হা হা হা হা পবিত্র জাতি! পবিত্র জাতি!!

মহারাজ বল্লালের প্রবেশ।

বল্লাল। হিন্দু, হিন্দু, এরই নাম হিন্দুত্ব, গো-হত্যা, গো-শোণিতে তর্পণ।

কমল ও ব্রাহ্মণ সহ ভগ্নগাভীমূর্ত্তি হস্তে উৎকণ্ঠিত ভাবে বল্লভের পুনঃ প্রবেশ। অপর দিক্ দিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে বল্লভ-কন্যা আসিল।

বল্লভ। আমি দায়গ্রস্ত, বৃদ্ধ, স্থবির, এ কি অত্যাচার; রাজা, রাজা, এ কি অত্যাচার, এ স্বর্ণময়ী গাভী, এ কর্ত্তনে দোষ কি?

বল্লাল। উত্তর ক'রো না, দাম্ভিক বণিক্! নীচ-সহবাসে তুমি কত বুদ্ধিহীন

হ'য়েচো, বুঝ্‌তে পারনি ; এত বিকৃত হ'য়েচো যে, গাভীর গলদেশে আঘাত ক'ত্তেও সঙ্কুচিত হও না। হ'ক্ স্বর্ণনির্ম্মিত, কিন্তু যখন গাভীমূর্ত্তি, তোমার আঘাত না করাই উচিত ছিল। তোমার মাতার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ক'রে, যদি কেউ তার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেয়, ধর্ম্মের দিকে চেয়ে উত্তর কর', তা কি তোমার সহনীয় হয় ? দেবতার চিত্র, দেবতা নয়, চিত্র মাত্র, তা কি তুমি পদদলিত ক'ত্তে সাহস কর' ? উত্তর দাও, শিব-মূর্ত্তিকে পাষাণ ভাবৃতে পারো ? তাতে পদাঘাত ক'ত্তে সাহস কর' ?

বল্লভ। না।

বল্লাল। তুমি দোষী, স্বীকার কর', তুমি দোষী।

বল্লভ। (ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল, পরে :—কম্পিত-কণ্ঠে) হ্যাঁ।

বল্লাল। সামন্তবর্গ ! দেখ্‌চো কি, ধর্ম্ম যায়। কুলাচার্য্যের নিকট ঘটনা প্রকাশ কর', এ জাতিকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত রাখো, এসো, গৃহত্যাগ কর', আজ হ'তে এ জাতি যজ্ঞোপবীত ধারণের অযোগ্য।

[সদলে মহারাজ বল্লালের প্রস্থান।

বল্লভ-কন্যা। শ্রাদ্ধ পণ্ড হ'লো, প্রেতত্ব গেল না। মা, মা, নরকই তোমার স্থান হ'লো !

(বল্লভ-কন্যা মূর্চ্ছিতা হইল, কমল তৎসেবায় নিযুক্ত রহিল।)

বল্লভ। প্রজারক্ষক, এই কি তোমার ন্যায়বিচার ! হিংসাপ্রণোদিত হ'য়ে সোণার জাতিকে অতি নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত ক'ল্লে কেন ? এ কলঙ্ক আমার নয়, ব্যক্তি-বিশেষের নয়, সমগ্র বাঙ্গালীর, বাঙ্গালী রাজার। যদি ধর্ম্ম সত্য হয়, এর প্রতিফল পাবে, যদি মানবপুঞ্জের সমবেত শক্তির তেজ থাকে, যদি দেবদত্ত বৈশ্বানর, এ বৃদ্ধের লোল শরীরকে এখন' চালনা ক'রে থাকে, তবে এর ফল, তুমি নয়, আমি নয়, সমগ্র বাঙ্গলা জানৃতে পা'রবে। এ মিথ্যা কলঙ্ক রটনার বিনিময়ে, যদি ধর্ম্ম

থাকে, তোমার বংশে এমনি বৃথা কলঙ্ক র’ট্‌বে, যে, তোমার বংশধরের নামে, ঘৃণায়, সকলে মুখ ফিরিয়ে নেবে।

কুমার লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ধার্ম্মিকের বাক্য পূর্ণ হ’ক্, আশীর্ব্বাদ; পিতার প্রায়শ্চিত্ত। বর্ষীয়ান্, আশ্বস্ত হ’ন, আমি নতশিরে কলঙ্ক নিচ্চি, বল্লালবংশে কলঙ্ক রটুক, লক্ষ্মণ অবনতমস্তকে নেবে। যদি এ কলঙ্ক না রটে, গৌড়ের দ্বিতীয় অধীশ্বর, জেন’, সত্য থা’ক্‌বে না, ধর্ম্ম থা’ক্‌বে না, মাতৃ-মূর্ত্তিতে কলঙ্ক আ’স্‌বে, পুণ্য যাবে, হাহাকারে, দিগ্‌দাহে, দাবানলে সমগ্র জগৎ জ্বালাময় জড়পিণ্ডরূপে পরিণত হবে।

বল্লভ। বাবা, বাবা, বুঝ্‌তে পাচ্চিনে, তোমায় অভিশাপ দোব’, কি আশীর্ব্বাদ ক’র্‌বো।

(বিনয়াবনত লক্ষ্মণের হস্ত ধরিয়া বল্লভ করুণাপূর্ণদৃষ্টিতে তৎপ্রতি চাহিয়া রহিল।)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(উদ্যানমধ্যস্থ মন্দির-সম্মুখ।)

টহলদার বালকগণের প্রবেশ।

টহলদার বালকগণ। গীত।

ও কে? কোথায়? কোন্‌খানে?
চাঁপার বরণ কিরণ রেখা দেখা গেল পূব্‌কোণে!
সুখের বুকে সুধার রাশি, অধরে কার ঝরে হাসি,
করুণা কার শিশিরকণা, ফুল ফুটে বল কার গানে?
সোণার কাটী ছুঁইয়ে ও কে সারা ধরার প্রাণ জীয়ায়,
আদরে ভোরের দোরে, শেফালিকার হার গলায়?
বিধাতার নবীনতা! গুণ জানে গো গুণ জানে॥

[গাহিতে গাহিতে সকলের প্রস্থান।

চিন্তিত বল্লালের প্রবেশ।

বল্লাল। কি ক'ল্লেম। কেউ ভা'ব্‌লে, বণিক্ ধনী হ'য়েচে, তাই গর্ব্ব চূর্ণ ক'ল্লেম্, কেউ বুঝ্‌লে, প্রাধান্য দেখালেম, কেউ ত' ভা'ব্‌লে না, এক-খানা হাত কেটে দিলুম, বুকের একখানা পাঁজর জোর ক'রে খসিয়ে ফেল্লুম। বল্লভ! আমি জান্‌তুম্, তুমি কত উদার, তুমি জান্‌তে, কি উপাদানে আমি গঠিত। সেই ছেলেবেলায় একত্র খেলা, বুক দিয়ে জড়িয়ে ধরা মনে পড়ে, আর মনে পড়ে, সেই আমি, সেই তুমি;

তোমারই জাতিপাত ক'ত্তে হ'লো। এক তোমার মুখ চেয়ে, সমস্ত জাতিকে ক্ষমা ক'রেছিলেম, বিদ্রোহে, তাদের যোগদান ভুলেছিলেম, ধনগর্ব্বে ধরাকে দৃক্‌পাত না করা, দেখিনি, কিন্তু নিরীহ ব্রাহ্মণকে অপমান জন্য, রাজার প্রতি কর্ত্তব্যবিস্মৃতির জন্য, আজ অতিপ্রিয় সেই তোমাকেও, কঠোর শাসনে আবদ্ধ ক'ত্তে হ'য়েচে ; পুত্রের অঙ্গুলি যদি সর্পদষ্ট হয়, ছেদন, তার পক্ষেও প্রশস্ত। যদি সকল বঙ্গবাসীর ন্যায় আবার তোমরা সুশীল হ'তে পার, সমাজ স্বয়ং তোমাদের উচ্চস্থান দেবেন, কিন্তু যদি সমাজ অগ্রাহ্য ক'রে, নিজেদের গর্ব্ব নিয়ে, স্বার্থ নিয়ে, তোমরা দৃঢ় হ'য়ে দূরে থাক, এ দূরত্ব চিরদিন থা'ক্‌বে, এ ব্যবধান কেউ নষ্ট ক'ত্তে পা'র্‌বে না, আমার অবর্ত্তমানেও নয়।

কমণ্ডলু হস্তে ভস্মাচ্ছাদিত সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

সা, ব্রাহ্মণ। রাজা, আশীর্ব্বাদ ক'ত্তে এসেছি, আমি সাগ্নিক-ব্রাহ্মণ।

বল্লাল। (প্রণামান্তে) আপনার অদ্ভুত তপঃপ্রভাব, আমি অবগত প্রভু!

সা, ব্রাহ্মণ। তোমায় এক অভিলাষ জানাতে এসেছি।

বল্লাল। আদেশ করুন।

সা, ব্রাহ্মণ। দেবকার্য্যে ব্রতী হবার পূর্ব্বে, তোমার অচলা লক্ষ্মী-কামনায় ধ্যানস্থ হ'য়েছিলেম, জা'ন্‌লেম, কা'ল সূর্য্যোদয়কালে, পদ্মিনী-লক্ষণা-ক্রান্তা অদৃষ্টপূর্ব্বা এক নারী ধলেশ্বরী নদীতীরে প্রস্তরবেদিকায় উপবিষ্টা থা'ক্‌বেন, তুমি তাঁকে স্ত্রীভাবে গ্রহণ ক'র্‌বে, নিজগৃহে আ'ন্‌বে, ন্যায় হ'ক্‌, অন্যায় হ'ক্‌, তাঁর কোন বাক্যের হেলন ক'র্‌বে না।

বল্লাল। আমি প্রাচীন, আমার পুত্র বর্ত্তমান।

সা, ব্রাহ্মণ। সেই শক্তিরূপিণী নারীকে তুমি ব্যতীত কেউ ধারণ ক'ত্তে

পা'র্‌বে না। ধরায় সর্ব্বগুণযুক্ত প্রধান পুরুষ ব্যতীত, যদি অপর কোন নর তাঁকে গ্রহণ করে, তাদের জাতি পর্য্যন্ত ভিন্নবুদ্ধি হবে, শব্দোচ্চারণে জড়তা আ'স্‌বে; সে যুবতীকে গ্রহণ ক'ত্তে এক তুমিই সমর্থ।

বল্লাল। তবু, আমি প্রাচীন।

সা, ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মী অচলা থা'ক্‌বে, সে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা, পত্নীভাবে তাঁর হস্তধারণ ক'ত্তে সঙ্কুচিত হ'য়ো না, সে প্রাতর্গায়ত্রীরূপিণী কুমারী, সে স্থিরযৌবনা মাতা।

বল্লাল। যুবতী কন্যা দেখে যদি আমার বাৎসল্যের উদয় হয়? আমার রাজ্যে যখন তিনি পদার্পণ ক'রেচেন, তখন তিনি আমার প্রজা, আমি স্বেচ্ছায়, তাঁর প্রার্থনার পূর্ব্বে, কি ক'রে হস্ত ধারণ ক'র্‌বো? কি ক'রে তাঁর উপর মুগ্ধ হবো?

সা, ব্রাহ্মণ। এই সিন্দূর গ্রহণ কর', সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ললাটে ধারণ ক'র্‌বে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যে নারীকে প্রথম দেখ্‌বে, হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হ'য়ে তার প্রতি উন্মত্ত হবে, দেবকার্য্য, বঙ্গে অচলা লক্ষ্মী স্থাপিতা হবে, প্রজার মঙ্গলের জন্য সম্মত হও বৎস!

বল্লাল। দিন। (সিন্দুরগ্রহণ) আশীর্ব্বাদ করুন, বাঙ্গলার ঘরে ঘরে যেন লক্ষ্মী অচলা থাকেন, এ গৌড়ের নাম যেন সোণার বাঙ্গালা হয়।

সা, ব্রাহ্মণ। ঈশ্বর তাই ক'র্‌বেন, আর বাঙ্গলায় ব'ল্‌বার মতন, বঙ্গে গৌরব ক'র্‌বার মতন, বাঙ্গালীর নিজের ব'লে কিছু থাক্‌বার মতন, এক তুমিই থা'ক্‌বে। আমি তীর্থযাত্রায় চ'ল্লেম, যজ্ঞান্তে যজ্ঞীয়বারি সহ আবার তোমায় আশীর্ব্বাদ ক'ত্তে আ'স্‌বো।

বল্লাল। আপনার অসীম অনুগ্রহ। (প্রণত হইলেন।)

[সাগ্নিক- ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

ঈশ্বর, বাঙ্গলার মঙ্গলের জন্য, এ বৃদ্ধের প্রতি শোণিতবিন্দু নাও,

আত্মীয়হীন, গৃহহীন, পথের ভিক্ষুক কর’, তবু, আমার বাঙ্গলা, এ সোণার বাঙ্গলাকে, এ উদার, নির্ভীক, সরল বাঙ্গালীকে, দীর্ঘায়ু, যশস্বী ও মহিমাময় কর’।

[বল্লালের প্রস্থান ও মৃত্তিকা ভেদ করিয়া গালবের বহিরাগমন।

গালব। এ পদ্মিনী-নারীকে তোমায় নিতে দোব না, ধলেশ্বরীতীর, প্রস্তর-বেদিকা, এ পদ্মিনী বল্লালের নয়, এ বল্লভের হবে, এ বল্লভের হবে।

[গালবের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(অরণ্য-মধ্যস্থ শিবির।)

[চতুর্দ্দিকে অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত রহিয়াছে; বর্ষাহস্তে প্রহরী পাহারা দিতেছে ইত্যাদি। গোরাসর্দ্দার ও কমলের প্রবেশ ও বৃক্ষ-পার্শ্বস্থ প্রস্তরখণ্ডে পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে উপবেশন।]

গোরা। আমাদের যোগাড় হবার পূর্ব্বে বিদ্রোহের কথাটা বেরিয়ে গেলো, ভাল হ’লো না।

কমল। কিছু ক্ষতি নেই। লোকবল, অর্থবল, আমাদের কিছুই কম নয়; গালবের জন্য যা ভাবনা ছিল। যজ্ঞে বন্দীদের মুক্ত ক’রে রাজা নিজেই সুবিধা ক’রে দিয়েচেন।

গোরা। তুলীন হ’তেও অনেক অনিষ্ট হবে, সেও অক্ষত-শরীরে রইলো। আমাদের সংবাদ সংগ্রহ করা, রাজার পক্ষে সুবিধা, কিন্তু তাদের ভেদ জানা আমাদের কঠিন হ’চ্চে।

কমল। কেন নিয়ামৎ ত’ র’য়েচে?

গোরা। সে মুসলমান, সে যাতায়াত ক'র্‌লে, সকলেই সন্দেহ ক'রবে।

কমল। রাজগৃহে গালবকেই পাঠান।

গোরা। সহকারী চাই, একলাই সে যা'চ্চে, কিন্তু বিপন্ন হ'তে পারে।

কমল। তবে লোক সংগ্রহ করুন। আমার সব অর্থ, সব শক্তি, জীবন পর্য্যন্ত পণ, তবু বল্লাল-পতন দেখাতে হবে, আমাদের জাতিকে সে যেমন হীন ক'রেচে, জগতের চক্ষে তাকেও তেমনি হীন করা চাই।

পদ্মাক্ষী সহ ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। বাকী নেই, সমস্ত উপাদান একত্র হ'য়েচে, কেবল ইন্ধনে অগ্নি দিতে বিলম্ব।

কমল। এ স্ত্রীলোকটী কে?

[শিবিরের পশ্চাভাগ হইতে সুষেণ ও কুলীনের লুক্কায়িতভাবে দর্শন।

ধর্ম্মগিরি। এই বালিকাই বল্লাল-অত্যাচারের প্রমাণ, এঁকে মুসলমান সর্দ্দারের কাছে নিয়ে গিছ্‌লেম, তাঁর মত, এঁর প্রতি অত্যাচার-কাহিনী অতিরঞ্জিত ক'রে ঘরে ঘরে ঘোষণা কর', রাজার প্রতি প্রজাদের অসন্তোষ আনাও, সত্য প্রকাশ হ'ক্, রাজা এই স্ত্রীলোককে গৃহত্যাগ করান।

গোরা। মহারাজ বল্লাল ত' সে প্রকৃতির নন্। (পদ্মাক্ষীর প্রতি) কে তোমায় গৃহত্যাগ করিয়েছিল?

পদ্মাক্ষী। সমাজ, রাজা, স্বামী, সকলে। আমি নির্দ্দোষ, রাজা আমায় বর্জ্জনযোগ্যা ব'ল্লেন, আমি নির্দ্দোষ, সমাজ আমায় কুলটা ব'ল্লেন, ঘরে ফির্‌লেম, স্বামী বেশ্যার অধম ব'লে ত্যাগ ক'ল্লেন। কেঁদে দু-পা জড়িয়ে ধ'রেছি, যদি ভুলই হ'য়ে থাকে, একবারের ভুল, ভুল

কি হয় না ? কার ভুল হয় নি ? বুকে হাত দিয়ে কে ব'ল্‌তে পারেন ? "আমি কখন ভুলিনি।"

গোরা। সত্যই তুমি অত্যাচারপ্রাপ্তা, তুমি উপস্থিত কি চাও ?

পদ্মাক্ষী। আমার প্রতি স্বামীর বিশ্বাস।

গোরা। তুমি দাসীবেশে মহারাজ বল্লালের অন্তঃপুরে আমাদের গুপ্তচর-রূপে থাক।

ধর্ম্মগিরি। সেই উত্তম, আমি শপথ ক'চ্চি, যেমন ক'রে পারি, তোমার স্বামীকে তোমার ক'রে দোব।

পদ্মাক্ষী। এতে স্বামীর মন পাব কেন ?

ধর্ম্মগিরি। সেও রাজার অত্যাচারে ক্ষুণ্ণ হ'য়েচে, রাজার ক্ষতি হ'লে তুমি তুষ্ট, সেও তুষ্ট হবে।

পদ্মাক্ষী। বাবা, মেয়ে-মানুষ হ'য়ে জন্মেচি, বিশ্বাস ক'ত্তে শিখিচি, বিশ্বাসটা কিছু নয়, তা বুঝিও না, আমায় ঠকিও না, জেনে রেখ', সেই আমার ইহকাল, সেই আমার পরকাল।

গোরা। তুমি নির্ভয়ে থাক। যদি সুযোগ পাও, সমাজের উপরেও প্রতিশোধ নিও। প্রতিশোধ ধর্ম্ম, ছোট বড় নেই, সাপকে মাড়ালে সেও ফণা তোলে, পিঁপ্‌ড়েকে মারলে, সেও কাম্‌ড়ে মরে।

পদ্মাক্ষী। হ্যাঁ, বুঝেচি, বুঝেচি। স্বামীকে আপন করা ছাড়া আমার আরও একটা কাজ আছে। এ হৃদয়কে যে মরুভূমি ক'রেচে, তার বুকের ভেতর, আমার মত জ্বালা আনা, আমার মত গৃহহীন, আশ্রয়হীন করা, এ বুকের ভেতর যেমন আগুনের শিখা বইচে, সেই রাজার বুকের ভেতরেও তেমনি করা। দেখাও, রাস্তা দেখিয়ে দাও, হত্যা, না, না, হত্যা আগে নয়, আমার মত আগে তাকে আশ্রয়হীন ক'র্‌বো, আমার মত আগে তাকে পথে পথে ঘোরাবো, দেখাও, পথ দেখিয়ে দাও।

ধর্ম্মগিরি। এসো, আমি তোমায় নিয়ে যাচ্চি। (হস্ত ধরিতে গেল।)

পদ্মাক্ষী। ছুঁয়ো না, এই হাত আর একজন ধ'রেছিল; স্ত্রীলোককে হাত দিয়ে, পুরুষের ছুঁতে নেই, স্বামীতে সন্দেহ করে, ত্যাগ করে, একবার ছুঁয়েছিল, তাইতেই রটনা, এই একবার ছোঁয়ায় আমি নির্দ্দোষ হ'লেও বর্জ্জিতা। আর ছুঁয়ো না, যখন সমাজের নিয়ম, তখন পুরুষ হ'য়ে ইচ্ছে ক'রে, কারুর হাতে হাত দিও না। তোমাদের না জানা হ'তে পারে, খেলা হ'তে পারে, আমোদ হ'তে পারে, কিন্তু নারীর এতেই সর্ব্বনাশ হয়, এতে সে দাগ লাগে, যা মোছা যায় না, সে দাগ লাগে, যা সমাজ ছাড়াতে পারেন না।

[পদ্মাক্ষীর প্রস্থান ও ধর্ম্মগিরি কি যেন ভাবিয়া, নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার অনুসরণ করিল।

কমল। ছুঁড়ীটা দেখ্‌তে মন্দ নয়।

গোরা। (হঠাৎ তুলীন ও সুষেণের প্রতি দৃষ্টি পড়ায়) কে দেখ্‌'চে, কে দেখ্‌'চে, তীর ছোড়'—তীর ছোড়' (কমল তীর বর্ষণ করিল।)

[গোরার প্রস্থান।

(নেপথ্যে পতনশব্দ।)

কমল। কিসের শব্দ ?

নিয়ামতের প্রবেশ।

নিয়ামৎ। তুলীন পালিয়েচে, সুষেণ আহত। আসুন, মহারাজ বল্লভের আদেশ।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(ধলেশ্বরী নদীপার্শ্বস্থ পদ্মবন।)

দূরে বৃক্ষে ময়ূর, পারাবত প্রভৃতি। প্রস্তর বেদিকায়, হস্তে কপোল ন্যস্ত করিয়া আলুলায়িতকুন্তলা পদ্মিনী উপবিষ্টা।

গালব সহ বল্লভের প্রবেশ।

গালব। ওই দেখুন, ওই সেই রমনী, বঙ্গে অচলা লক্ষ্মী স্থাপন করুন, হাত ধরুন।

বল্লভ। কি সুন্দরী, ভগবতী যেন কুমারীমূর্ত্তিতে র'য়েছেন, কি প্রশান্ত সমদৃষ্টি, শিশিরসিক্ত পদ্মের মধ্যদেশে পদ্মালয়া, নবসূর্য্যের নূতন চন্দ্রাতপতলে দাঁড়িয়ে পূজা কর', মন, আনন্দের বীণা বাজা, আলোকে, শিশিরে, ধরণী শ্যামলা হ'য়ে উঠুক। এসো, এসো কুমারী, আমার ঘর আলো ক'র্‌বে এসো।

(বল্লভ পদ্মিনীর হস্তধারণ করিল, পদ্মিনী গলবস্ত্রে বল্লভের পদে মস্তক রাখিয়া উঠিল।)

পদ্মিনী। চলুন, আমি আপনার আজ্ঞাকারিণী।

বল্লভ। তু—তু—আহা, হা, হা।

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে বল্লভের প্রস্থান ও পদ্মিনীর নতমুখে অনুগমন।

গালব। বাঙ্গালী ধন্য হও, অক্ষয় ধনধান্যে এ পূর্ব্ববঙ্গ ঐশ্বর্য্যের আধার হ'লো।

[গালবের প্রস্থান।

বিরক্তমুখে কড়ির ও তালপত্রের অলঙ্কারসজ্জিতা চিত্রিতবসন-পরিধানা শূদ্রাণী ও তৎপশ্চাতে কমলেব প্রবেশ।

শূদ্রাণী। আশ্চয্যি বাপু!

কমল। শোন্ না।

শূদ্রাণী। (বিরক্তভাবে) মুখে আগুন, কি বল্‌বি বল্ না ?

কমল। তুই বঙ্গের অধীশ্বরী হবি।

শূদ্রাণী। কি ব'ক্‌চিস্! মুখে আগুন, ও আমার জানা কথা, এক দৈবজ্ঞির কাছ থেকে শুনে মা আমায় ব'ল্‌তো।

(স্বাধীনভাবে চতুর্দ্দিক দর্শন।)

কমল। কি ব'ল্‌তো ?

শূদ্রাণী। মা ব'ল্‌তো, দৈবজ্ঞি ব'লেচে, আমি শাপভ্রষ্টা, চক্রবর্ত্তী মহারাজের স্ত্রী হবার লক্ষণ আমার হাতে আছে, একটু আগে জন্মালে আমিই পদ্মিনী হতুম।

কমল। ছোটলোক ব'লে আন্‌লুম, না আন্‌লেই হ'তো, আস্পর্দ্ধা দেখেচো।

শূদ্রাণী। তুই বকর্ বকর্ ক'রে আপন মনে কি ব'ক্‌চিস্ ?

হোরার প্রবেশ।

হোরা। একে বা'র ক'রে দে, এ স্ত্রীলোকের সম্মান ক'ত্তে জানে না।

কমল। ব'ক্‌গে যা, কেবল ওই পাথরে বসিস্ নি।

শূদ্রাণী। ভয়ে তোর কথা শুন্‌বো নাকি ? আমি ওই পাথরেই ব'স্‌বো।

কমল। বসিস্ নি। (প্রস্তর-বেদিকার দিকে গমন ও উপবেশন।)

শূদ্রাণী। আমার খুসী।

কমল। সকাল হ'য়ে গেল', দূর হ'গ্‌গে, যা হয় করুক্।

[কমলের প্রস্থান।

শূদ্রাণী। হোরা, ঐ পাখীটা ধ'রে দে ত'।

(শূদ্রাণী পাখী দেখাইয়া দিল, পক্ষী লইয়া হোরা আসিল।)

শূদ্রাণী। দেখি। (পক্ষী-গ্রহণ ও চুম্বন) চেঁচাচ্চে দেখ', চেঁচাচ্চে দেখ', ওর ঠোঁট চাপাই উচিত, ওর কাণ ম'লে দে, বেইমানের জাত কি না, ওরা সব পারে, চুমু খাও, আদর কর', যেন কত' আপনার, আবার ছেড়ে দাও, উড়ে যাবে, ওরা যে বেইমানের জাত, ওদের কি ভাল' হয়। (পক্ষীকে প্রহার) চোপ্‌রাও।

হোরা। দেখ্‌চে দেখ'। ওই একটা ময়ূর র'য়েচে আনিগে।

[হোরার প্রস্থান।

শূদ্রাণী। ভারী দুষ্টু, (পক্ষীকে চুম্বন ও প্রহার) আদর ক'ল্লুম, চুমু খেলুম, তার বেলা কথা নেই ; একবার মেরিচি ত' ক্যাঁ ক্যাঁ ক্যাঁ, মুখে আগুন, পুরুষের জাত কিনা ?

(গগনপটে সূর্য্যের প্রকাশ।)

ভৃঙ্গসেন সহ ললাটে সিন্দূর-শোভিত মহারাজ
বল্লালের প্রবেশ।

বল্লাল। কি সুন্দর! কি কজ্জলপূরিত চক্ষু!! শোন', শোন'।

[অগ্রসর হইলেন।

শূদ্রাণী। (উপবিষ্ট থাকিয়া স্বগত) ব'য়ে গেছে, (প্রকাশ্যে) বদ্‌মোইস্ পাখী। (প্রহার।)

বল্লাল। এমন পাখী, একেও তুমি মার ?

শূদ্রাণী। আর আদর করি যে, তার বেলা কথা নেই, পুরুষ কিনা, তাই মানাতে গিয়ে ঝগড়া ক'ত্তে এসেচো। আমার খুসী, মা'রবো, আদর ক'রবো, চুমু খাবো, দে'খবে, দে'খবে, উড়িয়ে দোব ? (উড়াইয়া দিল) কেমন, আর কথা আছে ?

'একবার মেরেচি ত' ক্যাঁ, ক্যাঁ, ক্যাঁ, মুখে আগুন, পুরুষের জাত কিনা?"

বল্লাল। যদি ইতর-প্রাণী না হ'তো, তোমার কোল থেকে স'র্‌তো না। তুমি কঠিন হ'লেও কোমল, নির্দ্দয় হ'লেও সুন্দর।

শূদ্রাণী। ভাগ্‌গিস্ ব'ল্লে, নইলে হয় ত' আমি মনে ক'রে ফেল্‌তুম্, আমি কালো। এই অনুগ্রহ করার জন্যে বোধ হয় তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থা'ক্‌তে হবে, কি বল', অঁ্যা? বলি ওহে পুরুষ, তুমি যে চাগ না হে, অঁ্যাঃ, একেবারে নেহাৎ পুরুষ! কি বল'?

বল্লাল। তুমি অতি সুন্দর। (শূদ্রাণীর হস্তধারণ।)

শূদ্রাণী। তোমার চেয়ে?

বল্লাল। অঁ্যা অঁ্যা;—

শূদ্রাণী। তুমি ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে মুখের দিকে যে বড় তাকিয়ে রইলে? হাঁ ক'রে দেখ্‌চো কি? আমি রথ না দোল? মরণ আর কি! কি মশায়, কেমন আছেন? পুরুষগুলো যেন সং, নাচালেই হ'লো, হাততালি দেবার আগেই পা তুলে বসে। ভবি ভাভ থাবি, না, আঁচাব কোথা?

[ভঙ্গীসহকারে বল্লাল প্রতি চাহিয়া প্রস্থান।

বল্লাল। সুন্দর, সুন্দর, অতি সুন্দর, হৃদয়ভেদী চাহনী, আমায় উন্মত্ত ক'রে তুলেচে। অভিমান নেই, আবেগ নেই, আশঙ্কা নেই, সঙ্কোচ নেই, ফুটন্ত, পরিমলপূর্ণ, নির্ম্মল। যাও, আন, পরিচয় দাও, উন্মত্ত হবো, আমার শিরায় বিদ্যুৎ, নিশ্বাসে অগ্নি, আসুক্, একবার দেখুক্। মান, সম্ভ্রম, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য, প্রতিপত্তি, সমস্ত জলাঞ্জলি দোব', সেবা-রত থাকবো, আনো, ফেরাও, একবার দেখাও, শুধু একবার তাকে ফিরিয়ে আন'।

[বল্লালের অনুগমন।

ভৃঙ্গসেন। অঁ্যা! এ যে অবাক্ ক'ল্লে! অমন পদ্মাক্ষীকে দেখে

ম'জ্‌লো না, আর এইতে ভুল্‌লে! খুব জাত কিন্তু, যতই বেবগ্‌গা হও না কেন, একদিন না একদিন এরা গলায় গামছা দেবেই দেবে।

অন্যদিক্‌ হইতে হোরার প্রবেশ।

হোরা। (মৃদুস্বরে) এস' না, এস' না, আমায় একটা ময়ূর ধ'রে দেবে? আমি নাগাল পাচ্চি নি।

ভৃঙ্গসেন। চলো বাবা, অন্ধ জাগো, কিবা রাত্র কিবা দিন।

[হোরা সহ একদিকে ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

অন্যদিক দিয়া শূদ্রাণী সহ বল্লালের পুনঃপ্রবেশ।

বল্লাল। অনুগ্রহ কর', শুধু অনুগ্রহ কর'। আমি প্রতারণা কচ্চিনি, মান, প্রভুত্ব, ঐশ্বর্য্য, মানুষে যা কিছু চায়, আমি তোমায় সমস্ত দোব', অধীশ্বরী ক'র্‌বো, চলো পদ্মিনী, আমার গৃহ আলো ক'র্‌বে এসো।

শূদ্রাণী। রাজা, রাজা, কুমারী হ'লেও আমি শূদ্রাণী।

বল্লাল। আমি তোমায় পদ্মিনীর চক্ষে দেখেছি, তুমি পদ্মিনী। তুমি সাধ্বী, শাপভ্রষ্টা, আজ হ'তে সমস্ত বঙ্গে তুমি পদ্মিনী নামে কথিতা হবে। পদ্মিনী, বল্লালমহিষী, পদ্মা! চাও, চাও, করুণার নয়নে দেখ'।

শূদ্রাণীর হস্তধারণ ও ভৃঙ্গসেনের হাত ধরিয়া হাস্যমুখে হোরার প্রবেশ।

হোরা। (রাজাকে দেখাইয়া) এই বুঝি আমার সেই পাখী?

শূদ্রাণী। (ভৃঙ্গসেনকে দেখাইয়া) খুব ময়ূর ধ'রেচো কিন্তু!

(উভয়ে উভয়ের হস্ত ধরিয়া দুইদিকে যাইল ও পরস্পরকে দেখিয়া হাসিল।)

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কি দেখালে, জগদীশ্বর, কি দেখালে? আমার বিশ্বাস অটুট

রাখ’, আমায় এখন’ ভাব্‌তে দাও, পিতা ধর্ম্ম, পিতা স্বর্গ, এখন’ উচ্চ-কণ্ঠে আমায় ব’ল্‌তে দাও—

আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ পিতা মূর্ত্তিঃ প্রজাপতেঃ।
মাতা পৃথিব্যাঃ মূর্ত্তিস্তু ভ্রাতা স্বাং মূর্ত্তিরাত্মনঃ॥

[প্রস্থানোদ্যোগ।

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। কুমার, সর্ব্বনাশ হ’য়েচে, কোত্থেকে এক শূদ্রাণী এসেচে, রাজা তাকে পত্নীরূপে গ্রহণ ক’র্ত্তে চান, সে যজ্ঞসূত্রের সম্মান দেবে না, বৈশ্য শূদ্র হবে, কুকীর্ত্তি গাইবে, বল্লাল-নামে কলঙ্ক আ’স্‌বে; যাও, দেখ’, যদি পার’ এখন’ উপায় কর’, সকলকে সংবাদ দোব’, আমার ধর্ম্ম নির্ভর। ভগবান মনুর নিষেধ, শূদ্রপ্রধান দেশে কখন’ বসতি ক’র্‌বো না।

[বলদেবের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। মা জন্মভূমি! আর ত’ আমায় বেঁধে রা’খতে পাল্লিনি মা! যেখানে ধর্ম্মহীন, দাম্ভিক, ক্রোধী কিম্বা নাস্তিক বাস ক’র্‌বে, আর ত’ সেখানে থা’কৃতে পা’র্‌বো না। তোর পদ্মা, শীতল লক্ষ্যা, ব্রহ্মপুত্র, সিংধর কিংবা ধলেশ্বরী, আর ত’ আমায় বেঁধে রা’খতে পা’র্‌বে না! আত্মীয়ের ভালবাসা, প্রতিবেশীর দান, আমায়, চোখের জল ফেলে, ঠেলে যেতে হবে। আমার আরোপিত বৃক্ষ থা’কৃবে, পরিচিত গাভী থা’কৃবে, মাঠভরা ধান্য থা’কৃবে, চেনা পাখীর আদরের ডাক থা’কৃবে, অজানা পান্থের মত, নির্ম্মম হ’য়ে তাদের ত্যাগ ক’র্ত্তে হবে। জন্ম-ভূমিকে বাসাবাড়ী ভাব্‌তে হবে, ভাব্‌তে হবে, জননী বিমাতা। আমার পিতা শত্রু, সূর্য্যে কলঙ্ক, সন্তোষে অঙ্গার! সমাজ অঙ্গুলী নির্দ্দেশ ক’র্‌বে, উপহাসে ভুবন ভরিয়ে দেবে। কুপুত্র আমি, আমার দেবদত্ত শরীর অশুচি! অনুতপ্ত বল্লভ, মিলিয়ে নাও, ঈশ্বরের তুলাদণ্ড দেখ’,

তোমার শ্রাদ্ধ পণ্ড হ'য়েছিল', আজ অধীশ্বরের কীর্ত্তি পণ্ড হ'লো। অনুতপ্ত হ'য়ে তুমি গৃহত্যাগ ক'রেছিলে, আজ বল্লাল-বংশধরও তোমার মত বিদায় নিচ্চে।

(ভূমিস্পর্শ করিয়া মস্তকে হস্ত দিল, যাইতে গিয়া ফিরিল।)

আর একবার দেখি ; দেশ, তুমি এত মিষ্টি! বাল্যের স্বপ্ন-জড়িত স্মৃতি! জান্‌তেম্ না, তুমি বুকের ভেতর এত' ব'সে আছ, তুমি এত' মধুর! যে দেশ ছাড়েনি, সে ভিন্ন জানে না, দেশ ছাড়া কি কঠিন!

বলদেবের পুনঃ প্রবেশ।

বলদেব। কুমার, কি স্থির ক'র্‌লেন?

লক্ষ্মণ। ভাবচি।

বলদেব। আমার সংকল্প শুনুন, যে স্থানে নারী প্রধান হবে, ধর্ম্মের মর্য্যাদা থা'ক্‌বে না, প্রকাশ্যে রাজা নীচ নারীর কাছে আত্মবিক্রয় ক'র্‌বেন, সেথানে কথন' বসতি ক'র্‌বো না। আমি নূতন ভূখণ্ডে যাবো, প্রয়োজন হয়, নবদ্বীপ স্থাপন ক'র্‌বো, নিরক্ষর, সরল, নূতন প্রজা নিয়ে, সমাজ গঠন ক'র্‌বো, তবু আচারভ্রষ্ট রাজার দেশে কথন' বসতি ক'র্‌বো না।

লক্ষ্মণ। চলুন আর্য্য, আমিও আপনার সহযোগী।

বলদেব। এসো রাজা, আমি তোমায় বুকে ক'রে নিয়ে যাবো, দরিদ্রের ভূখণ্ডে দয়ার অবতার এসো, এসো রাজা, আজ হ'তে সে নবদ্বীপের তুমিই অধীশ্বর।

লক্ষ্মণ। অনুতপ্ত বল্লভের কি তীব্র অভিসম্পাত।

[উভয়ের প্রস্থান।

নিয়ামতের প্রবেশ।

নিয়ামৎ। সুন্দর, সুন্দর, সুন্দর হ'য়েচে, দুজনেই আপনার তরফে লোক টা'ন্‌বে ; এইবার শক্তির ভাগ হ'য়ে যাবে, ঘর ভা'ঙ্গলো, পর সেঁধুবার এই রাস্তা, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ কি সুন্দর, কি সুন্দর !

[গুপ্তচর নিয়ামতের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(ভোজনাগার)

(মহারাজ বল্লালের চিত্র লম্বমান রহিয়াছে ; নেপথ্যে সন্ধ্যাসূচক শঙ্খ বাজিল, দাসী আসিয়া ধূনা দিয়া গেল।)

বন্দনাকারিণীগণের প্রবেশ।

বন্দনাকারিণীগণ। গীত।

এস সন্ধ্যা, এস বন্দ্যা, লয়ে শঙ্খ আরতি ধারা।
তুমি শুষ্ক ধরার সুধার হাসি, আলো করা দীপে সারা ॥
অজানা অচেনা যাহারে তাহারে,
দূরাগতে আন আপন দুয়ারে,
সুখ-পালঙ্কে তোমারি অঙ্কে, সকলে শঙ্কাহারা ॥
গৈরিকবসনা, নয়নে করুণা,
ইতরে বিতর সুখেরি সাধনা,
বুকেরি ভিতরে আঁধার ভাবনা বাহিরে চন্দ্র তারা ॥

[প্রস্থান।

পঞ্চপ্রদীপহস্তে পদ্মাক্ষী আসিল ও উহা
যথাস্থানে রক্ষা করিল।

পদ্মাক্ষী। যা ক'ত্তে এলুম, তার কিছুই হ'লো না, তার খবর পেলুম না, রাজার মন পেলুম না, শুধু দাসীবৃত্তিই সার হ'লো; এরাও ছলনা ক'ল্লে, পৃথিবীতে কি পরের ভাল নেই, নিজের কাজই সব? আমি বিপন্না নারী, শুধ্‌রে উঠ্‌বো ব'লে, প্রাণের আবেগে তোমাদের সাহায্য নিলুম, তোমরা আশায় টাঙ্গিয়ে রেখে আমায় দিয়ে স্বার্থসাধন ক'চ্চো; পুরুষ, এই কি তোমাদের ধর্ম্ম? আমি মূর্খ স্ত্রীলোক, শেখাবে না, কেবল শাসন ক'রবে, এই কি তোমাদের ন্যায় বিচার! ছেলেবেলায় "থোয়াথুয়ি" কল্লুম, পুণ্যিপুখুর" ক'ত্তে শিখ্‌লুম্, শিখ্‌লুম রামের মতন রাজা স্বামী পাব', লক্ষ্মণের মত দেবর পাব'; দিলে কি? শেখালে কি? একবার সামান্য ভ্রম হ'লে যদি শোধরাবার উপায় না থাকে, এমন ক'রে স্ত্রীলোককে শেখাও, যাতে স্ত্রীলোক স্বামীকে সত্যই দেবতার মত ভাবৃতে পারে, না শিখিয়ে শুধু শাসন কর' কেন? সমাজ, একবার ভাব'; বেশ্যা-সৃষ্টি কি এই সমাজই করেন নি? পুরুষকে শিক্ষা দেবে, তবু তাদের অত্যাচার, তাদের হটকারিতা, অম্লানবদনে সহ্য ক'র্‌বে, নারীকে শিক্ষা দেবে না, তবু বোঝ্‌বার একটুও দোষ হ'লে তাদেরই শুধু নির্য্যাতন সইতে হবে। কীটপতঙ্গ হ'য়ে জন্মো, চিররুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়ে জন্মো, তবু পক্ষপাতী বাঙ্গলায় নারী হ'য়ে জন্মো না, বিচার পাবে না, হা'স্‌বে, প্রতিবাদ ক'ল্লে জিব্ কেটে দেবে, ব্যাপিকা ব'ল্‌বে, থেঁত্‌লাবে, নারীর প্রতি কি সুন্দর নিয়ম! সমাজের কি উত্তম বিধান!! [পদ্মাক্ষীর প্রস্থান।

খাদ্যাদি সজ্জিত থালা হস্তে আসন সহ শিলার
ধীরে ধীরে প্রবেশ ও রক্ষা।

শিলা। (নতজানু হইয়া চিত্রের প্রতি দীনভাবে) এসো, এসো প্রভু!

আমি যে প্রতীক্ষা ক'রে র'য়েচি। তুমি আ'স্‌বে, আহারে ব'স্‌বে, আমি প্রসাদে অমৃত পাব ব'লে যে অপেক্ষায় আছি। এসো, এসো, নারীর সর্ব্বস্ব এসো, এসো, সাকার ঈশ্বর এসো, আমার পূজা নাও। আজ ক-দিন দেখা দাও নি, স্বামী, নারায়ণ, আমি খাব' না, তোমার প্রসাদ ভিন্ন আমি জল পর্য্যন্ত গ্রহণ ক'র্‌বো না, এই হত্যা দিয়ে রইলুম, অপেক্ষায় রইলুম, তোমার যবে ইচ্ছে, এসো, যখন ইচ্ছে, দেখা দিও। তোমারই পায়ের তলায় বেড়েচি, আমার অন্য স্থান নাই।

(মহারাণীর ভূমে শয়ন।)

পা টিপিয়া ধীরে ধীরে পদ্মাক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। ঘুমিয়েচে, ঘুমিয়েচে, প্রতিশোধ (কটি হইতে ছুরিকা বাহির করিল) এই সুযোগ। রাজাই কি দোষী নয়? সে রাজা, সে বিচার করেনি কেন? এ বুকে যেমন জ্বালা, তার বুকেও তেমনি জ্বালা দি, প্রতিশোধ, প্রতিশোধ! (ছুরিকা হস্তে অগ্রসর হইয়া মহারাণীকে দেখিল) না, না, এ আমারি মত দুঃখিনী, এও বর্জ্জিতা। একে হত্যা ক'ল্লে ত' রাজার লা'গ্‌বে না! কি কাতরতা! নারী আকুল-নয়নে প্রতীক্ষা ক'চ্চে, পুরুষ লালসায় মত্ত হ'য়ে অন্যত্র আনন্দে বিভোর, হিন্দুর ঘরে ঘরে এ দৃশ্য! (ছুরিকা লুকাইল) সমাজ, হিন্দু হিন্দু ক'রে গর্ব্ব ক'রো না, তোমাদের নিয়ম দেখ', বিচার দেখ', শাসন দেখ', আর দেখ', আমি একবার ভ্রম ক'রেচি, তাই আমি দোষী। শত নারী, শত রাত্রি প্রতীক্ষায় এমনি ক'রে থাকে, তাতে একটী পুরুষও দোষী হয় না।

শিলা। (জাগ্রত হইয়া) কে দাঁড়িয়ে?

পদ্মাক্ষী। মধ্য রাত্রি অতীত হ'য়েচে, আপনি শয়ন ক'ত্তে যান।

শিলা। *এলে না, আজও এলে না প্রভু! খাব' না, আজও তোমার সেই চিত্রের পার্শ্বে মাথা রা'খ্‌বো, আজও উপবাসে থা'ক্‌বো।*

[থালা ও আসন লইয়া বিষণ্ণভাবে শিলার প্রস্থান।

পদ্মাক্ষী। দেশে হৃদয়বান্ আছেন, সংস্কারক আছেন, একজন দেখুন একজন নারীর হ'য়ে বুঝুন। একজন বুঝুন, একটা জাতি শুধু অম্লান-বদনে আঘাত ক'রে যাচ্চে, আর, আর একটা অশিক্ষিত জাতি শুধু তা সহ্য ক'রে নিচ্চে। এর বিচার রাজা যেন করেন, এ অত্যাচার সমাজ যেন দেখেন।

[পঞ্চ-প্রদীপ হস্তে প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(স্থান ; রামপাল ;—বল্লাল-বাড়ী।)

(দূরে বল্লাল-দীঘি, পার্শ্বে শুষ্ক গজারি বৃক্ষদ্বয়।)

শূদ্রাণীর প্রবেশ।

শূদ্রাণী। কি ক'চ্চি, ভাল' ক'চ্চি কি? রাজা যদি বদ্‌লায়, আমার দোষ কি? ভাল'কে খারাপ ক'রে, দিলুম; এ ঐশ্বর্য্যে ও যেন সুখ নেই। দূর হ'গ্‌গে, আর ভাব্‌বো না, না ভাব্‌লে যে দিন যায় না।

গীত।

আর কেন হাসি তার কি হবে গাহিয়া গান।
আপন নয়ন-জলে ভুলেছে যে অভিমান॥
আশা কি যে বুঝে গেছে, বাসনা ভাসায়ে দেছে,
সাধনা সোহাগ রাশি, পায় পায় অপমান।
আদরে কাতর হ'য়ে, হ'য়েছে কঠিন প্রাণ॥

মহারাজ বল্লালের প্রবেশ।

বল্লাল। স্বপ্ন, স্বপ্ন, ইন্দ্রভুবন গড়', আমি থাকি, তুমি থাক', ভাসুক সব ভেসে যাক্।

শূদ্রাণী। আপনি বুঝি শুন্‌তে পেয়েচেন? আমার গান আপনার কেমন লা'গ্‌লো? বলুন না, বলুন না, ব'ল্‌বেন না? আচ্ছা!

বল্লাল। সুন্দর, অতি সুন্দর, এমন সুন্দর বুঝি কিছু হয় না।

শূদ্রাণী। এই গান বুঝি আমার মুখে ভাল'? আমি এমনিই বটে!

বল্লাল। না পদ্মা, অতি বিশ্রী, এ করুণ গান, সত্যি তোমার মুখে মানায় না।

শূদ্রাণী। আমি গাইলুম, আর বিশ্রী হ'লো, মানালো না? বাঃ, তুমি ত' বেশ লোক হ্যা?

বল্লাল। না পদ্মা, সুন্দর, অতি সুন্দর!

শূদ্রাণী। সুন্দর?

বল্লাল। না, না, কি ব'লিচি, কি ব'লিচি, ভুলে যাচ্চি, সব ভুলে যাচ্চি। চলো, চলো, এ কঠিন মৃত্তিকা তোমার জন্ত নয়।

নেপথ্যে। মুঞ্চ নৃপ মুঞ্চ নৃপ পঞ্চমুখকামিনী
পঞ্চবদনেন সহ পঞ্চশরদামিনী।
কুঞ্জবনমেতি মদমত্তগজগামিনী
যামি নৃপ যামি নৃপ যাতি নৃপ যামিনী॥

শূদ্রাণী। বারণ কর', কেউ যেন তোমায় বিরক্ত ক'ত্তে না আসে।

বল্লাল। কেউ আ'স্‌বে না, কেউ বিরক্ত ক'র্‌বে না, সব আদেশ দিয়েচি, মুগ্ধ-দৃষ্টিতে দু-জনে দু-জনের দিকে কেবল অনন্তকাল তাকিয়ে থা'ক্‌বো।

[উভয়ের প্রস্থান।

কমণ্ডলুহস্তে গৈরিকবসনধারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রবেশ।

সা, ব্রাহ্মণ। রাজা, রাজা, ফের', তোমার আসন্ন বিপদ, আশীর্ব্বাদ নাও।

জনৈক রক্ষীর প্রবেশ।

রক্ষী। আপনি স্থানান্তরে যান, মহারাজ আহারে ব'সেচেন, এখানে দাঁড়ান নিষেধ।

[রক্ষীর প্রস্থান।

সা, ব্রাহ্মণ। নিলে না, এখন' ফিরলে না! এ আশীর্ব্বাদ, এ যজ্ঞীয়বারি নিলে তুমি অমর হ'তে, বিধাতা বিমুখ, দৈবের বিড়ম্বনামাত্র।

(হস্তস্থিত জল বৃক্ষে নিক্ষেপ, বৃক্ষ পত্রপুষ্পে ভরিয়া উঠিল।)

শিলাদেবীর প্রবেশ।

শিলাদেবী। বাবা, বাবা, কে আপনি ?

সা, ব্রাহ্মণ। আমি সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, রাজা আশীর্ব্বাদ নিলে না, বৃক্ষে যজ্ঞীয় বারি দিয়ে গেছি ; এ রামপালে যা' বপন ক'রবে, তাই উৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, পৃথিবীতে প্রধানরূপে পরিগণিত হবে।

[সাগ্নিক ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

শিলা। রাজা, রাজা, কেন এ আশীর্ব্বাদ উপেক্ষা ক'ল্লেন!

তুলীনের প্রবেশ।

তুলীন। মা, সর্ব্বনাশ হ'য়েচে, কা'ল যুদ্ধ, কা'ল আক্রমণ, উপায় ক'রবে এসো, রাজাকে এখুনি সংবাদ দাও, পাহাড়-দুর্গে আগুন জ্বালাও, ঘরে একটী বন্ধু নেই, দেশ শত্রু, অনার্য্য তুরস্ক শত্রু, শত্রুতে সোণার বিক্রমপুর ছেয়েচে।

শিলা। দেশবৎসল সন্তান! নির্ভয় হও, আমার বীরপুত্র লক্ষ্মণ এখন' জীবিত, সুষেণ এখন' গুপ্তচর।

তুলীন। সে বন্দী।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ রামপালে যজ্ঞীয় বারি নিক্ষেপ করিলেন।

কুন্তলীন প্রেস. কলিকাতা।

শিলা। মা, মা, বিক্রমপুরেশ্বরী, মুখ তুলে চেয়ো, অধীশ্বরের মান, তুমি রক্ষা কর'।

[শিলাদেবীর প্রস্থান।

তুলীন। চল' মা, আমি দুর্ব্বল প্রজা, তবু রাজভক্ত, এই আমার গর্ব্ব। বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জল, রাজার ভাল' কর', রাজার সুখের জন্য নিজের সহস্র বিপদ নাও।

[তুলীনের প্রস্থান।

সাগ্নিক ব্রাহ্মণের পুনঃপ্রবেশ।

সা, ব্রাহ্মণ। ভুল, ভুল, আমারই ভুল, প্রায়শ্চিত্ত চাই, প্রায়শ্চিত্ত চাই, এ সিন্দূরের প্রভাব, এ সিন্দূরের প্রভাব!

[বেগে প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(শিবিরাভ্যন্তর ; মন্ত্রণা-গৃহ।)

(বায়াদুম শাহ্, গোরা, ধর্ম্মগিরি, নিয়ামৎ ও গালব উপবিষ্ট, সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।)

কমলের প্রবেশ।

বায়াদুম। আসুন, আসুন, মহারাজ বল্লভ ভাল' আছেন?

কমল। দেহ ঠিক নেই।

ধর্ম্মগিরি। সেরে যাবে, সেরে যাবে। এইবার কার্য্য আরম্ভ হ'ক, বন্ধু-বর্গ! এখন আপনারা সকলেই বুঝুন, ন্যায়তঃ বা ধর্ম্মতঃ কোন সর্ত্তেই বল্লাল গৌড়েশ্বর হ'তে পারেন না। আপনারা বোধ হয়, সকলেই জান্‌তে পারেন, উত্তর রাঢ়, দক্ষিণ রাঢ়, বঙ্গ ও পৌণ্ড্র বর্দ্ধন

নিয়ে বর্ত্তমান গৌড় গঠিত হ'য়েচে। এও বোধ হয় জানেন, উত্তর রাঢ়ে মহীপাল, দক্ষিণ রাঢ়ে রণশূর, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে ধর্ম্মপাল রাজত্ব ক'ত্তেন, এবং সেই সমস্ত রাজ্যেশ্বরগণ রাজেন্দ্র চোলের নিকট অধীনতা স্বীকার ক'রেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে রাজেন্দ্র চোলই গৌড়েশ্বর। এ কথা বোধ হয় সকলেরই স্মরণ থা'কৃতে পারে, সুদূর দাক্ষিণাত্য হ'তে বল্লাল-পিতা, রাজা বিজয় সেন রাজেন্দ্র চোলকে পরাজিত ক'রে বিক্রমপুরে রাজ্যগ্রহণ করেন। বল্লাল বিজয় সেনের পুত্র, তৎস্থলাভিষিক্ত, সুতরাং রাজা। কিন্তু ন্যায়বিচারে, তাঁকে অধীশ্বররূপে স্বীকার ক'ত্তে কোন প্রজাই বাধ্য ন'ন্; কারণ প্রজা ভূ-সম্পত্তি নয়, তারা গো মহিষ নয়, তারা মনুষ্যজাতি। তাদের শাসন ক'ত্তে হ'লে স্নেহ চাই, ভালবাসা চাই, সকল জাতির প্রতি একটা প্রীতি চাই।

সকলে। সত্য, সত্য।

ধর্ম্মাগরি। বন্ধুবর্গ! বিশেষতঃ আপনারা এও বুঝুন, বল্লালের ন্যায় আড়ম্বরী লোকের হস্তে, রাজ্য না থাকাই উচিত। ব্যবসায়ের সহিত জাতির সম্বন্ধ কি? সমস্ত প্রজাকে, কার্য্যের অধীন ক'রে এক একটা স্থান দেওয়া, তাঁর কি অধিকার? ঈশ্বরের নিকট জাতি নাই, মনুষ্যমাত্রই এক সম্প্রদায়ভুক্ত। যজ্ঞ ক'র্‌বেন বা কৌলীন্য স্থাপন ক'র্‌বেন, এতে দেশের কি উপকার? নিজের কীর্ত্তি রা'খ্‌তে তিনি যা অপব্যয় করেন, তার বিনিময়ে যদি শুল্কলোপ ক'ত্তেন, দেশের অনেক উপকার হ'তো। যে দেশে গুড়, চা'ল কিম্বা চিনি, দেশের প্রয়োজন সাধন ক'রেও, প্রতিদিন তিন সহস্র গো-শকট পূর্ণ ক'ত্তে পারে, এরূপ উদ্বর্ত্ত হয়, সে দেশে ধনী দরিদ্র কেন? প্রভু ভৃত্য কেন? মাত্র বল্লালের অত্যাচার!

সকলে। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

ধর্ম্মগিরি। কিন্তু আপনাদের সমবেত চেষ্টায়, যদি সেই অত্যাচার প্রশমিত

হয়, যদি রাজেন্দ্র চোলের বংশধর আবার এ রাজ্য ফিরে পান, তবে সৎপ্রজার পরিচয় দান করা হয়। আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ, ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য ক'র্‌বেন।

বায়াতুম। সত্য, নিশ্চয়।

ধর্ম্মগিরি। কিন্তু এই মহানুভব, আপনাদের জন্য সৈন্য-সাহায্য ক'ত্তে এসেছেন ; আমাদের মধ্যে এইরূপ অঙ্গীকারপত্র থাকুক্, যদি রাজ্য জয় হয়, বঙ্গ বায়াতুম শাহ্ পুরস্কাররূপে নেবেন। আর পৌণ্ড্রবর্দ্ধন মহারাজ বল্লভচন্দ্র পাবেন।

কমল। তাই হ'ক্।

বায়াতুম। বিভাগ অতি উত্তম হ'য়েচে।

ধর্ম্মগিরি। অপরাপর স্থান রাজেন্দ্র চোলের উত্তরাধিকারীরই থা'কবে। ধন্যবাদের সহিত সভাভঙ্গ হ'ক্। আসুন বন্ধুগণ, সকলে একযোগে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই।

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(বিলাস কক্ষ।)

নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

তুমি বিধু, তুমি মধু, তুমি যে আমার।
তুমি যে আমার, শুধু তুমি যে আমার ॥
তোমায় তোমায় আমি, হিয়া যে দিয়েছি ঢেলে,
তুমি কেন ফেলে চ'লে যাও ?

পরাণে পরাণে তুমি,
চির-অনুগত আমি,
আমারে আপন ক'রে নাও।
এস বঁধু হাসি দাও, হৃদয় কিনিয়া নাও,
অনুগত তোমারি তোমার॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

শূদ্রাণী সহ বল্লালের প্রবেশ।

বল্লাল। পদ্মা, পদ্মা, আমি যেন সব হারিয়ে ফেল্‌চি! এ সুন্দর স্বপ্ন-রাজ্যেও আমার ক্লান্তি। এক একবার ভাবি, আমি কি সেই বল্লাল! উচ্ছৃঙ্খল সমাজকে শাসন ক'ত্তে, সমগ্র গৌড় অদেবমাতৃকায় পরিণত ক'ত্তে, বিপন্ন প্রজাকে সতর্ক ক'র্‌বার জন্য পাহাড়দুর্গ নির্ম্মাণ ক'রে অগ্নি জ্বালবার উপায় ক'ত্তে, রাজন্য-বর্গকে অধীনে আন্‌তে, যার এক-দিনও অবসাদ আসেনি, তার কি ক্লান্তি, কি আচ্ছন্নতা! এত' অধীরতা কেন? ভাব্‌লে মনে হয়, সে আমি বোধ হয় আর আমাতে নেই।

শূদ্রাণী। বুঝিচি গো বুঝিচি, কারুর জন্যে বুঝি মন ছুটেচে? আর আমায় ভাল' লা'গ্‌চে না, কেমন, কথা ত' এই? না হয়, একটা ছুতো নাতাই কর', ছেলেকে দেখ্‌তে যাবার অছিলে ক'রেও ত' দু-দিন কাটান যায়। পুরুষ কি না, তোমাদের জাতের দোষ যে। বলে, "ছাঁদন-দড়ি তুমি কার? না, যখন যার তখন তার।"

বল্লাল। না পদ্মা, সে উপায় আর নেই, লক্ষ্মণে আমায় অনেক প্রভেদ, আমি শূদ্রবৎ হ'য়েচি, বহু স্বজাতিকে আচারভ্রষ্ট ক'রিচি নিজে নিয়ম স্থাপন ক'রে তা'ও রাখ্‌তে পারিনি, অসন্তোষ এনেচি। লক্ষ্মণ সমস্ত প্রজার হৃদয় অধিকার ক'রে আছে, ক্ষুদ্র নবদ্বীপ তার উৎসাহে

পণ্ডিতের সমাজরূপে পরিণত হ'য়েচে। সে মহৎ, উদার, বঙ্গের উপযুক্ত নেতা।

শূদ্রাণী। খুব যা হ'ক্, ব'সে ব'সে তাই ভাবো।

[পদ্মার প্রস্থানোদ্যোগ।

বল্লাল। না পদ্মা, যাস্‌নি, আশ্রয়হীন করিস্ নি। আর ত' আমি সে বল্লাল নই। সোণার বিক্রমপুরের সীমায় পদ্মা ছিল, রা'খতে পারিনি, বুকে এনেচি। তুই ধর্, সঙ্গিনী ডাক্, সঙ্গীতে ভুবন ভরিয়ে দে, অস্তিত্ব যাক্, আমার জীবন্তে চিরসমাধি হ'ক্।

শূদ্রাণী। ও বাবা, সে আবার কি রকম গো? তুমি খুব কথা জান কিন্তু, সত্যি!

বল্লাল। পদ্মা, পদ্মা।

গাহিতে গাহিতে সঙ্গিনীগণের প্রবেশ।

(রাজা চিন্তিতভাবে বসিয়া নিশ্বাস ফেলিলেন। শূদ্রাণী তাঁহার সন্তোষবিধানার্থ হস্তে মালা জড়াইয়া দিল।)

সঙ্গিনীগণ। গীত।

এমনি চাঁদের কোলে এমনি হাওয়ায়।
আমি হারায়ে ফেলেছি আজ তোমায় আমায়॥
আবেশে অবশ কায়, ভাসি লালসায়,
হাসির আসরে আসি বসি নিরাশায়॥
ওই ফুটেছে চাঁদিনী রাত, ছুটেছে মলয় বাস্,
অজানায় জেগে গেছে, মরমেরি অভিলাষ,
এমন হাসির মাঝে, কি ব্যথা মরমে বাজে,
এমন চাহনী কেন ধর নিরালায়।

পিয়াসায়, নিরাশায়, চাতকী বারিদে চায়,
নিদয় নীরদ কেন এত সাধনায় ॥

[সঙ্গিনীগণের প্রস্থান।

বল্লাল। অর্থে নয়, ভোগে নয়, লালসায় নয়, ধরায় সুখ মাত্র রমণীর কণ্ঠে, পদ্মা, পদ্মা—

(পদ্মার হস্ত ধারণ ও গবাক্ষ দিয়া সহসা পাহাড়-দুর্গে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল দেখিয়া)

এ কি ! এ কি !! দেশ আক্রান্ত, পাহাড়-দুর্গে আলো !!! শত্রু, শত্রু, রাজপুরী আক্রান্ত হ'য়েচে, রণবাদ্য কর', মালা নয়, কুসুম নয়, অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও, হাসি আগ্নেয়াস্ত্রে পরিণত হ'ক্, ; পদ্মা, শিলা হ, লাস্য বিকট তাণ্ডবে ব্যাপ্ত হ'য়ে যাক্।

খড়্গহস্তে শিলার প্রবেশ।

শিলা। রাজা, রাজা !

বল্লাল। শিলা, শিলা, ঘুম ভেঙ্গেচে, আর আমি বিলাসী নই, (শিলার খড়্গদান ও শূদ্রাণীর প্রস্থান) কুসুম-ভূষিত হস্তে আবার খড়্গ তুলিচি, বুঝিচি, এ বাসর নয়, শ্মশান ; বিরাট অন্ধকার-স্তূপ জ্বালার তাড়নায় আপনি স'রে গেছে।

শিলা। যদি জেগেচো, আরক্ত-নয়নে আলোক-ছটা দেখ', জয়শীল হস্ত তোল'। তোমার গৃহ, তোমার অধিকার, অনার্য্যে তা' নষ্ট ক'ত্তে চায়, সাহায্যকারী তোমারই স্বদেশী !

বল্লাল। শিলা, শিলা, তবে রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে দাঁড়া ! বঙ্গলক্ষ্মী, সন্তানকে শিক্ষিত করে দে, আয় পবিত্রতা, আয়, হিন্দুর উৎসাহে সঙ্গিনী, আনন্দে বনিতা, ধর্ম্মে সীমন্তিনী, আয় ; জাঠ মুসলমানে নয়, গ্রীক মুসলমানে নয়, আ'জ ভা'য়ে ভা'য়ে যুদ্ধ, আ'জ স্বদেশীর বিপক্ষে স্বদেশী, ছিন্নমস্তা-

মূর্ত্তিতে আপনার শোণিত, আপনি খেতে আ'স্‌চে। (কিয়দ্দূরে অগ্নিশিখা দেখা গেল) এ কি!

(ধূমাচ্ছন্ন হইল, এক দিক দিয়া অসিহস্তে নিয়ামৎ ও গালব এবং
অন্যদিক হইতে অসিহস্তে ডুলীনের প্রবেশ ও একক
উভয়ের সহিত যুদ্ধ। যুদ্ধ করিতে করিতে বলদেব
ও ধর্ম্মগিরির প্রবেশ। ধর্ম্মগিরির পলায়ন ও
বলদেবের নিয়ামৎকে আক্রমণ
ও নিয়ামতের পলায়ন।)

দেখ্‌ চক্ষু, বাঙ্গালার যোগ্য সন্তান দেখ্‌।

বলদেব। (নিয়ামতের অনুসরণ করিয়া তৎপ্রতি) দেখ্‌ অনার্য্য, যে হস্তে মায়ের আরতি করি, সে হস্তে কত' বল।

(পলায়নপর গালবকে ডুলীন অনুসরণ করিল। নিয়ামৎ প্রভৃতির পুনঃ
প্রবেশ ও একত্র বল্লালকে আক্রমণ। হিন্দুসৈন্যের প্রবেশ ও
তাহাদের সহিত যুদ্ধ। নিয়ামতাদির পুনঃ পলায়ন।)

গোরার ছিন্ন মুণ্ড হস্তে বেগে লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। পিতা, পিতা, থা'ক্‌তে পারিনি, ছুটে এইচি, বিদ্রোহী গোরার ছিন্ন শির নাও, তোমার শত্রু এই তোমার পদতলে।

(পদতলে গোরার ছিন্নমুণ্ড স্থাপন।)

বল্লাল। বাঙ্গলার গর্ব্ব! বাঙ্গালীর গৌরব!! আয়, লক্ষ্মণ আয়। আলিঙ্গন দে, অপরাধ ভোল্‌, ঘরের ছেলে ঘর ছেড়ে আর যাস্‌ নি।

(পিতাপুত্রে আলিঙ্গনবদ্ধ হইয়া রহিল।)

শিলা। (যুক্তকরে) দেবতা, আশীর্ব্বাদ কর', বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এমনি লক্ষ্মণ থাকুক্‌! দুর্দ্দিনে, পুত্র যেন পিতার সহিত স্বেচ্ছায়, এমনি, এমনি মিলিত হয়।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(রাজ-উদ্যান।)

চিন্তিতভাবে পুস্তক পাঠ করিতে করিতে মহারাজ
বল্লালের ও অন্যদিক হইতে বলদেবের
উৎকণ্ঠিতভাবে প্রবেশ।

বলদেব। রাজা, ধর্ম্মগিরি বহুচ্ছন্দে আপনার নিন্দাবাদ, শ্লোকে রচনা ক'রে বণিকদের সাহায্যে প্রচার ক'চ্চে। "তাপো নাপগতঃ তৃষা ন চ কৃশা" যা ইচ্ছে তাই লিখ্‌চে।

বল্লাল। ব'ল্‌তে দাও, যে মন্তপায়ী, তাকে কু মনে ক'রে তার প্রতি বিরক্তও হওয়া যায়, আর সে কত' বিকৃত, কত' লাঞ্ছিত, কত' আত্ম-বিস্মৃত ভেবে দয়াও করা যায়। (পুস্তকে দৃষ্টিস্থাপন।)

বলদেব। পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব, বাঙ্গালীর একমাত্র গর্ব্বের সামগ্রী! আপনি যশস্বী হ'ন; দীর্ঘায়ু হ'ন, পৃথিবীতে অমর হ'য়ে থাকুন্। কি উদারতা!

[বলদেবের প্রস্থান।

বল্লাল। (স্বগতঃ) গৃহ্যসূত্রের কি সুন্দর নিয়ম।

(বৃক্ষে ঠেস্ দিয়া তন্ময় হইয়া পুস্তক পাঠ। রোরুদ্যমানা
বিজয়ার প্রবেশ ও পদতলে পতন।)

বিজয়া। আমায় রক্ষা করুন, রাজা আমায় রক্ষা করুন।

বল্লাল। কে তুমি মা?

বিজয়া। আমি প্রধান গুপ্তচরের স্ত্রী, নিরুপায় হ'য়ে সাহায্য নিতে এসেচি, আমার যথাসর্ব্বস্ব গেছে, স্বামী এখন' নিরুদ্দেশ আছেন। এক মাত্র শিশু পুত্র ছিল, তাকেও মুসলমানে চুরি ক'রেচে।

বল্লাল। মুসলমানে চুরি ক'রেচে, তুমি কিরূপে বুঝলে?

বিজয়া। দোলনায় বাছাকে রেখে পূজায় ব'সেছিলেম, পূজা সাঙ্গ ক'রে দেখি, শিশু নেই, গৃহে, প্রাঙ্গণে খুঁজেচি, শেষে দরজার পাশে এই কাপড় দেখ্‌লুম, মুসলমানই এরূপ বস্ত্র ব্যবহার করে, তারাই নিয়ে গেছে। কি হবে বাবা? আমায় রক্ষা করুন, স্বামী নিরুদ্দেশ, জানিনা, ছেলেও হারালুম কি না? সেই শিশুই আমার সঙ্গী, সেই আমার সব।

বল্লাল। তুমি নির্ভয় হও, যদি আমার পুত্র জীবিত থাকে, তোমার শিশুর কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ ক'ত্তে পা'র্‌বে না। বালিকা, বিপদ আর তোমার নয়। যখন সেন-বংশে আশ্রয় নিয়েচো, অত্যাচার কাহিনী রাজার কাণে তুলে দিয়েচো, তখন, আমার জীবন নষ্ট হবে, তবু আমার আশ্রিতের, আমার শিশু নারায়ণের, কোন' ক্ষতি, সহস্র বিদ্রোহী একত্র হয়েও ক'র্‌তে পা'র্‌বে না।

বিজয়া। (ভক্তিনম্র হইয়া পদতলে পুনঃ পতনপূর্ব্বক করযোড়ে) বলুন্ রাজা, আবার অভয় দিন্।

বল্লাল। তুমি নির্ভয় হও, তোমার শিশু-পুত্র একদিকে, আর আমার জীবন, রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, সমস্ত অন্য দিকে। হিন্দুরাজা পুত্রের জীবন দিতে পারে, কিন্তু প্রজার ক্রন্দন শুন্‌তে পারে না। আয়ুষ্মতি! তুমি নিশ্চিন্ত থেকো।

[বল্লালের প্রস্থান।

বিজয়া। (উঠিয়া) ঈশ্বর, এ আশ্রিতবৎসল রাজাকে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

কর', মহারাজ বল্লালের নাম যে মুখে আ'ন্বে, তার যেন দিন ভাল যায়।

(ছদ্মবেশী তুর্কিসৈন্যদ্বয় সহ প্রথম বণিকের প্রবেশ ও তাহাদের অলক্ষ্যে বর্ষাহস্তে ভুলীনের অনুসরণ।)

১ম। (বিজয়াকে দেখাইয়া ছদ্মবেশী প্রতি) এই সেই ছুঁড়ি, একেও ধরো।

বিজয়া। কে তোমরা?

১ম। ধরো, ধরো।

(সৈনিকদ্বয় ধরিতে গেল ও পদ্মাক্ষী আসিল।)

পদ্মাক্ষী। সাবধান, এখন' সাবধান। ভারতে এখন' এমন নারী আছে, যারা তোদের মত, শত পুরুষকে গ্রাহ্য করে না। ব্যভিচারি! জাত নিতে পার', জাত ত' দিতে পার'না! আপনার মা বোন্ ভাবো, ভাবো, যে নারীকে তুমি নষ্ট ক'ত্তে নিয়ে যাচ্চো, সেই নারীর পেটেই তোমার জন্ম। হায় পুরুষ, তোরা নারীর পেটেই জন্মাস্, আবার নারীকেই নষ্ট ক'ত্তে চাস্! তোদের মা যে জাত, সেই জাতেই দাগ দিতে যাস্। (বিজয়ার প্রতি) এসো মা, অসহায় পেয়ে যারা অত্যাচার করে, তারা পুরুষ নয়, তাদের এই রকম ক'রেই শাসন ক'ত্তে, হয়। চ'লে এসো।

[যে ধরিয়াছিল, তাহাকে পদাঘাতে ভূপাতিত করিয়া বিজয়াকে লইয়া পদ্মাক্ষীর প্রস্থান।

১ম বণিক্। আবার পাক্ড়াবো, এসো, এগিয়ে এসো।

(বর্ষা-হস্তে ভুলীনের পথরোধ-পূর্ব্বক অবস্থান।)

ভুলীন। স্থির হও, তোমরা বন্দী।

সকলে। অ্যাঁ অ্যাঁ!

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

(জলাভূমি ।)

চক্ষু কোটরগত, গালে দাগ পড়িয়াছে, রুক্ষকেশ,
ছিন্নবসনপরিধৃত জয়ন্তের প্রবেশ ।

জয়ন্ত । আমায় দেখ্‌চে, আমায় দেখ্‌চে, সবাই যেন আমায় দেখে, আর হাসে, আমি যেন পাগল । দোর দোর কুড়িয়ে ভাত খাই, পাগল নই ! ঘর নেই, দোর নেই, আপনার নেই, যত্নের কেউ নেই, পাগল নয় ত' কি ? যার যত্নের কেউ নেই, তাকে আমার মতই পাগল হ'তে হয় । না দেখ্‌লে ভালও পাগল হয়, আবার দেখ্‌বার লোক হ'লে, এই পাগল, না না, হ'তে পারে না, ভুল, ভুল, রাজার বাড়ী রাত কাটিয়েচে, রাজা নিয়ে গেছে, আর ফির্‌বে না । আমি বড় সাজিয়ে ঘর পেতেছিলুম, সাজন্ত প্রতিমা এনেছিলুম, লাথি মেরেচি, লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেলে দিয়েছি । একবার শোধ নিতে পারি ? বাপ্‌রে, বাপ্‌রে, কে টের পাবে, পা'গ্‌গে, পা'গ্‌গে, এই যেন রাজা এলো, হেরে গেল', হেরে গেল', রাজার সাজা হ'লো, আর লোক থা'কবে কি ক'রে ! কৈ, সে ত' এলো না ? আ'স্‌বে না ত', সে ত' আর আ'স্‌বে না । বিসর্জ্জন দেওয়া ঠাকুর ঘরে রা'খ্‌তে নেই, হেরে গেছে, রাজা হেরে গেছে, হা, হা, হা, চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ্‌ !

নিয়ামতের প্রবেশ ।

নিয়ামৎ । (জয়ন্তকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তিতভাবে) লোকটা কে ?

জয়ন্ত । রাজা হেরে গেছে, রাজা হেরে গেছে, হা, হা, হা, চুপ্‌, চুপ্‌, চুপ্‌ ।

(জয়ন্ত নিজেকে যেন সামলাইতে লাগিল ।)

নিয়ামৎ । শোন' না, শোন' না ।

জয়ন্ত। (সভয়ে) ধ'র্‌বে।

নিয়ামৎ। (সস্নেহে) তুমি রাজাকে হারিয়ে দেবে?

জয়ন্ত। আমার ত' অস্ত্র নেই, গরীব কি না, ইস্পাতের মতন কিন্তু মন আছে।

নিয়ামৎ। আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমায় দিয়ে হারাবো।

জয়ন্ত। যত্ন ক'রোনা, যত্ন ক'রোনা, আমি ভাল' হ'য়ে যাবো, এ খোলোস বদ্‌লাতে হবে, এ জাতে থা'কতে রাজার ওপর পা'র্‌বো না, সে যে রাজা। বাঙ্গলার মাটী যে রাজাকে দেবতা ভাবে, একবার জাত বদ্‌লাতে পারি। হবে? হবে? হ'য়ে গেছে, রাজা হ'য়ে গেছে, হা, হা, হা, চুপ্, চুপ্, চুপ্!

নিয়ামৎ। এসো, তুমি যা চাও, আমি দোব'।

জয়ন্ত। সে আ'স্‌বে? সে আ'স্‌বে? এলে ত' ঘরে রা'খতে পা'র্‌বো না, বিসর্জ্জন হ'লে ঠাকুর ঘরে রা'খতে নেই।

নিয়ামৎ। আ'স্‌বে, রা'খবে না? (জয়ন্তের হস্তধারণ।)

জয়ন্ত। অ্যাঁ! অ্যাঁ!! তুমি বেশ, সুন্দর। যত্ন ক'রোনা, যত্ন ক'রোনা, তাকে মনে প'ড়বে, পাগলকে আর ক্ষেপিয়ো না, চলো, চলো।

নিয়ামৎ। (স্বগত) এ অত্যাচারপ্রাপ্ত, উত্তম ইস্পাত, এতেই অস্ত্র গোড়বো, (সস্নেহে জয়ন্তের হস্তধারণপূর্ব্বক প্রকাশ্যে) এসো।

জয়ন্ত। হা, হা, হা, হা।

[জয়ন্ত হাসিতে হাসিতে নিয়ামৎ সহ যাইল।

তৃতীয় দৃশ্য।

(জঙ্গলমধ্যস্থ বন্দিগৃহ।)

(প্রহরী পাহারায় নিযুক্ত। গৃহের পশ্চাৎদিকে কাষ্ঠের সেতু দেখা যাইতেছে, দূরে বৃক্ষাচ্ছন্ন সৈন্য-শিবিরশ্রেণী। একটী বৃহৎ বৃক্ষতলের ছায়ায় উচ্চ পাষাণনির্ম্মিত গৃহ রহিয়াছে। ছাতের এক অংশ ভগ্ন, তন্মধ্য দিয়া আকাশ দেখা যাইতেছে, গৃহটীর একদিকে রেলীং দেওয়া, দ্বার গুলবাগ্ যুক্ত, খড়ের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ সুষেণ।)

সুষেণ। বিদ্রোহীরা একত্রিত হ'চ্চে, রাজাকে সংবাদ দিতে পাচ্চিনি, কত রাত্রি কত দিন গেল', এ শৃঙ্খল একবার খুল্লেনা। (ঊর্দ্ধে চাহিয়া) ওই এক পথ, আমি আবদ্ধ, (নিশ্বাস ফেলিয়া) বিজয়া, সাধ্বি, হায় রাজা, আমার সাধ এইখানেই উঠবে, এইখানেই মিলুবে।

একটী শিশু ক্রোড়ে লইয়া জনৈক তুর্কিসৈন্য ও তৎসহ বায়াদুমের প্রবেশ।

বায়াদুম। বন্দি, এখন' উত্তর দাও, তুমি রাজার বিপক্ষে দাঁড়াতে প্রস্তুত কি না ?

সুষেণ। আমার এক উত্তর, না।

বায়াদুম। তোমার শিশু পুত্র দেখো, এখন' ভাবো (প্রদর্শন)।

সুষেণ। (ব্যাকুলভাবে) এ কোত্থেকে এলো ? আমার স্ত্রী কোথা ? বল সর্দ্দার, আমার স্ত্রী নিরাপদ ?

বায়াদুম। স্বীকার কর্‌', তুমি আমাদের দলভুক্ত হবে ?

সুষেণ। না।

বায়াতুম। (সৈন্যের প্রতি) ভাববার জন্য একঘণ্টা মাত্র সময় রইলো, তার পর, যদি অস্বীকার করে, এই শিশু পুত্রকে সামনে রেখে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, একে হত্যা ক'র্‌বে (সুষেণের প্রতি) আমি শত্রুকে শিক্ষা দিতে জানি, তুমি শিষ্টাচারের বাইরে।

(বৃক্ষপার্শ্বে ফকিরবেশে লক্ষ্মণ দেখা দিল ও কটি হইতে রজ্জু লইয়া নিঃশব্দে বাঁধিতে লাগিল।)

(বায়াতুম শাহ ও শিশু লইয়া তুর্কিসৈন্য গেল, নিশ্বাস ফেলিয়া সুষেণ ভাবিতে লাগিল ও জয়ন্ত মূল্যবান তুর্কিপরিচ্ছদে প্রবেশ করিল। যে প্রহরী বাহিরে পাহারা দিতেছিল, সে জয়ন্তকে অভিবাদন করিল।)

জয়ন্ত। আমি কেমন সেজিচি, কেমন সেজিচি। সেও সাজতো, (নিশ্বাস ফেলিয়া ও নিজেকে সামলাইয়া) না, না, ভাল' হ'তে হবে, ভাল' হ'তে হবে, ঈশ্বর! পাগলকে ভাল' ক'রো, যাদের খাচ্চি, তাদের কাজ দিতে দাও। (সুষেণকে দেখিয়া) বেশ হ'য়েচে, রাজার লোকের বেশ হ'য়েচে। ভাবনা নেই, ভাবনা নেই, আর আমার ভাবনা কি, আর আমার ভাবনা কি। ভাল' হ'তেই হবে, এ মাথাকে ভাল' ক'ত্তেই হবে।

[জয়ন্ত প্রস্থান করিল ও লক্ষ্মণ চতুর্দ্দিকে দেখিতে লাগিল।

সুষেণ। তবে ত' সত্যই আজ আমার শেষ রাত্রি। সকলের উপর আমার কর্ত্তব্য প'ড়ে রইলো। ওই শুকতারা, আকাশের কাছে বিদায় নিচ্চে। সুষেণ, জন্মের মতন দেখে নে, আর একটু পরে শিশিরসিক্ত মাঠের উপর, পদ্মরাগের আভা জাগিয়ে, সমস্ত আকাশ মহিমময় ক'রে সূর্য্য উঠ্‌বে। কতদিন সেই মহিমার সামনে, তোর শির আপনি নত হ'য়েছিল, কতদিন সেই দৃশ্যে, তোর সর্ব্বাঙ্গ অজানিত পুলকে ছেয়ে গিয়েছিল, সেই পুলকে পুলকিত তোর দেহ, সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে,

মহিমময়ের জয়গান ক'রে উঠেছিল'। আজ মৃত্যু তোর জীবনের মধ্যাহ্নে দাঁড়িয়েচে, ক্ষুব্ধ হ'য়ো না সুষেণ, বৎসরই জীবনের পরিমাণ নয়, কার্য্যশূন্য জীবনে কোন' ফল নেই, ওই দেখ', মৃত্যুর হাতে জীবনের জয়পতাকা। তাঁদের জীবনই জীবন, যাঁরা সমাজের মঙ্গলের জন্য থাকেন, তাঁরাই দীর্ঘায়ু, যাঁরা দেশের নিকট অবিশ্বাসী হ'ন না। বাঙ্গলার বুকে আজ শেষ শয়ন ক'রে নে, অযোগ্য প্রজা ব'লে আজ রাজার নিকট শেষ ক্ষমা প্রার্থনা কর্।

সুষেণ শয়ন করিলেন ও ফকিরবেশে লক্ষ্মণ বৃক্ষ হইতে বন্দিগৃহের ছাদে নামিয়া অস্ত্রদ্বারা ছাদ ভেদপূর্ব্বক রজ্জুসাহায্যে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

লক্ষ্মণ। (সুষেণের প্রতি) ওঠো, আমার বেশ পরো, এই অস্ত্র নাও, (দীর্ঘ ছুরি দিল) বৃক্ষপার্শ্বে আমার অপেক্ষায় থেক'। ওই দড়ি ফেলা র'য়েছে।

সুষেণ। আপনি!

লক্ষ্মণ। তুমি যেন ফকির, ধন্যবাদ দিয়ে চ'লে যাবে। পিতার আদেশ, তোমার শিশু পুত্র ভিন্ন ফির্‌বো না।

(লক্ষ্মণ শৃঙ্খল খুলিয়া দিল ও নিজবেশ সুষেণকে পরাইয়া নিজে হিন্দু-সৈন্যবেশ পরিল। সুষেণ লক্ষ্মণের আদেশমত পলাইল।)

বায়াদুমের পুনঃপ্রবেশ এবং শিশুক্রোড়ে জনৈক সৈন্যের ঘাতক সহ তৎপশ্চাতে আগমন।

বায়াদুম। (বন্দি-গৃহের বাহির হইতে) তোমার শেষ অভিপ্রায় জ্ঞাপন কর'।

লক্ষ্মণ। (সুষেণের স্বরে) আমার একই উত্তর, না।

বায়াদুম। যাও, বন্দীকে হত্যা কর', এই কুঠারে মস্তক কা'টবে।

(ঘাতক কুঠার হস্তে যেমন দ্বার ঠেলিল, লক্ষ্মণ দ্বারপার্শ্বে দাঁড়াইল ও
ঘাতক যেমন দ্বার বন্ধ করিল, অমনি লক্ষ্মণ তাহার মুখ
বাঁধিয়া ফেলিল ও পলাইবার জন্য রজ্জু সাহায্যে
উপরে উঠিতে লাগিল।)

বায়াতুম। কি হে, আর একজন লোক পাঠাবো না কি ?

লক্ষ্মণ। (দড়ি ধরিয়া উঠিতে উঠিতে) না।

বায়াতুম। কি ক'চ্চো ? (২য় প্রহরীর প্রতি) দরজা ঠেলো।

দ্বিতীয় প্রহরী। (দ্বারে আঘাত করিয়া) দরজা ভিতর দিকে বন্ধ।

বায়াতুম। ভাঙ্গ'।

পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া অন্য পথ দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে
লক্ষ্মণের হিন্দু-সৈন্যবেশে প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। সর্দ্দার, সর্দ্দার, একটা কথা! একটা কথা, সুষেণ আছে ? আমি তার বন্ধু।

বায়াতুম। শত্রু, বন্দী কর'।

লক্ষ্মণ। ক'রুন, আমি ত' অস্ত্র-ব্যবসায়ী নই। আমা হ'তেও যদি অনিষ্টের আশঙ্কা করেন, ক'রুন বন্দী। কিন্তু ধারণা ছিল, মুসলমান-সর্দ্দার প্রকৃত বীর। যিনি নিরস্ত্র, যিনি ইচ্ছে ক'রেই অস্ত্র ধরেন না, চিরকাল দেবদেবীর পূজাই যাঁর কার্য্য, তাঁকেও ভয় করেন, এ ধারণা ছিল না! এটী সুষেণের পুত্র নয় ? শিশু পুত্র, একে ফিরে দিন, এর অনাথা মা ম'র্‌বে, শিশুও বাঁ'চবে না। একেও কি ভয় করেন ?

বায়াতুম। (গর্ব্বস্ফীতভাবে) ভয়! তার আত্মীয়ের মধ্যে যদি কেউ বীর থাকে, নাও এই তরবারি, দিও তাকে, বোলো, এই তরবারির সাহায্যে যেন শিশুকে উদ্ধার করে। (২য় প্রহরীর প্রতি) দ্বার ভাঙ্গো।

লক্ষ্মণ। বেশ (বায়াতুমের নিকট হইতে তরবারি গ্রহণ।)

২য় প্রহরী। (দ্বার ভাঙ্গিয়া ভিতরে যাইয়া) এ কি সর্দ্দার, বন্দী নেই।

বায়াতুম। সে কি!

(বায়াতুম শা ভিতরদিকে দেখিতে গেল ও লক্ষ্মণ তরবারির
বাঁট দিয়া সৈন্যের মস্তকে আঘাত করিয়া
শিশু পুত্র বক্ষে লইল।)

লক্ষ্মণ। সর্দ্দার, তার আত্মীয় ব'ল্লে, সে সর্দ্দারের হুকুম তামিল ক'রে গেল'।

[বেগে শিশু পুত্র সহ লক্ষ্মণের প্রস্থান।

বায়াতুম। (বাহির হইয়া ভিতরস্থ মুখ বাঁধা ঘাতককে দেখাইয়া) মুক্ত কর'। (পলায়িত লক্ষ্মণের পথ নির্দ্দেশ করিয়া) বন্দী ধর', শিশু পুত্র, শিশু পুত্র চাই, যে ধ'র্‌বে, পুরস্কার হাজার দীনার, হাজার দীনার।

নেপথ্যে "গেল" "গেল" আর্ত্তনাদ হইল ও শিশু পুত্র বক্ষে
লক্ষ্মণের পুনঃ প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। সর্দ্দার, তোমার তাঁবুতে আগুন লেগেচে, উচ্চকণ্ঠে আবার ব'ল্‌চি, যদি পার', এখন' রক্ষা কর'।

[লক্ষ্মণের বেগে প্রস্থান।

প্রবলবেগে ধূম নির্গত হইতে লাগিল।

বায়াতুম। সব যাবে, সমস্ত বাহিনী নষ্ট হবে, আগুন, আগুন, চাদ্দিকে আগুন! চাদ্দিকে আগুন!

গালবের প্রবেশ।

গালব। কি ক'ল্লে সর্দ্দার, হাতে পেয়ে কুমার লক্ষ্মণকে ছেড়ে দিলে? পথে পালাবার রাস্তা পায়নি, তাই খড়ের গাদায় আগুন দিয়ে ছলনা ক'রে পালালো। কোথায় আগুন, আর কোথায় লক্ষ্মণ! আশ্চর্য্য সাহস।

বায়াদুম। গালব, বাঙ্গলায় যদি আর একজন লক্ষ্মণ থাকৃত', সহস্র সহস্র তুর্কী এক হ'য়েও বঙ্গবিজয় ক'ত্তে কখন' সাহস ক'ত্তেন না।

গালব। ওই দেখুন, সাঁকোর উপর দিয়ে আবার যাচ্চে।

[সুষেণ সহ লক্ষ্মণের সেতু অতিক্রমণ।

বায়াদুম। চড়াও হও, ঘেরাও কর'। ছাউনী ভাঙ্গো, যুদ্ধ ঘোষণা কর', এ জাতিকে এখুনি আক্রমণ চাই।

[বায়াদুম উন্মত্তবৎ গেল, গালব ভাবিতে লাগিল।

চতুর্থ দৃশ্য।

(রাজ-অন্তঃপুর।)

পিঞ্জরাবদ্ধ পারাবতদ্বয় হস্তে মহারাণী শিলার প্রবেশ।

শিলা। মা ভগবতি! কুলদেবতা! পুরনারীগণ! সকলে আশীর্ব্বাদ কর', মুসলমানসমরে, দেশের আশা, যেন বিজয়ী হ'য়ে ফিরে আসেন।

বল্লালের যোদ্ধবেশে প্রবেশ।

বল্লাল। শিলা, শিলা।

শিলা। প্রভু! সাঙ্কেতিকচিহ্ন ধরো, যদি যুদ্ধে পরাজয় হয়, পারাবত-যুগল উন্মুক্ত ক'রে দিও, যদি বিজয়ী হও, শত্রুর সহিত পারাবতযুগল বিনাশ ক'রো। (পিঞ্জর প্রদান।)

বল্লাল। দেবি! আশ্বস্তা হও, আমার নিকট এ ভবানীর আদেশ।

শিলা। প্রভু! দেবতা!

শিলার গলবস্ত্রে প্রণাম ও পদ্মাক্ষীর অন্তরালে প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। কি সুখ, আমারও এমনি দিন ছিল', এদের ভাটার পর জোয়ার হয়, আমার কেবল ভাটা, কেবল ভাটা।

বল্লাল। আশীর্ব্বাদ করি, এ গলবস্ত্র হ'য়ে প্রণাম হিন্দুনারা যেন চিরদিন সৌভাগ্যের ও গৌরবের মনে করে।

[বল্লালের প্রস্থান।

দ্রুতপদে পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। পেচু ডাক', পেচু ডাক', ওই চ'লে গেল', ডাক' না, ডাক' না, বেশ ত', কেমন ফিরে আ'স্‌বে, কেমন ফিরে আ'স্‌বে। আমায় পায়রা দিলে না, আমায় পায়রা দিলে না, দাওনা, দাওনা, ঘাড় মট্‌কাবো না, ঘাড় মট্‌কাবো না, খাবার দোব', খাবার দোব'।

(ডাইনীর ন্যায় অশুভ দর্শন হইয়া বকিতে লাগিল।)

শিলা। বিড় বিড় ক'রে কি ব'ক্‌চিস্? ডাঁইনি, শনি, অমঙ্গল, দূর হ, রাজগৃহে আর তোর থাকা নিষেধ।

পদ্মাক্ষী। তাড়া'লে, তাড়া'লে? তবে এ গৃহে আর থা'ক্‌বো না; আমার যে আশ্রয় আছে, তাই নোব', হা হা হা হা হা হা হা।

[পৈশাচিক অট্টহাস্যপূর্ব্বক পদ্মাক্ষীর প্রস্থান।

শিলা। মা সাবিত্রি! শিবানি! দেখিস্ মা, যেন অমঙ্গল না হয়।

[শিলার প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

(রণস্থল।)

উল্লাসে নেপথ্যে। ল্যা ল্যা ল্যা ল্যা হো।

উল্লাসে নেপথ্যে। জয় মা বিক্রমপুরেশ্বরী।

কাতরকণ্ঠে নেপথ্যে। ছেয়ে গেল', ছেয়ে গেল'।

চতুর্দ্দিক ধূমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। স্বর্ণসূর্য্য অঙ্কিত পতাকা ও অসিহস্তে বল্লালের প্রবেশ।

বল্লাল। জন্মভূমির প্রিয় সন্তান! ওই শোন' হাহাকার, ওই দেখ' চতুর্দ্দিকে অনলশিখা, অগ্রসর হও, আক্রমণ কর', বিদ্যুতের ন্যায় জ্বালাময়ী রশ্মিতে চার্‌দিকে ছড়িয়ে পড়ো। কে উপযুক্ত সন্তান আছ', এস'।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আদেশ ক'রুন।

বল্লাল। পতাকা যোগ্যপাত্রে অর্পণ কর', স্মরণ করাও, তরবারির সম্মান, নিজের সম্মান, নিজের সম্মান, জাতির সম্মান, জাতির সম্মান, গৌড়ের পতাকার সম্মান।

[পতাকা দানপূর্ব্বক বল্লালের প্রস্থান।

সুষেণ ও ডুলীনের প্রবেশ।

সুষেণ। কুমার, কুমার, আর যদি কিছু সৈন্য থাক্‌ত'।

লক্ষ্মণ। না সুষেণ, মরণের বা জয়ের আর একটিমাত্রও সঙ্গী ক'র্ত্তে চাইনে, বরং যেতে যেতে ব'লে দিও, যদি কেউ যুদ্ধ ক'র্ত্তে ভীত হয়, সে যেন যোগদান না করে, আর ম'র্ত্তে যদি কেউ প্রস্তুত থাকে, ব'লো তাকে, আজ জাতীয় সম্মানের জন্য যে অগ্রসর হবে, সে শত্রু হ'লেও বন্ধু, যার

প্রাচীন কালের ব্যূহ র
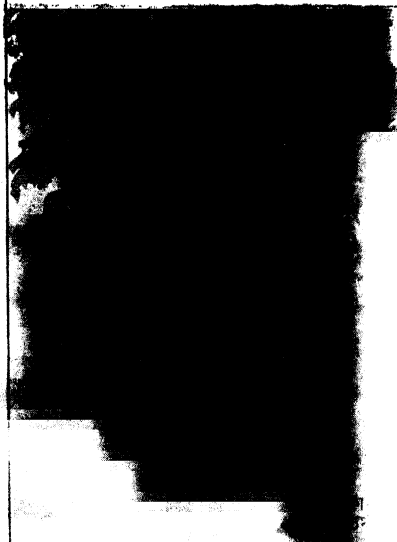
পদ্ধতির একটী চিত্র।

রক্তের সঙ্গে আমাদের রক্ত মিশ্‌বে, সেই, দেশের গরিমা, সেই, বঙ্গের উজ্জ্বল রত্ন ! বলো সুষেণ, এখন' কি সৈন্য চাও ?

সুষেণ। না কুমার, শুধু আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। যাও ভাই, প্রবেশমুখে বাধা দিতে মহারাজের সহিত অগ্রসর হও।

[নেপথ্যে রণকোলাহল, সুষেণ মহারাজাভিমুখে ছুটিল।

লক্ষ্মণ। তুলীন ! কথা কইবার আর সময় নেই, প্রবেশের অপর মুখে আমি রইলেম, আর এই মধ্যস্থল রক্ষা ক'র্‌বার ভার তোমার। যতক্ষণ না ফিরি, কোন' অবস্থায় স্থান ত্যাগ ক'রো না। আমাদের উভয়ের মিলিত সৈন্য যখন শত্রুকে বেষ্টন ক'র্‌বে, তখন এই পথ ভিন্ন তাদের আর পালাবার উপায় নেই, একটী মাত্র সৈন্য দেখলেও, প্রতিশ্রুত হও, তুমি তীর বর্ষণ ক'র্‌বে ?

তুলীন। স্বীকার ক'র্‌লেম।

লক্ষ্মণ। নাও এই পতাকা, জানি, তোমা হ'তে কখনও এর অসম্মান হবে না, তবু বলি, প্রাণ পণ, তুলীন, বাঙ্গলার গর্ব্ব, গৌড়ের পতাকার যেন অসম্মান না হয়, একজনও যেন এ মুখে জীবন্ত প্রবেশ ক'ত্তে না পারে। স্মরণ রেখ', মধ্যস্থল তোমার, তুলীন ! প্রাণ পণ, কোন' অবস্থায়, কোন' সর্ত্তে, স্থানত্যাগ ক'রো না।

তুলীন। কুমার, কুমার, এ আমার মহৎ সম্মান !

(তুলীন পতাকা গ্রহণ করিল।
নেপথ্যে ঘন ঘন তীর বৃষ্টি হইতে লাগিল।)

লক্ষ্মণ। আবার বলি তুলীন, গৌড়ের পতাকা, তোমার হাতে, শুধু তোমার হাতে রইলো।

[প্রস্থান।

তুলীন। (পতাকা ধরিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) ভয় কি, ভয় কি তুলীন, কেঁপো না, অমন ক'রে কেঁপো না। কেন'? এত গুরুভার কেউ কখন' দেয় নি, তাই? না না, কুমার তোমায় উপযুক্ত ভেবেচে, তাঁর অসম্মান ক'রো না। এ কি গর্ব্ব! এ গর্ব্ব যে বুকের ভেতর ধ'রে রা'খ্‌তে পাচ্চি নি। আমার রাজা আমায় উপযুক্ত ভেবেচে। তুলীন, দিন কিনে নে, কুমার তোকে এত দিন বাপের স্নেহ দিয়ে ঘিরে রেখেচে, বুকের রক্ত দিয়ে সে স্নেহের কিছু পরিশোধ কর্। এ কি উল্লাস, এ কি গর্ব্ব, যার এক অংশ মহারাজ বল্লাল, অপর অংশ কুমার লক্ষ্মণ রক্ষা ক'চ্চেন, তার মধ্যদেশ রক্ষার ভার তোমার! "প্রাণ পণ তুলীন, কোন' অবস্থায় স্থান ত্যাগ ক'রো না", ওই শোন', আবার কাণে বা'জচে, "গৌড়ের পতাকা তোমার হাতে, শুধু তোমার হাতে রইলো।"

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। উভয় দিক দিয়ে ঘিরেচে, এই একমাত্র পথ।

তুলীন। সময় এসেচে, তুলীন সতর্ক হও।

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। পতাকা লক্ষ্য ক'রে তীর চালাও। ভাই সব অগ্রসর হও।

তুলীন। হারে বিশ্বাসঘাতক! দেশের লোক তোর ভাই হ'লো না, আর আত্মীয় হ'ল এরা!

(সৈন্যগণ অগ্রসর হইতেছে দেখিয়া তুলীন তীরবর্ষণ করিতে লাগিল।)

মুসলমান সৈন্যগণ। আর এগুতে পাচ্চি নি, পেছোও, পেছোও।

[ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল।

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। যে কোন' ক্ষতিতে স্থান অধিকার কর', তীর ছোড়', বালকের উপর সকলে একত্রে তীর চালাও।

তুলীন। তুলীন, আবার পরীক্ষা; সার গেঁথে আ'স্‌চে।

(পুনরায় তুলীনের তীরবর্ষণ, দু একটী শত্রুনিক্ষিপ্ত তীর তুলীনের গাত্রে লাগায় রক্তক্ষরণ হইতে লাগিল।)

(তীরত্যাগ করিতে করিতে) উঃ, উঃ, (শত্রুদল পশ্চাৎপদ হইল দেখিয়া) ঈশ্বর, ঈশ্বর পালিয়েচে।

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। ভয় নেই, বায়ু অনুকূল, বায়ুমুখে অগ্নি ছুড়ে দাও। পতাকাধারী এখনি দগ্ধ হবে।

(সৈন্যের তথা করণ ও তুলীনের দিকে অগ্নিশিখা আসিতে লাগিল)

তুলীন। আগুন, আগুনের ঝড় দিচ্চে, এই দিকে এলো, কি তেজ, দাঁড়াতে পাচ্চি নি, উঃ, উঃ, জ্বলে গেল', জ্বলে গেল'। কুমার, কুমার! (নিজের প্রতি) একটু সোজা হ'য়ে থাক। আর যে পাচ্চিনি, জ্বলে গেলো, ছিঁড়ে গেল'। এ পতাকার সম্মান কি ক'রে থা'কবে? কুমার, কুমার, সাড়া দাও, কুমার, কুমার, এখনো কি দাঁড়িয়ে থাক্‌বো? জ্বলে গেল', চ'খে দেখতে পাচ্চিনি (নিজেকে সামলাইতে সামলাইতে) না, না, গৌড়ের পতাকা আমার হাতে। প্রাণ পণ, তুলীন, ফের তীর, ফের তীর, শক্তি নেই, তবু—তবু—।

নেপথ্যে। আল্লা ল্লা ল্লা হো।

তুলীন। (রক্তাক্ত-কলেবরে) শক্তি দে মা, একটী বার, সংজ্ঞা লোপ করিস্ নি।

বহু মুসলমান সৈন্য সহ নিয়ামৎ, জয়ন্ত, ধর্ম্মগিরি প্রভৃতির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। নিয়ামৎ, এগিয়ে যাও, পতাকা গ্রহণ কর', দাঁড়িয়ে দেখ্‌চো কি? পতাকা গ্রহণ কর'।

(তুলীনের টলিতে টলিতে লক্ষ্যশূন্যভাবে চতুর্দ্দিকে তীরত্যাগ।)

গালব। টিক্‌তে পাচ্চিনি, এ নীচু জমি পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন।

তুলীন। (উচ্চকণ্ঠে) কুমার, কুমার, এখন' কি থাক্‌বো ?

ধর্ম্মগিরি। (নিয়ামৎ প্রতি) ভাব্‌চো কি, পতাকা নাও।

নিয়ামৎ। আমি বীরত্বের পূজা ক'ত্তে শিখেছি, এতক্ষণ বালক হ'য়ে যে পতাকা রেখেচে, তার পায়ে তরবারি রাখ্‌তে পারি, হাত থেকে পতাকা কাড়তে পারিনে।

তুলীন। একবার, একবার যদি কুমারের দেখা পেতুম, এই গচ্ছিত রত্ন তাঁরই কাছে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতুম, মরা হবে না, কুমার, কুমার, এসো, এখন' এসো। (পতাকা বুকে চাপিয়া ধরিল।)

ধর্ম্মগিরি। (অগ্রসর হইয়া) পতাকা দাও।

তুলীন। বিশ্বাসঘাতককে পদাঘাত ক'ত্তে পারি, পতাকা দিতে পারিনে।

(বুকে পতাকা লইয়া নতজানু হইয়া ভূমিতে উপবেশন।)

ধর্ম্মগিরি। তবে মৃত্যুকে বরণ কর'।

বেগে সুষেণসহ হিন্দুসৈন্যগণের প্রবেশ।

সুষেণ। হয় না, একটী হিন্দুর ধমনীতে একবিন্দু রক্ত থাকতে, বিশ্বাস-ঘাতকের পতাকাগ্রহণ কখন হয় না।

তুলীন। আঃ (মূর্চ্ছা)।

সুষেণকর্তৃক ধর্ম্মগিরির হস্তে তরবারি আঘাত ও শতঘ্নী অস্ত্রের গাড়ী লইয়া আবার হিন্দুসেনার প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। পালাও, আত্মরক্ষার চেষ্টা কর', ধূমকেতুর ন্যায় বল্লাল ছুটে আস্‌চে, নয়নে তার শতসূর্য্যের দীপ্তি। অন্যপথ দেখো।

[ধর্ম্মগিরিসহ মুসলমান সৈন্যের পলায়ন।

সুষেণ। পলাতক নেতাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ কর'।

[সুষেণ ও হিন্দুসৈন্যগণ অনুসরণ করিল।

বল্লালের অসিহস্তে বেগে প্রবেশ।

বল্লাল। ভেঙ্গেচে, ভেঙ্গেচে, সৈন্যশ্রেণীমুখে ঘোড়া ছোটাও, ছত্রভঙ্গ কর’।

ভ্রান্তভাবে অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নিত পতাকা হস্তে
বায়াতুম শার প্রবেশ।

বায়াতুম। গেলো, গেলো, বিজয়ীর চীৎকারে, শব্দের প্রতিধ্বনিতে, সৈন্যের আর্ত্তনাদে সব ভ’রে গেল’। এ কি, এ কি।

বল্লাল। ওই, ওই দস্যু।

(উভয়ে অসিযুদ্ধ ও বায়াতুমের পতন।)

কেমন বীর, যুদ্ধের সাধ মিটেচে? দেখো, দেখো, বিদ্রোহীর এই পরিণাম।

[আঘাতপূর্ব্বক পতাকা লইয়া বল্লালের প্রস্থান।

লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। ডুলীন, ডুলীন, সাড়া দাও, ডুলীন, ডুলীন, সাড়া দাও।

ডুলীন। (হাতের ভরে উঠিয়া ক্ষীণকণ্ঠে) নাও রাজা, মুক্তি দাও, তোমার গচ্ছিতরত্ন তোমারই হাতে দিলুম, পতাকার সম্মান আছে, আঃ!

(ভূমিতে লুটাইয়া পড়িল।)

লক্ষ্মণ। এ কি! এ কি!! হায় বীর, মৃত্যু বরণ ক’রে নিয়েচো, তবু স্থান-ত্যাগ কর’নি, ধন্য তোমার দেশভক্তি, ধন্য তোমার কর্ত্তব্যজ্ঞান! যাও বীর, কর্ত্তব্যপুলকে যশের হিরণ্ময় রথে যাও, দেখ্‌বে সেখানে, কণ্ঠে তোমার মন্দারের মালা, কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরী, শীর্ষে তোমার অগ্নিময় মুকুট! আমার আশীর্ব্বাদ নাও, আমার চুম্বন নাও, আমায় অক্ষরে অক্ষরে শিখিয়ে দিলে বালক, শরীরের জয়, জয় নয়, তুমিই শিক্ষক, আমি অভিমানে তোমায় শেখাতে গিছ্‌লেম্‌।

(লক্ষ্মণ নতজানু হইয়া ডুলীনের দিকে চাহিয়া রহিল।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(ঈষামতী নদীতীর ; পার্শ্বে জঙ্গল।)

(নেপথ্যে ঘন ঘন রণবাদ্য হইতে লাগিল।)

সভয়ে চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। চাদ্দিকে শব্দ হ'চ্চে, আমার ছাউনী, ক্ষুদ্র কুটীর, আশ্রয়স্থল সব রাজসৈন্যে ভ'রে গেছে। এ জঙ্গলেও বুঝি পরিত্রাণ নেই, এখানেও যুদ্ধশব্দ আ'স্‌চে। যাই, না না, এই পথে ; কি ক'ত্তে এলুম, কি হ'লো ? প্রতিশোধ নিতে পাল্লুম না, রাজাকে বোঝাতে পাল্লুম না, ডুব্‌তে ডুব্‌তে আশ্রয়স্থল ভেবে খড় ধ'রেছিলুম, ভার সইতে পাল্লে না, ভার সইতে পাল্লে না, কে আ'স্‌চে, কে আ'স্‌চে, লুকুই, লুকুই।

[জঙ্গলের ভিতরে গমন।

মুসলমানপতাকা ও পিঞ্জর বাম হস্তে লইয়া রক্তাক্ত বল্লালের ক্লান্তভাবে অসি হস্তে প্রবেশ।

বল্লাল। ক্লান্ত, ক্লান্ত, সমস্ত শরীর অবশ হ'য়ে আস্‌চে, আর যেন পাচ্চিনি, উঃ। (উপবেশন)

ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

ভৃঙ্গসেন। অ্যাঁ! এই তোমার গিয়ে, বঙ্গের গৌরব, আপনি! আপনি এখানে! বটে কথা, দেখ', বলে, যার জন্যে সৈন্যেরা নেচে নেচে বেড়াচ্চে, সেই রাজা কিনা খাঁচা হাতে মাটীতে! লোকে ব'ল্‌বে কি ? মাটীতে ব'সবেন, তা আবার স্বয়ং, প্রতিনিধি দিন, প্রতিনিধি দিন।

বল্লাল। না, একক থাকতে দাও।

ভৃঙ্গসেন। আহা, কি মন দেখ', সদানন্দ, সদানন্দ, একেবারে মাটী, মন ত' নয়, যেন তোমার গিয়ে, আয়া, আয়া।

বল্লাল। যাও, স্থান ত্যাগ কর’, আমি ক্লান্ত, সঙ্গী দেখতেও অক্ষম।

ভৃঙ্গসেন। (স্বগত) ও বাবা, এ আবার কি রকম ক্লান্তি রে ? বড়লোকের মন কিনা, ওর ভাব বোঝবার যো নেই, খুসিও যত, গর্‌খুসিও তত, ও সোণার পাথর বাটীই বলো, কিম্বা নিরেট ঘড়াই বলো, ভাব পাবার যো নেই।

[ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

বল্লাল। আজ মনে প’ড়চে, সে অনেক দিনের কথা, এমনি ক্লান্ত হ’য়ে, এমনি নদীর কাছেই এসেছিলেম, এক যোগী নিদ্রা যাচ্ছিলেন, গর্ব্বভরে তাঁকে অশ্ব সহ উল্লঙ্ঘন ক’রেছিলেম, ক্ষুণ্ণ যোগী অভিসম্পাত দিয়েছিলেন, যে দিন এমনি ক্লান্ত হবে, সেই দিনেই তোমার অগ্নিকুণ্ডে মৃত্যু হবে। ঈশ্বর জানেন, সে দিন আস্‌তে কত দেরী। উঃ, পিপাসা, দারুণ পিপাসা। ঈশ্বর! ঈশ্বর!! বঙ্গসন্তানের মঙ্গল কর’, বাঙ্গালী সুখী হ’ক, বাঙ্গালার যশঃ চির অক্ষুণ্ণ থাকুক। পিপাসা, দারুণ পিপাসা, স্বচ্ছ নদী, এরই জল পান করি।

(পিঞ্জর রাখিয়া, জলপানার্থ নদীগর্ভে গমন ও পদ্মাক্ষীর জঙ্গল হইতে সন্তর্পণে বিস্ফারিতচক্ষে বহিরাগমন।)

পদ্মাক্ষী। (স্বগত) পেয়েচি, পেয়েচি, সুবিধে হ’য়েচে, প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ পেয়েচি, যাই, যাই, এইবার পায়রা খুলে দি। পরাজয় হ’য়েচে মনে ক’র্‌বে, অগ্নিকুণ্ডে ম’র্‌বে। কেমন হবে, কেমন হবে। রাজা, রাজা, আমার বুকের রক্ত চো’ক দিয়ে ফেলেচো, এইবার তোমার, সব আপনার লোক ফেল্‌বে। তোমার শিলা কাঁদবে, তোমার পদ্মা কাঁদবে, প্রজায় বুক ভাসাবে। প্রতিশোধ, এই আমার প্রতিশোধ, এক কাজের শেষ, একটা কাজের শেষ হবে।

(পদ্মাক্ষী পারাবতদ্বয় উন্মুক্ত করিয়া দিল।)

রাজবাড়ীর দিকে গেল', রাজবাড়ীর দিকে গেল', বাঃ, বাঃ, কেমন উড়্‌চে, কেমন উড়ে যাচ্চে। পালাই, পালাই ; গায়ের আস্ত চামড়া ছিঁড়ে, খুলে, কেটে নিলেও আর ক্ষতি নেই, একটা শোধ নিয়েচি, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, পালাই, ধ'ত্তে আ'স্‌বে, (প্রকাশ্যে) রাজা, রাজা, তোমার পায়রা উড়্‌চে, তোমার পায়রা উড়্‌চে।

বল্লাল (উদ্‌ভ্রান্তভাবে উর্দ্ধদৃষ্টি সহ) এ কি! কি কল্লি? (উত্থানপূর্ব্বক) সংবাদ দাও, পরাজয় নয়, শত্রুর ছলনা। শিলা কৈ? পদ্মা, পদ্মা, সব যাবে, হাহাকার উঠবে, অনলশিখায় গৃহ শ্মশানে পরিণত হবে।

[শূন্য খাঁচা লইয়া বেগে বল্লালের প্রস্থান।

জঙ্গলের অন্যদিক হইতে নিয়ামতের প্রবেশ।

নিয়ামৎ। (পদ্মাক্ষীর প্রতি) শোন্ শোন্।

পদ্মাক্ষী। ছোরা আছে, ভয় পাবো না, এ মনে আর ভয় নেই।

নিয়ামৎ। কাকে কি ব'ল্‌চিস্? এখুনি ধরা প'ড়বি, রাজার লোক এখুনি সব লুটে নেবে। আমার সঙ্গে আয়, পুরস্কার পাবি, খিলিজীর আশ্রয়ভিন্ন আর উপায় নেই।

পদ্মাক্ষী। আমার সম্মান আর ধর্ম্ম তুই রক্ষা ক'র্‌বি বল্? মুসলমান হ'য়ে শপথ কর্।

নিয়ামৎ। তুই আমার জাতের বন্ধু, না বলিয়ে নিলেও রক্ষা ক'র্‌বো, আর সকলেই ত' সে দলে এখন গেল', তোর সেই পাগলও ত' গেছে।

পদ্মাক্ষী। সে গেছে? চল্ নিয়ামৎ, ছুটে আয়, আমাকেও সেখানে নিয়ে চল্। সে আমার কাছে পাগল নয়, তার হাসি আমার স্বর্গ, তার দয়া ঈশ্বরের করুণা।

নিয়ামৎ। ঈশ্বর তোদের দুজনকে সুখী করুন।

"রাজা, রাজা, তোমার পায়রা উড়্‌চে, তোমার পায়রা উড়্‌চে"।

T. S. & Co.

(৭৬ পৃষ্ঠা দেখুন)

পদ্মাক্ষী। কি ব'ল্লি, কি ব'ল্লি ? না, না, সে স্বপ্ন, সে আকাশকুসুম, সে শূন্যে রাজ-অট্টালিকা।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(দুর্গসম্মুখস্থ দ্বার।)

(ভিতরে বল্লালবাটী ও দুর্গচূড়া দেখা যাইতেছে, পারাবত-যুগল গৃহচূড়ে উপবিষ্ট রহিয়াছে ইত্যাদি।)

নেপথ্যে। ও কি ! ও কি !!

নারীকণ্ঠে। পায়রা ফিরেচে, পায়রা ফিরেচে।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। (কাতর স্বরে) মা, মা।

(নেপথ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল ও ভিতরের বারাণ্ডায় শিলাদেবী দেখা দিল।)

শিলাদেবী। কুলবধূগণ, কাতরতা জানাবার আর সময় নেই। এস' বীরজায়া, এসো, আজ পরীক্ষার দিন, কর্ত্তব্যপালনের দিন, ঐ দেখ' পারাবত ফিরেচে, যুদ্ধে পরাজয় হ'য়েচে, চিতা জ্বাল', সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য পালন ক'র্‌বে এসো, এসো, কুললক্ষ্মী মা আমার, এসো, যে পুণ্যময় অমরধামে তোমাদের রণক্লান্ত পতিপুত্র বিশ্রাম ক'র্‌চেন, তাঁদের সেবার জন্য অগ্রসর হও।

(প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখা গেল।)

ঐ দেখ' প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা তোমাদের আহ্বান ক'র্‌চে, শত্রুহস্তে সম্মান যাবার পূর্ব্বে অগ্নিসাক্ষী ক'রে জীবনে মরণে যাঁর আশ্রয় নিয়ে-

ছিলে, তাঁর পায়ের কাছে দাঁড়াবার জন্য অগ্রসর হও। বাজাও, মঙ্গলময় শঙ্খ বাজাও, এ অগ্নি জ্বালাকর নয়, জ্বালাহর, দেখাও, ভারতনারী জীবনে ও মরণে চিরদিনই ছায়ার ন্যায় পতির অনুগামিনী।

(নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল ও শিলাদেবী ও পুরনারীগণের অগ্নিতে ঝম্প প্রদান।)

উন্মত্তবৎ বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। কি হ'লো, কি হ'লো, পুণ্যশরীরে অগ্নিস্পর্শ ক'চ্চে, চকিতে জ্বলে উঠলো, চকিতে জ্বলে উঠলো।

[বলদেবের প্রস্থান।

নেপথ্যে বল্লাল। ওই মঙ্গল শঙ্খ, ওই ক্রন্দনের রোল, অপেক্ষা কর, ছলনা, ছলনা, অপেক্ষা কর', অপেক্ষা কর'।

বেগে বল্লালের দুর্গমধ্যে প্রবেশ।

বল্লাল। শিলা, শিলা, আমায় সঙ্গে নাও, আমায় সঙ্গে নাও।

[অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান।

নেপথ্যে বলদেব। রাজ্যেশ্বর! রাজ্যেশ্বর!! কি ক'ল্লেন?

লক্ষ্মণের বাটীর অপরাংশ হইতে বহিরাগমন।

লক্ষ্মণ। শেষ, সব শেষ, ঈশ্বর কি দেখালে? বাঙ্গলার গৌরব অস্ত গেল', শুধু গাঢ়অন্ধকারে মিলিয়ে থাকতে লক্ষ্মণ জীবিত রইলো।

[লক্ষ্মণ বিষণ্ণভাবে বসিয়া পড়িল।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(দুর্গাভ্যন্তর ;—রাজসভা।)

(আলোকমালাসজ্জিত নদীয়া রাজবাটীর একাংশ, সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান, সিংহাসনপার্শ্বে বলদেব। দূরে শৃঙ্খলিত গালব, ধর্ম্মগিরি ইত্যাদি রহিয়াছে।)

লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আপনারা দেশের অলঙ্কার, দেশে শত্রু আ'ন্‌বেন না, যদি আমি অনুপযুক্ত হই, শিখিয়ে নিন্, এক ভূমিতে বর্দ্ধিত হ'য়েচি, আমায় শেখাতে অধিক শ্রম হবে না। (শৃঙ্খল উন্মোচন) আপনারা মুক্ত, বাঙ্গালী, বঙ্গসন্তান! বঙ্গজননীকে চিরস্মরণীয় ক'ত্তে চেষ্টা করুন।

বলদেব। বাঙ্গলা, ক্ষমাবীর মহারাজ লক্ষ্মণকে দেখো! এসো, সাগরাম্বরা, শৈলচূড়া, ধরার গৌরব এসো, এসো, স্রোতস্বিনীর ন্যায় নির্ম্মল, ফুলের ন্যায় পরিমলপূর্ণ, শিশুর ন্যায় সুন্দর, এসো, রাজ-উষ্ণীষ পরিধান কর', তোমার শাসনে রাজ্য জয়-শ্রীযুক্ত হ'ক!

(লক্ষ্মণের মস্তকে উষ্ণীষ দিল, উপর হইতে পুরনারীগণ পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিল।)

ধর্ম্মগিরি। রাজা, রাজা, মার্জ্জনা কর'।

গালব। আমি আশ্রিত, অনুগত, সেবকমাত্র।

(ধর্ম্মগিরি ও গালব উভয়ে রাজ-পদতলে জানু পাতিয়া বসিল।)

লক্ষ্মণ। আপনারা আশ্বস্ত হ'ন। রাজ্যের অলঙ্কার হ'তে চেষ্টা করুন।

বন্দনাকারিণীগণের প্রবেশ।

বন্দনাকারিণীগণ। গীত।

তুমিই দেশের সকল আশা, তুমিই দেশের সকল মান।
তুমি বঙ্গজননী-সাধনা-জীবন, বঙ্গ-জননী প্রাণ॥
আর কোথা কে তোমার মতন, বুঝবে বুকে ব্যথার বেদন,
রা'খবে ক'রে পরে আপন, দেশের জন্য ক'র্‌বে টান॥
তুমি তাদের আশা, দেশ ভরসা, তাদের তুমি বল,
যাদের পুণ্যতোয়া গঙ্গা নদী, পাহাড় হিমাচল।
তুমি বাড়ালে গর্ব্ব, হবে না খর্ব্ব, উড়িবে জয় নিশান॥
তুমি বঙ্গ, তুমি বিক্রম, তুমি সত্য, তুমি জয়,
তোমার মহিমা, তোমার কাহিনী, জুড়ে যাক জগময়,
ভারত ভরিয়া দেখুক আজি তোমারি করুণাদান॥

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(গ্রাম্যপথ।)

(বিষণ্ণ শূদ্রাণী আসিল ও হোরা নিশ্বাস ফেলিয়া
একস্থানে চুপ করিয়া রহিল।)

শূদ্রাণী। ঈশ্বর! ঈশ্বর!!

গীত।

আমি বাসতে ভাল' রইনু ব'সে, আশার বাতি বুকে জ্বেলে।
আমার রাত পোহাল', নিভলো আলো, এলো গেল' স্বপ্ন চ'লে॥
আমার আমার আমার ব'লে, আমার হ'য়ে ছিলে ছলে,
আমি গেলুম, আমার গেল', রইলো নাক' প্রভাত হ'লে,
ওরে হ'তো সারা, থা'কলে আমার, যেত' নাক' পায়ে ঠেলে॥

হোরা। (নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) এ গান শুধু তোর মনে নয়, আমার প্রাণেও বইচে।

শূদ্রাণী। এঃ, মাগীও ম'রেচে! ওরে ওই, হোরা, ও হোরা, দেখেচো? দেখেচো? কথা ক'ইবিনি? কথা ক'ইবিনি? দুষ্টু ছুঁড়ি, কাল ছুঁড়ি, থেঁদি ছুঁড়ি, আদর ক'র্‌বো, সত্যি আদর ক'র্‌বো। (হোরা সজল-চক্ষে মুখ ফিরাইয়া লইল।) মাণিক আমার, ময়না আমার, টেয়া আমার, পাপিয়া আমার, একটী কথা কও! শুন্‌বিনি? শুন্‌বিনি?

হোরা। কি ব'ল্‌বি বল্‌না।

শূদ্রাণী। এই ব'ল্‌ছিলুম কি, কি ব'ল্‌ছিলুম, ব'ল্‌বো? ব'লে ফেলি, কি ব'লিস? হ্যাঁরে, তুইও বুঝি তাকে ভালবেসে ফেলিচিস্‌!

হোরা। হুঁ।

শূদ্রাণী। হুঁ কি রে, এঃ, মাটী ক'রেছিস্‌ বল্‌? আরে মোলো, এত' কাজ থা'ক্‌তে ম'ত্তে ভালবাস্‌তে গেলি কেন'? এই বয়েসে কি রকম ব'কেচে দেখো!

হোরা। আর তুই কি তোর তাকে ভালবাসিস্‌নি? তার ভাবনাতেও সুখ ব'লে ভাবিস্‌নি?

শূদ্রাণী। সেটা গেরোর ফের। এই মিন্সে গুলোকে দেখতুম, আর মনে হ'তো, না হয় একটু নাচালুম। দু-বার চোখোচোখী হ'লে ত আর খইবো না! এই ধরো, যদিই হঠাৎ, কোন পুরুষের নজরে প'ড়লুম, দেখি, ফ্যাল্‌ ফ্যাল্‌ ক'রে মুখের দিকে চেয়ে আছে। একটু চোক ফিরিয়েচি কি, ইতিমধ্যে দু-বার গাল ঘ'সেচে; কথা ক'ইবে ত', অতি আস্তে, হাসবে ত', অতি মৃদু, আহা, যেন আর পারে না। অর্থাৎ এই রকম ক'রে, ওরা মনে করে, তাদের মুখখানি, একবার দেখবার অপেক্ষা, ব্যাস্‌, আর কি, মেয়েমানুষ গোলাম, ভেড়া হ'য়ে গেলো।

হা অদৃষ্ট, ওই ন্যাকাবোকার মতন কথা, ভাল' মানুষের মতন মুখ করা, চাইতে চাইতে চোখ নামান, এ হ্যা হ্যা করে কাঁদা, দেখলেই ফিক্ ক'রে হাসা, এ সব ত মেয়েলী ঢং ; মেয়েলী ঢং দেখে সত্যিকার মেয়েমানুষ হাসে, ভোলে না। পুরুষ যেমন চায়, কোমল, সরল, সুন্দর গালভরা হাসি, নারীও তেমনি চায়, সাহসী, বলিষ্ঠ, কঠোর, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুরুষ !

হোরা। হ্যা সাবাস্, তবে তুই ভুল্লি কেন' ?

শূদ্রাণী। রাজার মধ্যে নির্ভর করার মতন বীরের হৃদয় দেখেছিলুম। যখন রাজা, মেয়ে মানুষের মতন মিষ্টি কথায় ভোলাতে চেষ্টা ক'রেছিল, তখন ভালবাসা পায়নি, যখন রাজাকে পুরুষের মত দেখলুম, যখন রাজাকে, রাজা ব'লে মনে ক'ত্তে পাল্লুম, যখন রাজা, উপেক্ষা ক'রে চ'লে যেতে পাল্লেন, তখন ভয়ে, ভক্তিতে, ভালবাসায়, লুটিয়ে প'ড়তে সাধ হ'লো, যখন আর পাবার উপায় রইলো না, তখন সাধ জাগ্লো, দাগ ছিল না, মনের মধ্যে পাহাড় আঁকা হ'লো !

হোরা। এঃ, তা হ'লে তুইও ম'রিচিস্ বল্ ?

শূদ্রাণী। গেরোর ফের। চল্, যে দিকে দু-চক্ষু যায় যাই, আর তাকে ভাবি। আর ভাবি, সে যেমন কোমল, তেমনি কঠোর, সে একাধারে মেঘ ও রৌদ্র, তিরস্কার ও পুরস্কার, শাসক ও ক্ষমাশীল !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

(স্থান ;—নদীয়া। সময় ;—প্রাহ্ণ।)

(সভাকক্ষ।)

[মস্তকে তাজ ও পট্টবস্ত্রপরিহিত ভৃঙ্গসেন ; নাগরিকগণ কেহ এই "তোমার গিয়ে, আমার গিয়ে" করিতেছে, কেহ বা হৈঃ হৈঃ শব্দে গোল করিতেছে, কেহ বা "ওহে শুন্‌চো" ইত্যাদি রবে ডাকিতেছে, ভৃঙ্গসেন সকলকে যথাস্থানে রাখিতে চেষ্টা করিতেছে ইত্যাদি :—]

ভৃঙ্গসেন। আরে, অধীর হও কেন' ? অধীর হও কেন' ? আমি বিচারপতি, আমায় মাননা যে হে ! চোপ্, চোপ্, আরে ব'সো, ব'সো।

১ম নাগ। সেনজা মশায়, আমার একটা মীমাংসা ক'রে দিতে হবে।

ভৃঙ্গসেন। হবে না কি ? তোমার মীমাংসা, তা আর ক'র্‌বো না !

২য় নাগ। (প্রথম নাগরিককে ঠেলিয়া) আরে আমি ব'ল্‌চি।

ভৃঙ্গসেন। বল', বল'।

২য় নাগ। আমার একটা বাড়ী আছে, দেখেচেন ত' ?

ভৃঙ্গসেন। চোখ র'য়েচে, তোমার গিয়ে, বাড়ী র'য়েচে তা আর দেখচিনি !

১ম নাগ। আজ্ঞে, বাড়ীর সঙ্গে খানিকটে জায়গাও ত' আছে ?

ভৃঙ্গসেন। আছে নাকি ? তা আর থা'ক্‌বে না বাপু, আহা—

২য় নাগ। তাইতে দুটো ডাঁটা আর লাউ ক'রে হাটে বেচতে গিছলুম।

ভৃঙ্গসেন। তোমরা ? গেছ' নাকি ? খুব ক'রেচো, হাটে নইলে কি আর ঘরে বেচবে !

১ম নাগ। আজ্ঞে, হাটে গিয়ে যেই তরকারী আর লাউটী নামিয়েচি, অমনি, জমিদারের লোক তোলা নিতে এলো।

ভৃঙ্গসেন। তা নেবে বই কি। তাদের হাটে গেছ', তোমার গিয়ে, বিক্রী ক'চ্চো, তা আর নেবে না ?

২য় নাগ। তা ব'লে লাউ নেবে ?

ভৃঙ্গসেন। তা নেবে কেন', তা নেবে কেন'। সেটা, তোমার গিয়ে, তুমিই বিক্রী ক'র্‌বে।

১ম নাগ। তা দিইনি ব'লে কি না মাল্লে!

ভৃঙ্গসেন। অ্যাঁ! মাল্লে নাকি ? তা আর মা'র্‌বে না বাপু, তাদের হাটে গেছ, লাউ দেবে না, উল্টে গিয়ে ঝগড়া ক'র্‌বে, তা আর মা'র্‌বে না ?

নাগরিকগণ। মা'র্‌বে কি রকম ?

ভৃঙ্গসেন। অন্যায় বটে, অন্যায় বটে, তা তোমার গিয়ে, অন্যায়টা বটে!

২য় নাগ। শেষে কি না লোক আ'ন্‌লে!

ভৃঙ্গসেন। আ'ন্‌লে নাকি ? আহা, তা আর আ'ন্‌বে না, তোমরা হ'লে চাষার মন্দ, লোক ত' আ'ন্‌বেই।

২য় নাগ। শেষে মেরে ধ'রে বাজরা কেড়ে নিলে!

ভৃঙ্গসেন। নিলে নাকি ? আহা, তা আর নেবে না বাপু, তোমরা গিয়ে, ঝগড়া ক'ল্লে, মারামারি ক'ল্লে, মার খাওয়াবার জন্যে লোক আ'ন্‌লে, বাজরা আর কেড়ে নেবে না ?

১ম নাগ। তা হ'লে মীমাংসাটা হ'লো কি ?

ভৃঙ্গসেন। পর দিয়ে ঘরের ঝগড়া মেটাতে গেলে, এর চেয়ে আর কি হবে বাপু, বাকীটুকু তোমরাই আপোষে সেরো।

সকলে। সা'রবো কি রকম! সা'রবো কি রকম!

[সকলে নিকটবর্ত্তী হইয়া গোলমাল করিতে লাগিল।

ভৃঙ্গসেন। ব'সো, ব'সো, আরে মান না যে হে, রাজা আস্‌চে, রাজা আস্‌চে, পথ ছাড়ো, পথ ছাড়ো, চোপ্‌, চোপ্‌, আরে মাননা যে হে।

[ঠেলাঠেলি করিতে করিতে নাগরিকগণের পায়ের তলা দিয়া ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

নাগরিকগণ। ধরো, ধরো।

[ভৃঙ্গসেনের পশ্চাদ্ধাবন।

স্থষেণসহ মহারাজ লক্ষ্মণের প্রবেশ।

স্থষেণ। চতুর্দ্দিকে বিভ্রাট হ'চ্চে, আপনি একটু উদ্যোগী হ'ন।

লক্ষ্মণ। আমি কি ক'র্‌বো স্থষেণ! আমি ত' যুগযুগান্তর ধ'রে রাজ্য আঁকড়ে রা'খবো না। অবিচার আ'স্‌বে, কাহল্‌গাঁ, আগ্‌মহল, কাঁক্‌জোল, নদীয়া, সমস্ত শক্রতে পূর্ণ হবে, সোণার গৌড়, হেজল্‌ জঙ্গলে ব্যাপ্ত হ'য়ে যাবে, ব্যাঘ্রভল্লুকে বাস ক'র্‌বে, ক'রুক। যাদের নিয়ে রাজ্য, তারা যদি না দেখে, একজনের চেষ্টায় কতটুকু হ'তে পারে? একবার সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখো, লালসা মনুষ্যত্ব হারিয়ে দিচ্চে, সবল দুর্ব্বলকে তাড়না ক'চ্চে, ধনী দরিদ্রকে তার শ্রেণীভুক্ত মনে ক'চ্চে না, ধরণীতে যেন কোন' সম্বন্ধ নেই, যে বলবান, সেই মাত্র সব। গুণের পুরস্কার হবে না, এ বঙ্গে আর থা'কতে পার্‌বো না, নৌকা প্রস্তুত রাখ', আমি তীর্থযাত্রা ক'র্‌বো। স্থষেণ! সময় থা'কতে এখন' নৌকা সাজাও, আমার নদীয়ায় আজ আমার বহু বৎসর অতীত হ'লো।

স্থষেণ। রাজা, রাজা, আপনি এর উপায় করুন।

লক্ষ্মণ। ঢের চেষ্টা ক'রে বুঝেচি, হবার নয়, এ হবে না। তুমি নৌকা প্রস্তুত রাখ', আমার তীর্থযাত্রাই ভাল'।

স্থষেণ। না দেখায় কি সব নষ্ট ক'র্‌বেন।

লক্ষ্মণ। চেষ্টা ক'রে যা হ'লো না, তা যদি হবার হয়, হবে। সকলকে অসন্তুষ্ট ক'রে লাভ কি? যুগযুগান্তর আমি ত' রাজ্য ধ'রে রা'খবো না?

স্থষেণ। রাজা, রাজা, এই জয়শীল হস্ত যদি একবার তুল্‌তেন!

লক্ষ্মণ। কি ক'র্‌বো সুষেণ, আমার জাতি যদি আপনাদের ভালবাসতে জানতো, যদি স্বার্থ ভুলে জাতীয় উন্নতির প্রার্থনা ক'র্ত্তো, বক্তিয়ার কেন', সমবেত মুসলমানের এমন শক্তি থা'কতো না, তারা বঙ্গের একটী স্তম্ভ স্থানচ্যুত করে।

পুঁথিহস্তে সভাপণ্ডিতের প্রবেশ।

সভাপণ্ডিত। যথা বল্‌চেন, যথা বলচেন, এহানকার মঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহ্যা। আমাগোর দর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট ল্যাখ্‌ছে, বেদ মিথ্যা অইবো, ব্যক্তিয়ারের লস্কর বিজয় কর্ব্ব', কর্ব্ব,' কর্ব্ব',।

লক্ষ্মণ। কি ব্রাহ্মণ? বেদ মিথ্যা হবে, তবু বক্তিয়ারের জয়! সুষেণ, এখন' ব'লে রাখচি, নৌকা সাজাও।

সভাপণ্ডিত। ফ্যাহেন না, ফ্যাহেন না, অই পত্রটী বুকের মধ্যে রাখচি।

লক্ষ্মণ। রাখুন, রাখুন, ওই পত্রটী জপমালা ক'রে রেখে দিন। সুষেণ, যদিও থাকতুম, আর থা'কতে পা'র্‌বো না, আর থাকা হবে না। দেশের লোক ষড়যন্ত্র ক'রে, স্বেচ্ছায় যদি মাথায় মোট ক'ত্তে চায়, তাদের সিংহাসনে বসিয়ে লাভ কি? আজ একটা নূতন শিক্ষা ক'র্‌লেম।

সুষেণ। কি রাজা?

লক্ষ্মণ। জানতেম, কেবল ধনীর দোষে দরিদ্র হয়, বিদ্বানের দোষে মূর্খ হয়, বলবানের দোষে দুর্ব্বল হয়, আজ শিখ্‌লেম, মাত্র প্রজার দোষেই কু-রাজা জন্মায়।

[মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রস্থান।

সুষেণ। ভেদ, ভেদ, ভেদজ্ঞানই হিন্দুর সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! (অনুগমন।)

সভাপণ্ডিত। হ, আমারে বোদ অয়, বোঝ্‌বার পার্‌ছে।

চতুর্থ দৃশ্য।

(মহাবন ; শিবিরাভ্যন্তর।)

একদিক দিয়া বক্তিয়ার ও অপর দিক দিয়া মুসলমানীবেশে সুসজ্জিতা পদ্মাক্ষীর প্রবেশ।

পদ্মাক্ষী। বাবা, আমি মুসলমান হবো।

বক্তিয়ার। সে কি!

পদ্মাক্ষী। মুসলমানদের বেশ সামাজিক নিয়ম, যারা কুলত্যাগ ক'রেচে, তারাও কুল বধূ হ'তে পারে, স্বামী নিয়ে আবার তারা ঘর ক'ত্তে পারে। হিন্দুরা কিন্তু, যাকে একবার ত্যাগ ক'রেচে, তাকে আর নেয় না, এরা ত্যাগই করে, ওরা ত্যাগ করাকেও আদর ক'রে ডেকে নেয়।

বক্তিয়ার। তাতে তোর কি?

পদ্মাক্ষী। কেন, সকলেই ত' বদল হ'চ্চে, সেই পাগলও ত' তোমাদের ধর্ম্ম নিয়ে জোহান হ'লো।

বক্তিয়ার। তোমার সুমতি হয়, পবিত্র ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ো; আমি কথা দিয়েচি, নিষেধও ক'র্‌বো না, আদেশও দোব না। কিন্তু এই মাত্র ভেবে রেখো, জোহান সাধারণ সৈন্য, তাকে বিবাহ করা আমার কন্যার উচিত কি না? মনে রেখ', আরবের নবাব তোমায় বিবাহপ্রার্থী।

পদ্মাক্ষী। আমি ত' ব'লেচি, তার হাসি আমার স্বর্গ, তার দয়া ঈশ্বরের করুণা।

জোহানের প্রবেশ।

জোহান। (সেলামপূর্ব্বক) আজ আমার কোন্ দিকে পাহারা?

পদ্মাক্ষী। (মৃদুস্বরে) ওই ওই, উঃ—(দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া পদ্মাক্ষী জোহানের প্রতি চাহিয়া রহিল, জোহানও দেখিল।)

জোহান। (স্বগত) কোথায় যেন দেখিচি।

বক্তিয়ার। (জোহান প্রতি) উত্তরমুখে থাক'।

জোহান। কবুল ফর্‌মান্।

[সেলাম করিতে করিতে পিছু হটিয়া জোহানের প্রস্থান।

পদ্মাক্ষী। (স্বগত) ঈশ্বর! ঈশ্বর!! উঃ,

[পদ্মাক্ষীর অপরদিকে প্রস্থান।

বক্তিয়ার। জয় কিম্বা পরাজয়, কিছুই মীমাংসা হ'লো না, সন্দেহ-দোলায় দুল্‌চি, ভবিষ্যৎ অন্ধকারগর্ভে, শুধু বিশ্বাসঘাতকের ক্ষীণ আলোক দেখা যাচ্চে, তাও ক্রয় করা, জাতীয় সহানুভূতি নেই, সম্বল কৌশল, আশা, সাহস মাত্র।

ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।

(স্মিতমুখে) এই যে, আসুন।

ভৃঙ্গসেন। আহা, দয়া দেখ', আপন গৌরবে আপনি নত, কি শীলতা বোঝ', এই গুণেই ত' তুর্কীরা সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় ক'রে ফেলেচে। আজ বাঙ্গলার সুদিন, তাই দয়া ক'রে বঙ্গবিজয় ক'ত্তে এসেছেন। আপনি বড় কেও-কেটা নন্, স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান্, সেই মদনমোহন, আহা—

বক্তিয়ার। আপনি কি ব'ল্‌চেন!

ভৃঙ্গসেন। প্রমাণ ক'ত্তে পারি, "অবতারাঃ হ্যসংখ্যেয়াঃ", আপনি হ্যসংখ্যেয়া; ঐ লক্ষ্মণেটা কথ্‌খন' আপনার সঙ্গে আঁটতে পা'র্‌বে না, আমার কাছে পষ্ট কথা, খোসামোদ পাবেন না, তা রাগই করুন্, আর কি বলে, তোমার গিয়ে, গোসাই করুন, বিশেষ ধর্ম্মগিরি আপনার সহায়।

বক্তিয়ার। তিনি ত' এখন' এলেন্ না ?

ভৃঙ্গসেন। এই যে, এই যে, স্বয়ং আ'স্‌চেন, সশরীরে আ'স্‌চেন, দেখো, একবার দেখো, আহা !

ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

বক্তিয়ার। আসুন, আসুন, গরীবের শিবির পবিত্র হ'লো। (অভিবাদন।)

ধর্ম্মগিরি। (প্রত্যভিবাদনপূর্ব্বক) সে কি! সে কি!! আপনি মহানুভব।

ভৃঙ্গসেন। নিশ্চয়, নিশ্চয়, সে কথা একশো বার। (বক্তিয়ার প্রতি) আর আপনার ভাব্‌বার দরকার নেই, ইনিই হ'চ্চেন সব, মন ক'ল্লে ইনিই আপনার হাতে রাজ্য তুলে দিতে পারেন।

বক্তিয়ার। একবার বায়াদুম শাহ্‌কেও ত' আহ্বান ক'রেছিলেন ?

(ভৃঙ্গসেন শিরঃকণ্ডুয়নপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিল।)

ধর্ম্মগিরি। তখন বল্লাল জীবিত ছিলেন, তিনি একাই উদ্যোগী হ'য়ে অগ্রসর হ'তেন, তাঁর অপেক্ষা ছিল না। শত্রুকে অবসর দেবার সুযোগ ছিল না। প্রতাপে, গৌরবে, বিক্রমে, বলে শাসন ক'ত্তেন। লক্ষ্মণ সকলের মুখাপেক্ষী, দশে যদি এগোয়, তবেই তিনি প্রস্তুত, তিনি শূন্যমাত্র, দশের পার্শ্বে থাক্‌লে শত হ'তে পারেন, কিন্তু একক থাক্‌লে, তাঁর কিছুই মূল্য নাই। আপনি সপ্তদশ অশ্বারোহী সৈন্য সহ অশ্ব-বিক্রেতা বা মুসলমানদূতরূপে নগরে প্রবেশ করুন, কেউ বাধা দেবে না, প্রবেশের অধিকার-স্বরূপ আমার অঙ্গুরী গ্রহণ করুন, এখন আমিই সেনানায়ক, সমস্তই আমার অধিকারে। দেখ্‌বেন, দুর্গে সৈন্য পর্য্যন্ত নিদ্রা যাবে, সজ্জিত থা'ক্‌বে না, আপনি অবাধে কার্য্য শেষ ক'র্‌বেন।

(ধর্ম্মগিরির অঙ্গুরী প্রদান।)

বক্তিয়ার। (অঙ্গুরী লইয়া) আপনি যদি এতই ক্ষমতাপন্ন, নিজের নামে রাজ্য চালালেই পাত্তেন, আমায় উপলক্ষ্য ক'র্‌বারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

ধর্ম্মগিরি। সেনবংশ এখনও জীবিত, বর্ত্তমান রাজা এখনও অনেকের হৃদয় অধিকার ক'রে আছেন। বিশেষতঃ তিনি আমার প্রভু, আমি গতযুদ্ধে বন্দী হ'য়েছিলেম, তিনি স্বহস্তে আমায় মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আবার প্রকাশ্য বিদ্রোহ করা আমার ন্যায়ত অন্যায়। আপনি অধীশ্বর, আমি কর দিতে প্রস্তুত, আপনি স্বেচ্ছায় রাজ্য দিলে, কেউ আমার বিপক্ষ হবে না।

বক্তিয়ার। এ আপনার মন্দ যুক্তি নয়। আসুন, আনন্দ উপভোগ করা যাক, নাচ্‌না বোলাও। (সকলের উপবেশন।)

গোলাপপাশ পুষ্পসার পিচ্‌কারী প্রভৃতি হস্তে

দুই জন সেনানায়কের প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। সে কি!

বক্তিয়ার। সৈন্যশিবিরে রমণীর কথা শুনে বোধ হয় আশ্চর্য্য হ'চ্চেন? আমরা পরিশ্রম ও আনন্দ একত্র উপভোগ ক'ত্তে জানি। যোদ্ধার চক্ষে, নারী লালসার নয়, ভোগের নয়, বিলাসতৃপ্তির নয়, উদ্বোধনের, উৎসাহের, নবজীবনলাভের, নূতন উপায় মাত্র।

ভৃঙ্গসেন। তা, তোমার গিয়ে, সময় সময় বটে। রমণী না নবনী, আহা।

(সেনানায়কদ্বয় কর্ত্তৃক গোলাপাদি দ্বারা সকলের অভ্যর্থনা।)

দয়া দেখ', দয়া দেখ', দেখে এলাম ঠাঁই ঠাঁই, খিলিজীর তুলনা নাই, আহা।

নর্ত্তকীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণ। গীত।

তুমি হে পরাণবঁধুয়া, প্রিয় হ'তে প্রিয়জন।
তোমারে সঁপেছি, জীবন, যৌবন, হৃদয়, পরাণ, মন॥

ল ও অগ্নি পূর্ণ স্থালী মস্তকে লইয়া অসিত্রয়

ময়ূরী হইয়া গাহিতেছে।

কপোলে দেহভার ন্যস্ত করিয়া হস্তদ্বারা

জীবনপথে তুমি হে সারথি, নিরাশে সুখ-স্বপন,
সখা হে, বঁধু হে, মধু হে, বিধু হে, শুধু হে তুমি আপন ॥
তব চঞ্চল পায় অঞ্চলে,
বাঁধিয়া রাখিব, চরণে লুটিব, পর ব'লে যদি যাও ভুলে,
এস' হে, ব'স' হে, তোষ' হে, মেশ' হে, পেতেছি হৃদি-আসন,
তুমি পূজ্য-দেবতা, হৃদয়ে রাজা, লহ এ প্রীতি-পূজন ॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

ধর্ম্মগিরি। চলুন না, চলুন না, ওইখানেই সব বিশদভাবে ব'ল্‌চি।

[বক্তিয়ারের হস্ত ধরিয়া লইয়া গেল। যাইতে যাইতে বক্তিয়ার হাসিল।

ভৃঙ্গসেন। তোমার গিয়ে, ব'ল্‌বার উপযুক্ত জায়গাই বটে!

[ভৃঙ্গসেনের অনুগমন।

পঞ্চম দৃশ্য।

(নদীয়া ;—রাজকক্ষ।)

(সময় :—প্রাহ্ন।)

[সহসা আকাশে সূর্য্য মলিন হইয়া গেল।]

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। এ কি! এ কি!! কি যেন একটা কাল রঙ্গের ছায়া, পূর্ব্ববঙ্গের সুন্দর প্রভাতকে আবরিত ক'ল্লে, সূর্য্যে প্রকাশ নেই, আভা নেই, দীপ্তি নেই। ঈশ্বর, ঈশ্বর, বাঙ্গালার কি ক'ল্লে? কি বিভীষিকাময় অন্ধকারের ঘনকৃষ্ণ-যবনিকা বাঙ্গালার ভাগ্য-গগনে ফেলে দিলে?

[প্রস্থান।

এক হস্তে দীর্ঘ ছুরিকা লইয়া মহারাজ লক্ষ্মণের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। আর কেন? শেষ, সব শেষ, নৌকা প্রস্তুত কর' যাত্রাই উচিত। পানীয়ে বিষ, শয্যায় (ছুরিকা দেখাইয়া) গুপ্ত ছুরিকা, দয়া, শঠের খলতা; মমতা হিংসা; আত্ম-বিসর্জ্জন, হত্যা; বাঙ্গালার সুন্দর দিন, বাঙ্গালার সুন্দর দিন!

মহারাজ লক্ষ্মণের প্রস্থানোদ্যোগ ও গালবের প্রবেশ।

গালব। রাজা, রাজা, সাবধান হ'ন, সসৈন্যে বক্তিয়ার আ'স্‌চে।

লক্ষ্মণ। এসেচে, এসেচে, শয্যায় ছুরিকা দেখুক্, প্রজার হৃদয়ে চমৎকার রাজভক্তি দেখুক্! পদ্মা, কর্ম্মনাশা হ, সব ভাসিয়ে দে, বল্লালকীর্ত্তি কল্লোলিনীর গভীর জলরাশিতে নিমগ্ন হ'ক্।

বলদেবের পুনঃপ্রবেশ।

বলদেব। রাজা, রাজা, বক্তিয়ার নগর প্রবেশ ক'রেছে, অশ্ব-ধূলিতে গগন অন্ধকারময়!

লক্ষ্মণ। সুন্দর, আরো সুন্দর!

সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ। এসো রাজা। (অভিবাদন পূর্ব্বক রাজার হস্তধারণ।)

লক্ষ্মণ। চলো, চলো, বন্ধুরক্তে, প্রজারক্তে, নদীয়া রঞ্জিত ক'র্‌বো না, যেথানে নিজের পায়ে ভর দিয়ে নিজে দাঁড়াতে পা'র্‌বো, সেইখানে চলো। চলো, যে অংশে শত বক্তিয়ারের অধিকার নেই, সত্য আছে, একতা আছে, বিশ্বাস আছে, ধর্ম্ম আছে, জয় আছে, সেই সোণার, সোণার-গাঁয়ে চলো। সুষেণ, সম্মুখে বেগবতী গঙ্গা ছিল, আজ হ'তে লক্ষ্যা হ'লো, কিন্তু অবিশ্বাসী নয়, সরল, আবেগময়, সুন্দর, ভালবাসাপূর্ণ।

[সুষেণের হস্ত ধরিয়া প্রস্থান ও বলদেবের অনুগমন।

নেপথ্যে চীৎকার। আল্লা ল্লা ল্লা হো।

স্বর্ণসূর্য্য-অঙ্কিত বল্লালপতাকা লইয়া জনৈক সৈন্য ও অর্দ্ধচন্দ্র-চিহ্নিত পতাকাধারী সৈন্যগণ, জোহান ও নিয়ামৎ সহ অনুচরবেষ্টিত বক্তিয়ার খিলিজীর প্রবেশ।

জোহান। বানায়ে খুদা মহম্মদ বক্তিয়ার খিলিজী সুলতান্।

অনুচর। (অসি উন্মুক্ত করিয়া) শুকুর হ্যায়, শুকুর হ্যায়, শুকুর হ্যায়।

সেলাম করিতে করিতে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। আপনার বিজয়ে দেশ গৌরব অনুভব ক'চ্চে, ধনাগার, অস্ত্রাগার ও দুর্গসমূহের কুঞ্চিকা গ্রহণ করুন।

[প্রদানোদ্যোগ।

বক্তিয়ার। নিয়ামৎ, গ্রহণ কর এবং উপযুক্ত কার্য্য দেখাও।

সৈন্যগণ। আল্লা ল্লা ল্লা হো—

[কুঞ্চিকা গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্যগণ সহ নিয়ামতের প্রস্থান।

বক্তিয়ার। প্রয়োজন হয়, রক্তে গৃহ-প্রাঙ্গণ প্লাবিত কর', গৃহচূড়ে পতাকা তোল', সমস্ত গৌড় আমার পরিচয় জানুক্।

[বহু সৈন্যের গৃহ অতিক্রমপূর্ব্বক বহুদিক দিয়া প্রবেশ ও প্রস্থান।

ধর্ম্মগিরি। এ কি! এ কি!! এত' সৈন্য প্রবেশ ক'চ্চে কেন? এ ত' সপ্তদশ নয়? এরা বোধ হয় সপ্তদশের অনুবর্ত্তী? এ কি! এ কি!! এ যে পিপীলিকাশ্রেণী!

বক্তিয়ার। যুদ্ধ দেখে চিন্তিত হবেন না।

ধর্ম্মগিরি। নিরীহ সৈন্যেরা অত্যাচার করেনি, তাদের হত্যা ক'চ্চেন কেন?

বক্তিয়ার। রক্ত দেখে বোধ হয় ভীত হ'চ্চেন, আপনি বন্ধুভাবে আছেন, আপনার আশঙ্কা নাই।

নেপথ্যে। আল্লা ল্লা ল্লা হো।

কতিপয় সৈন্য সহ নিয়ামতের প্রবেশ।

নিয়ামৎ। (অভিবাদন পূর্ব্বক) পুরী শত্রুহীন।

বক্তিয়ার। আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হ'য়েচি।

ধর্ম্মগিরি। জগদীশ্বরের ইচ্ছায়, আপনার অভিপ্রেত কার্য্য হ'য়েচে, এই-বার আমার প্রতিশ্রুত পুরস্কারের ব্যবস্থা করুন।

বক্তিয়ার। করা নিশ্চয় কর্ত্তব্য, তা আপনি কিরূপ পুরস্কারের প্রত্যাশা করেন?

ধর্ম্মগিরি। এরূপভাবে ব'ল্‌চেন কেন? আপনি বোধ হয় রহস্য ক'চ্চেন? যে সর্ত্তে আমি আপনাকে সাহায্য ক'রেছিলেম, মাত্র তাই চাই, রাজ্যেশ্বরের পদ দিতে ত' আপনি অঙ্গীকার ক'রেচেন?

বক্তিয়ার। এরূপ উচ্চ-পুরস্কার, আপনার দুরাশা মাত্র!

ধর্ম্মগিরি। সে কি! কিরূপ আদেশ ক'চ্চেন, স্বার্থ ব্যতীত এরূপ রাজ-দ্রোহ আমি কেন ক'র্‌বো?

বক্তিয়ার। সে আপনার ইচ্ছা, আপনি কি নিজেকে রাজ্যেশ্বরের উপযুক্ত মনে করেন?

ধর্ম্মগিরি। নিশ্চয়, আশা করি, আপনিও তাই ভাব্‌বেন।

বক্তিয়ার। না, কথন' নয়।

ধর্ম্মগিরি। এই কি আপনার যোগ্য কথা?

বক্তিয়ার। আমার যোগ্যাযোগ্য বিচারের অধিকার তোমার নেই। তোমার ন্যায় হীনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও ঘৃণাজনক। বিশ্বাস-হন্তা! যদি ঘোর পাপী কেউ থাকে, সে তুই; তোর ন্যায় হীনের পুরস্কার, এই পদাঘাত, এ তোরই উপযুক্ত।

(পদাঘাত পূর্ব্বক সৈন্যগণের প্রতি)

এসো বন্ধুগণ! প্রফুল্ল হও, স্বায় অধিকার স্থাপন করিগে এসো।

[সদলে বক্তিয়ারের প্রস্থান।

ধর্ম্মগিরি। এতদূর, এতদূর! কি ক'ল্লেম, কি হ'ল'।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(নদীয়া ;—রাজপথ।)

শূদ্রাণীর প্রবেশ।

শূদ্রাণী। (গীত)

গগনে মগন হও তারা হার,
মুছে যাও রবি চন্দ্রমা।
ঘুচে গেছে, সুখ শান্তি আদি,
বঙ্গের চিরসুষমা॥
আর কেন মিছে সুখের আশ,
আঁধার হইল বঙ্গাকাশ,
অতলে ডুবিল মহিমা গরিমা,
শুভ্রকীর্ত্তি, সান্দ্রমা॥

[গীতান্তে শূদ্রাণীর প্রস্থান।

ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। কি ক'রেচি, চিরজীবনটা কি ক'ল্লেম, জীবনটা কি বৃথায় যাবার জন্তে হ'য়েচে, না, না, কিন্তু আমার ঠিক হ'য়েচে, আমার শাস্তি ঠিক হ'য়েচে। এসো, নিশার সমস্ত অন্ধকার আমায় আবরিত কর', আমি হেয়, ঘৃণ্য, পদাহত, তাড়িত-কুক্কুর। আমি নীচ, আমি প্রতা-

রিত, আমি, আমি, উঃ, ব'ল্‌তে পাচ্চি নি, আমি কি, আমি কত' হেয়, কত' ঘৃণ্য!

[ধর্ম্মগিরির প্রস্থান।

বাদ্যকরাদি সহ উল্লাসপূর্ব্বক ভৃঙ্গসেনের অর্দ্ধ হিন্দু অর্দ্ধ মুসলমান এরূপ হাস্যকর মিশ্র বেশ পরিয়া প্রবেশ।

ভৃঙ্গ। জয়, জয়, জয়, জয় তোমার গিয়ে, মুসলমানের জয়, ঢোল বাজাও, ঢোল বাজাও, এমন প্রবলপ্রতাপান্বিত রাজা, তোমার গিয়ে, কখন' হয় নি, উঃ, কি যুদ্ধটাই ক'ল্লে! রাজ্য থরহরিকম্প, বীরত্ব শুনে, রাজা কেঁপে সারা, ভাত খেতে ব'সেছিল', ভয়েই অজ্ঞান; একেবারে হুম্‌ড়ি খেয়ে থালার উপর প'ড়লো, শেষে এঁটো-হাতে, রাণী কাছা ধ'রে টেনে, টেনে, তবে ছেঁচ্‌ড়াতে ছেঁচ্‌ড়াতে খিড়কীর দোর দিয়ে নিয়ে পালাতে পায়। এই সতের জন লোকের একবার ধমকটা দেখ', তুঙ্গশৃঙ্গ, কেটে জোড়া দেয়, একবার বিক্রমটা বোঝ', কি রাজা পেয়েচো দেখ। বক্তিয়ার, ত' ভক্তিয়ার, একেবারে প্রবলপ্রতাপান্বিত, দাপটে দাঁড়ায় কে? একেবারে কেটে জোড়া দেয়, আহা—বীর বলি ত' বক্তিয়ার, আর লোক বলি ত' বক্তিয়ার, আমার কাছে পষ্ট কথা মশাই, হ্যা! বলো, জয় জয় জয় জয়, তোমার গিয়ে, মুসলমানের জয়।

[ঘোষণা করিয়া বাদ্যকর সহ সোৎসাহে ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

সাধ্যানন্দের প্রবেশ।

সাধ্যানন্দ। হিন্দু! তোমরা দর্শনের সিদ্ধান্ত নিয়ে উন্মত্ত থা'ক্‌বে, পরকালের ব্যাপার নিয়েই জ্ঞানশূন্য হবে, ইহজগতের দিকে কি একবারও ফিরে তাকাবে না? জ্ঞান-চক্ষে নিজের জাতিকে একবার দেখো, তোমাদের জাতীয়-নিন্দায় বায়ু স্তব্ধ হয়, কেউ প্রতিকার করে না। হায় রাজা, এ কথাও শুন্‌তে হ'লো! ওরে, সত্যিই এক রকমে দিন যায় না।

[সাধ্যানন্দের প্রস্থান।

'জয়, জয়, জয় জয়, তোমার গিয়ে, মুসলমানের জয়"

কুন্তলীন প্রেস, কলিকাতা।

শূদ্রাণীর প্রবেশ।

শূদ্রাণী। (গীত)

(ওরে) সবদিন হ'ত না এক সমান।

একদিন রাজা, হরিচন্দ্রকে ঘরমে,

সম্পত্ মেরু সমান।

একদিন দাস স্বপচকে ঘরমে, অম্বর হরত মশান॥

একদিন রাম সহিত জানকী, বিচরত পুষ্প-বিমান,

একদিন রোদন করত, ফিরত হায়, মহা বিপিন উদীয়ান॥

একদিন যুধিষ্ঠির বৈঠে সিংহাসন, অনুচর শ্রীভগবান্।

একদিন দ্রুপদ-সুতা কামরো বশ চীর দুঃশাসন টান॥

জয়দেবের প্রবেশ।

জয়দেব। মা, মা, এ দুর্দ্দিনে পথে বেরিয়েছিস্, কে তুই?

শূদ্রাণী। বাবা, বাবা, আমি পাপিষ্ঠা।

জয়দেব। না মা, তোর কণ্ঠে শ্যামের বাঁশরী ঝঙ্কার ক'চ্চে, তুই ভক্ত, বড় ভক্ত, যদি দেখা দিয়েছিস্, আমার কুটীর পবিত্র ক'র্‌বি আয়। আর সঙ্গে সঙ্গে কে পরিত্যক্তা আছিস্. কে সমাজবর্জ্জিতা হতভাগিনী আছিস্, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হবি আয়। মহারাজ লক্ষ্মণ কল্পতরু, তোরা শিক্ষা নিবি আয়, তোরা দীক্ষিত হ'বি আয়।

[জয়দেব ও শূদ্রাণীর প্রস্থান।

রক্তাক্ত-কলেবরে অর্দ্ধক্ষিপ্ত ধর্ম্মগিরির পুনঃপ্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। উঃ, উঃ, মস্ত বড় ইঁট, আবার গৃহস্থ-গৃহে যাবো, আবার থান ইঁট ছুঁড়বে, আশ্রয় দেবেনা, রক্ত ঝুঁজিয়ে প'ড়বে, ঠিক, ঠিক, এই আমার উপযুক্ত হ'য়েচে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'র্‌বো, ঘৃণা ক'র্‌বে,

আশ্রয় দেবে না, দেব-মন্দির হ'তে ত্রিশূল উঠ্‌বে, উপযুক্ত, এই আমার উপযুক্ত, আমার ন্যায় পাপীর সত্যই এই উপযুক্ত।

[ধর্ম্মগিরির প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য।

(সোণার গাঁ ;—রাজবাটী।)

প্রসন্নমুখে সুষেণ, গালব, বলদেব, ধ্রুবসেন, সামন্তবর ও রাজপুরুষত্রয়বেষ্টিত মহারাজ লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ। আমার প্রিয় সোণার গাঁ, আমার পূর্ব্বপুরুষের চির-পরিচিত প্রিয় আশ্রয়স্থল, আবার তোমার শান্তিময় অঙ্কে আশ্রয় পেইচি, আবার জাতীয় একতা দেখিচি, আমার সমস্ত দুঃখ, সুখের জন্য হ'য়েচে, আজ আমি আপনার চিন্‌লেম, জাতীয় ভালবাসা দেখলেম, আর আমার কোন আক্ষেপ নেই।

সামন্তবর। দেশপূজ্য উদার অধীশ্বর, আপনার আক্ষেপ নেই, কিন্তু আমাদের আছে, কি রত্ন সোণার-গাঁ ধ'রে রেখেচে, প্রকাশ ক'ত্তে পা'ল্লে না। নদীয়ার শত্রু-অনুগত ব্যক্তিমাত্রে, আপনার কলঙ্ক ঘোষণা ক'চ্চে ; আপনার আগমনের যথার্থ ইতিহাস লিখ্‌তে দিন। জগৎ জানুক, বঙ্গেশ্বর অধিকশত্রুবেষ্টিত হ'য়েছিলেন, অল্প কতিপয় মিত্রকে রক্ষা ক'র্‌বার জন্য, নদীয়া ত্যাগ করেচেন, বঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি।

লক্ষ্মণ। যদি জান্‌বার উপযুক্ত হয়, জগৎ আপনি জান্‌বে, বিবেচকমাত্রেই সহজে অনুমান ক'ত্তে পা'র্‌বেন, যদি সেন-রাজ দুর্ব্বল হ'তেন, ভীরুতায় যদি নদীয়া পরিত্যাগ ক'ত্তেন, বক্তিয়ার, ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম ক'রে, বিক্রমপুর-আক্রমণে আ'স্‌তো ; বিক্রমপুরভীত মুসলমানরাজ, এখন বেশ বুঝচেন, পৃথিবীর সকলস্থানেই ধর্ম্মগিরি থাকে না।

সামন্তবর। রাজা, রাজা, তবু ইতিহাস লিখ্‌তে দিন।

লক্ষ্মণ। যাদের আদর্শ চরিত্র নেই, স্মরণ কর্‌বার মতন তেমন কিছু নেই, তারা ইতিহাস লিখুক। ষড়যন্ত্রকারীর, কুচক্রীর কলঙ্ক-কালিমা, তারা প্রকাশ করুক, পাখী শিকারের ইতিহাস লিখুক ; ভেকধ্বনির ইতিহাস লিখে জাতীয়মহিমা প্রকাশ ক'রুক। যে দেশের কবি, ভগবান বাল্মীকি, যে দেশের কবি, ভগবান ব্যাস, সে দেশে ইতিহাস লেখার প্রয়োজন করে না। যে জাতিকে অতিথিসেবা জানাতে দধীচি আছে, প্রতিজ্ঞা-পালন শিক্ষা দিতে ভীষ্ম আছে, আত্মচেষ্টায় উন্নতি দেখাতে একলব্য আছে, সে দেশের নূতন ইতিহাস কেন'? যে সোণার ভারতের শিক্ষাগুণে, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী জ'ন্মেছে, সে দেশের নূতন ইতিহাস দিও না। বাঙ্গলা, রাম লক্ষ্মণ ভাই দেখুক, ঘরে ঘরে সেই আদর্শে শিক্ষিত হ'ক, গৃহবিবাদ ভুলুক, জাতীয়গরিমায় প্রত্যেক বঙ্গসন্তান, নিজেকে গৌরবান্বিত ভাবুক।

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। বাধা দিও না, বাধা দিও না, পাগল নই, পাগল নই, আমার রাজা, একবার আমায় দেখতে দাও।

লক্ষ্মণ। দর্শনপ্রার্থীকে প্রবেশ ক'ত্তে দাও।

রক্তাক্ত-কলেবরে ক্ষিপ্তপ্রায় ধর্ম্মগিরির
বেগে প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। রাজা, রাজা, আমি! আমি!!

সুষেণ ও বলদেব ইত্যাদি। এ কি! এ কি!! এ যে ধর্ম্মগিরি!!!

ধর্ম্মগিরি। আমি শত্রু হ'লেও শরণাগত, বঙ্গের কুত্রাপি আশ্রয় পাই নি। তাড়িতকুকুরকে কেউ আশ্রয় দিলে না। আমি বিপন্ন, শরণাগত, প্রজা ; রাজা, আমায় আশ্রয় দিন। (রাজপদতলে পতিত হইল।)

লক্ষ্মণ। ধর্ম্মাধিকার, আপনি একাধিকবার বিশ্বাসঘাতকতায় আমায় বিপন্ন ক'রেছেন, তথাপি আমার নিকট আশ্রয় চান কেন' ?

ধর্ম্মগিরি। বাঙ্গলায় আর যে কেউ দাতা নেই রাজা! পৃথিবীতে কোটী মহাপুরুষ জন্মাবে, কিন্তু শত্রুকে এত' ক্ষমা ক'ত্তে কেউ শিথবে না।

সামন্তবর। এ নীচ, শঠ, ক্রূর ; একে বধের আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। অপরে এ আদেশ দিতে পারে, সেনবংশ, কথন' তা পা'র্‌বে না। প্রজা সাহায্য চা'চ্চে, রাজগৃহে ভিক্ষা প্রার্থনা ক'চ্চে, আমি শত বজ্র মস্তকে নোব, তবু সাহায্য ক'র্‌বো, হিন্দু-গৌরব শিবি, পক্ষীর জন্য দেহ দিয়েছিলেন, আর, সেই হিন্দুর রাজা আমি, প্রজাকে আশ্রয় দোব না? হিন্দুরাজা প্রাণ দিতে পারে, আশ্রিতকে কথন' পরিত্যাগ করে না।

সামন্তবর। উদার অধীশ্বরের চিত্ত স্থির নেই, বিদ্রোহীকে হত্যা করুন।

(সামন্তবর ও অধীন রাজপুরুষগণ অসি উত্তোলন করিল।)

লক্ষ্মণ। সাবধান, রাজভক্ত প্রজা, এথনো সাবধান। সেনরাজ বৃদ্ধ, স্থবির, তবু কম্পিতহস্তে অসি ধারণ করে না। আমি বিদ্রোহীর বিনিময়ে, শত বিপদ নতশিরে নিতে প্রস্তুত ; আমায় হত্যা কর্‌বার পূর্ব্বে, কার সাধ্য ধর্ম্মগিরিকে স্পর্শ করে।

(রাজা অসি উন্মুক্ত করিয়া সামন্ত-অনুচরগণের সম্মুখীন হইলেন।)

সামন্তবর। রাজা, রাজা, বুঝতে পারিনি, চিনেও চিন্তে পারিনি, মাপ করুন, সকলকে মাপ করুন। (সামন্তবরের রাজ-পদতলে পতন।)

ধর্ম্মগিরি। (রাজপদতল হইতে উঠিয়া) ধর্ম্মগিরি, তাকিয়ে দেখো, বাঙ্গলা, তাকিয়ে দেখো, রাজা, রাজা, আপনি কত উদার, কত মহৎ!

(ধর্ম্মগিরি রাজপদতলে আবার পড়িলেন মহারাজ লক্ষ্মণ সস্নেহে আশ্রয় দিলেন।

সামন্তবর প্রভৃতি রাজার প্রশান্ত মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।)

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

(স্থান ;—সোণার গাঁ। রাজ-উদ্যানের একাংশ, তুলসীবন।)

(সময় ;—প্রাহ্ন।)

একদিকে বৈষ্ণবীবেশে শূদ্রাণী ও হোরা এবং অন্যদিকে ভক্তবৃন্দসহ জয়দেব উপবিষ্ট।

জয়দেব। বৃন্দাবনে বহু সাধনায়, যে নীলকান্ত মণিকে ভক্তে ধ'ত্তে পারেনি, আজ প্রভাসে শ্রীমতীর নয়নজলে সে গ'লে গেছে, তাই প্রভাসে, যেচে প্রেম দোব ব'লে, তোদের সে, দাসখৎ দিয়ে গিছ্‌লো! তোদের সে, 'আমায় নাও', 'নামে প্রেম', শুধু 'নামে প্রেম' ব'লে কেঁদেছিল'! সেই নন্দদুলালকে, তোর যে ভাবে ডেকে তৃপ্তি, সেই ভাবেই ডাক্। যে বাষ্প, সেই বারি, সেই বরফ, ভাবের ঠাকুরের ভাব নিয়ে রূপ।

শূদ্রাণী। বাবা, বাবা, আশীর্ব্বাদ কর', যেন ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি হৃদয়ে বসতি করে।

জয়দেব। দিন ব'য়ে যাচ্চে, সেয়ানা মেয়ে, সেয়ানার মত পরকালের পাথেয় সংগ্রহ ক'রে নে। জানিস্ ত' মা,—

যা রাকা শশীশোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী
যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী।

যা গোবিন্দরসপ্রমোদমধুরা সা মাধুরী মাধুরী
যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী ॥

গা মা, আমার দুলাল, তোমার দুলাল, সকলের দুলাল, সেই নন্দ-দুলালকে ডাক।

শূদ্রাণী। গীত।

সেবক প্রতি করুণা অতি, ভক্ত প্রীতিকারী।
সারথি, প্রতিহারী, দ্বারী, গোবর্দ্ধনধারী ॥
সুর অসুর নরে কঠোর বাঁধেন যিনি করম ডোর,
ক্রন্দন যশোমতী মাতার বন্ধন ভয়ে তাঁরি।
বিধি শঙ্কর যাঁর মায়ায়, নারদ, বাণী, নাচে গায়,
গোপী তাঁরে নাচ নাচায়, বাজায়ে করতারি ॥
যাঁর অভয় চরণ নীর, নিয়ত যাচে ভকত ধীর,
শিরে ধরি পদ নারীর তিনি কৃপাভিখারী ॥

ধর্ম্মগিরি, ধ্রুবসেন ও কেশব সহ মাল্যহস্তে
মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রবেশ।

লক্ষ্মণ। কবি, আপনিই যথার্থ ভাগ্যবান্, আপনিই দেশে শ্রেষ্ঠ কার্য্য ক'রেচেন। ত্যাগ করা অতি সহজ, পতিতা ও সমাজবর্জ্জিতাদের আশ্রয় দিয়ে, তাদের জন্য বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার ক'রে, দেশের চির-অভাব অপনিই পূর্ণ ক'ল্লেন, জয়মাল্য ধারণ করুন! (জয়দেবের কণ্ঠে মাল্য দান) গোস্বামী-সম্প্রদায় দীর্ঘজীবন লাভ ক'রে সমাজত্যক্তা হতভাগিনী পতিতাদের স্বাভাবিকী অনিষ্টকারিণী বৃত্তি, দীক্ষাপ্রভাবে ও ধর্ম্মশিক্ষাদানে ধ্বংস করুন, ধর্ম্মে সকলেরই প্রবৃত্তি হ'ক্।

জয়দেব। রাজা, রাজা, এ আপনারই চেষ্টার ফল। ঈশ্বর আপনাকে যশস্বী ক'রুন।

সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ। বঙ্গেশ্বর! লক্ষ্মণাবতী ও কামরূপ এই দু'য়ের মধ্যস্থ প্রদেশ খিলিজী-অত্যাচারে পীড়িত, মেছসর্দ্দার লুকা, আপনার অনুগ্রহ ভিক্ষা ক'ত্তে এসেছে।

পাত্রে উপঢৌকন লইয়া লুকার প্রবেশ ও নতজানু হইয়া রাজসম্মুখে স্থাপন।

লুকা। দোস্‌রা সরদার্ কেনো, তুই থাক্‌তে, মোর মুলুক কাড়িয়ে লেবে রাজা?

লক্ষ্মণ। কেন' নেবে? কেন' নেবে? ধর্ম্ম নিতে পারে না, কিন্তু নিচ্চে, সকলেরই নিচ্চে, একটা একটা ক'রে ত' সব দেশই গেল', রংপুর গেল', দিনাজপুর গেল', বর্দ্ধনকোটা গেল', দেওগড় গেল', কারাবাড়ি গেল', সবই ত যা'চ্চে, আমি কি ক'র্‌বো সর্দ্দার? আমি বৃদ্ধ, অশক্ত, যেন আর পাচ্চিনি। রাজ্য আছে, প্রজা আছে, সেই তোমরা আছ, জাতির সেই ভালবাসা আছে, শক্তি নেই, সব উপায় ফুরিয়ে যা'চ্চে। দেখ', তুমি ফিরে যাও। সর্দ্দার, আমি পাল্লুম না, তুমি কিছু মনে ক'রো না, কি ক'র্‌বো, উপায় নেই, আমি পাল্লুম্ না।

লুকা। মুই ত' ফির্‌বুঁনা সর্‌দার্! তোর ঘরত্ আসি, কে শুধা হাথে ফিরি গৈছে, রাজা?

লক্ষ্মণ। ফেরেনি, কেউ ফেরেনি? হবে, হবে! সুষেণ, আজ যদি একবার যৌবন ফিরে পেতেম!

সুষেণ। কি ক'ত্তেন রাজা ?

লক্ষ্মণ। আজ বোধ হয় তা ব'ল্‌তেও পা'র্‌বো না, বল্‌বার সে শক্তিও নেই। কেশব, কেশব, তোমার গৃহে সাহায্য চা'চ্চে, লুকা কি অম্‌নি ফিরে যাবে ?

কেশব। ও ফেরাই ভাল', বিপদ্ ত' আর আমাদের নয়, পরের জন্য কে সেই সুদূর দেশে যায়, আর আমাদের দরকারই বা কি ?

লক্ষ্মণ। শোন' লুকা, ভাল ক'রে শোন', এও সেই পুরাণো পৃথিবী, সেই বাঙ্‌লা, সেই মানুষ ! বাঙ্‌লা আছে, আজ সে বাঙ্গালী নেই !

লুকা। রাজা, গড় লে, মুই মদদ্ লেবে না।

(পুনঃ প্রণত হইয়া উঠিল।)

লক্ষ্মণ। না সর্দ্দার, যেও না, দাঁড়াও, এখন' দাঁড়াও, এখন' মানুষ আছে, জিজ্ঞাসা কর্‌বার এখন' লোক আছে। (ধ্রুবসেনের প্রতি) ভাই, ভাই, লুকা কি অম্‌নি ফিরে যাবে ?

ধ্রুবসেন। কেন' ফির্‌বে রাজা, এ গৃহে শরণাগত ত' কখন' ফেরেনি। মহারাজ লক্ষ্মণের আশীর্ব্বাদ এখন' বাঙ্গালায় আছে, বাঙ্গালী এখন' মরেনি।

লক্ষ্মণ। যদি বুঝে থাক', ভাই, ভায়ের মর্য্যাদা রাখ', আমার নয়নে জল আছে, হৃদয়ে প্রার্থনা, শুধু প্রার্থনা।

ধ্রুবসেন। (লুকার হস্ত ধরিয়া) এসো সর্দ্দার। (লক্ষ্মণ প্রতি) রাজা, আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। তবে যুদ্ধ, আবার যুদ্ধ, বিগ্রহ, সংঘর্ষণ, প্রতিশোধ, অসি নিয়ে আবার খেলা, জাতীয়-অত্যাচারের আবার প্রতীকার !

[লুকার হস্ত ধরিয়া ধ্রুবসেনের প্রস্থান।

ধর্ম্মগিরি। রাজা, প্রভু! বিজয়গর্ব্বে বিশ্ববিজয়িনী শক্তি নিয়ে যদি আবার জেগেচেন, প্রতিশোধ নিতে আদেশ দিন, সে পদাঘাত এখনও বুকে বা'জ্‌চে।

লক্ষ্মণ। যাও বীর, সাহায্য কর', নিয়ন্তার মঙ্গলেচ্ছা সকলকে রক্ষা করুক্। গাও ভক্তিমতি, আবার গাও।

গীত।

শূদ্রাণী। "অরুণিত চরণে, রণিত মণিমঞ্জীর,
আধপদ চলনি রসাল।
কাঞ্চন বঞ্চন বসন মনোরঞ্জন,
ললিত কলিত বনমাল।
ধনি, ধনি, মদন মোহনিয়া।
কিবা অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গিম,
বঙ্কিম ভঙ্গিম নয়ন নাচনিয়া।
মাঝহি ক্ষীণ পীন উর, অম্বর প্রান্তর,
অরুণ কিরণ মণিরাজ।
কুঞ্জর করভ করহি করবন্ধন,
মলয়জ কঙ্কণ বলয় বিরাজ॥"

[গাহিতে গাহিতে শূদ্রাণীর প্রস্থান
ও সকলের অনুগমন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(পার্ব্বত্যপ্রদেশ ; বাঘামতী নদীতীর।)

(বহুখিলানবিশিষ্ট সেতু।)

(উন্মুক্ত অসিহস্তে পতাকা লইয়া গর্ব্বভরে বক্তিয়ার খিলিজী ও তৎসহ নিয়ামৎ, হায়দর, জেহাত, জোহান, নর্ত্তকীগণ, মুসলমানীবেশে পদ্মাক্ষী ও মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ। বাহকগণ সেতুর উপর দিয়া নালীকাস্ত্র, শতঘ্নী ও অপরাপর বহুদ্রব্য পরপারে লইয়া গেল।)

বক্তিয়ার। বন্ধুগণ, সৈন্যগণ! আমার জীবনের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হ'তে আর অল্পমাত্র বিলম্ব। তোমরাই আমার জয়শীল সেনা, আমার দক্ষিণ-হস্ত, হৃদয়ের বল; ক্লেশ সহ্য ক'ত্তে ভীত হ'য়ো না; অর্দ্ধ-চন্দ্রাঙ্কিত পতাকা, ভারতের পশ্চিম সীমান্ত হ'তে পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত অপ্রতিহতভাবে উড্ডীন হ'ক্। পার্ব্বত্যজাতি জানুক, অসভ্য বর্ব্বর তোমাদের শক্তি বুঝুক্, পবিত্র ইস্‌লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রে জীবন সার্থক করুক্। এসো, উৎসাহিত হও, সেতু অতিক্রম কর', তোমাদের বিজয়-পতাকা, তোমাদের জাতীয়-গৌরব, তোমাদের আবাহন ক'চ্চে; এসো, অগ্রসর হও, স্মরণ কর', হিম্মতে মর্‌দ, মদদে খোদা!

(নিয়ামৎ সহ পর্ব্বত-পৃষ্ঠে উত্থান ও সকলের অনুসরণ।)

নিয়ামৎ। সর্দ্দার, সর্দ্দার, সেতুর অবস্থা বড় শোচনীয়, শত্রুতে যদি ভগ্ন ক'রে দেয়, ফিরে আসবার উপায় থা'কবে না।

বক্তিয়ার। হায়দর, জেহাৎ, সৈন্য সহ সেতু রক্ষায় উপস্থিত থাক'।

হায়দর ও জেহাৎ। কবুল ফর্‌মান্, কবুল ফর্‌মান্, কবুল ফর্‌মান্।

বক্তিয়ার। (নিজ সৈন্যগণ প্রতি) অগ্রসর হও। (হায়দার প্রভৃতি

প্রতি) সাবধান, অপরে যেন সেতু অতিক্রম ক'ত্তে না পারে।
(সকলের প্রতি) আল্লা হো আকবর!

(হায়দর, জেহাত্ ও কতিপয় সৈন্য ব্যতীত সকলের সেতু অতিক্রমণ।)

জোহান। (পদ্মাক্ষীর প্রতি) বানু, আমার হাত ধরুন, আপনার কষ্ট হবে।

পদ্মাক্ষী। (স্বগতঃ) ঈশ্বর! (প্রকাশ্যে) না, না, থাক্, থাক্, আমি নিজেই উঠ্‌চি।

বক্তিয়ার। অগ্রসর হও।

পদ্মাক্ষী। (স্বগত) আমায় চিন্তে পাল্লেও কি নেয়? (নিঃশ্বাস ফেলিল।)

(বক্তিয়ার অসি হেলাইয়া রাখিল ও সৈন্যগণ, নর্ত্তকীগণ প্রভৃতি সেতু অতিক্রম করিতে লাগিল।)

হায়দর ও জেহাত্। (সেলাম পূর্ব্বক) খোদা আবাদ্ রক্ষে।

বক্তিয়ার। (আশীর্ব্বাদের হস্ত তুলিয়া) খোদা এনায়েৎ করে।

হায়দর ও জেহাত্। (পূর্ব্ববৎ) খোদা আবাদ রক্ষে।

বক্তিয়ার। (পূর্ব্ববৎ) খোদা এনায়েৎ করে।

হায়দর ও জেহাত্। (পূর্ব্ববৎ) খোদা আবাদ্ রক্ষে।

বক্তিয়ার। (পূর্ব্ববৎ) খোদা এনায়েৎ করে।

[সেতু পার হইয়া সকলের প্রস্থান।

মুসলমান সৈন্যবেশী লুকা সহ তুর্কীবেশী ধ্রুবসেনের প্রবেশ।

ধ্রুবসেন। সর্দ্দার, সর্দ্দার, আমি পেছিয়ে পড়িচি, পার ক'রে দিন, একবার পার ক'রে দিন।

হায়দর। ভয় কি ভাই, আমাদের সঙ্গে থাক', আমি দোস্তের ন্যায় তোমায় সম্মানে রা'খ্‌বো।

ধ্রুবসেন। আমার একছেলে এপারে, একছেলে ওপারে, জান্ ঠিক থা'কবে না, আমার জান্ ঠিক থা'কবে না। দয়া করুন, একবার আমায় দয়া করুন।

জেহাত্। আরে যেতেই দাও না ; যাও হে, তোমার ছেলে নিয়ে যাও।

ধ্রুবসেন। বাপ্‌জান্, এসো, এসো, শীগ্‌গির এসো।

[লুকাকে লইয়া ধ্রুবসেনের সেতু অতিক্রমণ।

মোল্লাবেশী ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। বিস্‌মিল্লা, কুল্‌হাওয়াল্লা, হুস্ সম্‌দ্ লমিলীদ্, বল্ ময়ে উল্‌দ, বল্ ময়ে কুল্ল হু।

হায়দর। কে আপনি ?

ধর্ম্মগিরি। মুই মোল্লা, পিছাইয়া পড়্‌চি, আর যাইবার পার্‌বো না।

হায়দর। দরকার কি ? বেশ ত' এক সঙ্গেই থাকা যাবে।

তৃতীয় দৃশ্য।

(বিজনীর উত্তরপ্রান্ত ;—পার্ব্বত্যপ্রদেশ।)

(মুসলমান-শিবিরের একাংশ।)

হাস্যমুখে মুসলমানীবেশধারিণী পদ্মাক্ষীর ও তৎপশ্চাতে অনুগতভাবে জোহানের প্রবেশ।

(পদ্মাক্ষী অন্যমনস্কভাবে এদিকে ওদিকে দেখিতে লাগিল।)

জোহান। আপনি দিব্যি লোক !

(অধর দংশন করিয়া পদ্মাক্ষী স্মিতমুখী হইল।)

খিলিজীসাহেব পর্য্যন্ত আপনার সুখ্যাতি করেন।

পদ্মাক্ষী। শুনে খুসী হওয়া গেল'।

জোহান। আপনার লাবণ্য, যেন দিন দিন আরও ফুটে উঠ্‌ছে।

পদ্মাক্ষী। (ঔদাস্যের সহিত) সুন্দর চেহারা ওরকম হ'য়েই থাকে।

(পাদচারণ।)

জোহান। আমি না হয় প্রতিহিংসা নিতে হিঁদুদের ছেড়ে, মুসলমান হ'লুম, আপনিও শুনলুম হ'য়েচেন। আপনি হ'লেন কেন' ?

পদ্মাক্ষী। সখে!

জোহান। বাস্তবিক, আপনি যেন একটা অদ্ভুত, আপনার কথাও এমনি মিষ্টি, বোধ হয় সঙ্গীতও তেমন নয়।

পদ্মাক্ষী। সত্যি নাকি? আমি আইবুড়ো থাক্‌লে বোধ হয় বিয়ে ক'রে ফেল্‌তে? (ঘাড় নাড়িয়া) উঁহু। বোধ হয় পা'ত্তে না, বড় বার'মুখো হ'য়ে প'ড়তুম্, কি বল'? ভয় হ'তো? নয়?

জোহান। (মুখের দিকে চাহিয়া কাতরভাবে) না, না।

পদ্মাক্ষী। দেখ্‌চো কি? আরে বাঃ, তুমি ত' বেশ! আচ্ছা ধরো, টপ্ ক'রে যদিই আমি ব'লে ফেলি, আমি তোমার জন্যে পাগল, তুমি কি কর'?

জোহান (নতজানু হইয়া) ব'লুন, আবার ব'লুন।

(পদ্মাক্ষী সরিয়া গেল।)

পদ্মাক্ষী। হায়রে, হিঁদুর ঘরে যদি একটু বাহার দিতে জান্‌তো, আর মন বুঝে, কথা ব'লতো, কিম্বা নিজের একটু দর বাড়িয়ে নিতো!

জোহান। আপনার মুখের একটী কথা।

পদ্মাক্ষী। দূর মিন্সে। (পদ্মাক্ষী হাসিয়া প্রস্থান করিতে করিতে জোহান প্রতি একবার চাহিয়া স্বগত) ঈশ্বর, আজ আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হ'য়েচে, এইবার আরো বুঝে নোব, তুমি কত নিষ্ঠাবান্, নিজের স্ত্রীর হাত ধ'রেছিল' তাই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলে, আজ আমায় পরস্ত্রী জেনেও, নষ্ট ক'ত্তে দ্বিধা ক'চ্চোনা।

[প্রস্থান।

জোহান। এ বান্দু সাহেবা কে? হা ঈশ্বর! ছেলেবেলার সেই স্বপ্ন মনে পড়ে। সেই যত্ন, সেই ভালবাসা, সেই কুঁড়েঘর, প্রথম যৌবনে, সেও এমনি সরল, এমনি সুন্দর, এমনি প্রফুল্ল ছিল।

[জোহানের প্রস্থান।

হেয়াদ্ সহ বক্তিয়ার খিলিজীর প্রবেশ।

হেয়াদ্। হুজুরালি, এই লোকে রটিয়েচে। আমি পথ দেখাবার লোক, পথ দেখিয়ে যাবো, ওই কামরূপে গেলে ভেড়া হয়, পিঁড়েয় ব'স্‌লে উঠ্‌তে পারে না, মাছ ব'লে বাঁশপাতা খাইয়ে যাদু করে, এ সব র'চ্‌লে কে ? দিনে ডাকাতি!

বক্তিয়ার। গুপ্তচর, শত্রুর ছলনা, কে অবিশ্বাসী আছে খোঁজ নাও।

হেয়াদ্। নিয়ামৎ সাহেবের কিন্তু ভারি ইচ্ছে, সে কামরূপ যায়।

বক্তিয়ার। সে বিশ্বাসী ; আমায় ভাবিয়ে তুল্‌লে।

[চিন্তিতভাবে বক্তিয়ারের প্রস্থান।

তৎসম্মুখ দিয়া নিয়ামতের প্রবেশ।

হেয়াদ্। (বহু সেলাম পূর্ব্বক) সাহেব যে, সাহেব যে, সর্দ্দার ত' পাশ কাটিয়ে গেলেন, কৈ আপনাকে ত' কিছু ব'ল্লেন না ?

নিয়ামৎ। তুমি দু'দিন এসেচো, প্রিয়পাত্র হ'য়েচো, তোমাকে ব'ল্লিই হ'ল।

হেয়াদ্। সে কি হজরৎ! আমি গোলামের গোলাম, আমার কসুর দিচ্চেন কেন' ? কি জানেন সাহেব! ব'ল্‌তেই ভয় হয়, বুঝতিই ত' পা'চ্চেন, সর্দ্দার আপনাকেই সন্দেহ করেন।

নিয়ামৎ। আমি মুসলমান, বিশ্বাসঘাতকতা জানতেম না, খিলিজী সাহেবের ব্যবহার, বোধ হয়, তাও শিখিয়ে দেবে।

হেয়াদ্। খোদার ইচ্ছে, খোদার ইচ্ছে, আপনিই বা কম কি, সব ফৌজই ত' আপনার এক্তারে, ও যেমন-কার তেমনি, আমি বলি, আপনিও রটিয়ে দিন, মহম্মদ ঘোরীর এমন ইচ্ছে নয়, যে, ভেড়া হওয়ার দেশে, বাঁশপাতা খেতে তুর্কী-সৈন্য যায়। পেছুনে লাগায় ত' একটা সাজা আছে, এ কি দিনে ডাকাতি ?

নিয়ামৎ। হেয়াদ্, আজ হ'তে তুমিই আমার বন্ধু।

হেয়াদ্। খোদা আছেন, খোদা আছেন, আমি গোলামের গোলাম, হুজুরালি যা হুকুম ক'র্‌বেন, বান্দা সর্ব্বদাই ক'র্‌বে।

নিয়ামৎ। আমি বালকের ন্যায় তোমার অনুমোদন ক'র্‌বো।

[নিয়ামতের প্রস্থান।

হেয়াদ্। মিঞা সাহেব, তোমার বুদ্ধিতে অনুমোদন ক'ল্লে না, ওটা ঈশ্বরের তুলাদণ্ড, এ দুনিয়ায় যারা ঠকায়, তারাই ঠকে, চিরকাল কেউ ঠকায় না, চিরকাল কেউ ঠকে না।

[প্রস্থান।

জোহান ও পদ্মাক্ষীর পুনঃ প্রবেশ।

জোহান। আমি আত্মহত্যা ক'র্‌বো, তুমি শেষ উত্তর দাও।

পদ্মাক্ষী। তুমি কি চাও?

জোহান। আমার স্ত্রী হয়ে থাক', আমায় ঘরবাসী কর', আমায় চাকর ক'রে রাখ'

পদ্মাক্ষী। আমি ত' ব'লেচি, আমি বিবাহিতা।

জোহান। কে সে? সে ত' তোমার খোঁজ নেয় না।

পদ্মাক্ষী। (বিষাদে) তা' কি আমার হাত।

জোহান। তবু তুমি তার কাছে বিশ্বাসী?

পদ্মাক্ষী। নারী একবার মন দিয়ে ফেল্লে, আর ফিরিয়ে নিতে পারে না। ভালবাসা কি রাগ, যে ফিরিয়ে নেওয়া যায়? যা ফেরান যায়, তা ভালবাসা নয়, নেশা!

জোহান। তবু সে তোমার চায় না?

পদ্মাক্ষী। তুমি যদি আমার স্বামী হ'তে, কি ক'ত্তে?

জোহান। বুকে রাখতুম, বুকে রাখতুম, চ'খের আড়াল হ'তে দিতুম না। তাকে ত্যাগ কর', আমায় নাও।

পদ্মাক্ষী। জোহান! (স্বগত) কি কচ্চি (নিজেকে সাম্‌লাইয়া) আমি খিলিজীর ধর্ম্মকন্যা, তোমায় প্রকাশ্যে বিবাহ ক'ত্তে পারিনে, গোপনে তোমার হ'তে পারি। তুমি সম্মত ?

জোহান। হ্যাঁ।

পদ্মাক্ষী। রাত্রে দেখা ক'রো।

জোহান। বল', আমায় পায়ে রা'খ্‌বে ?

(পদ্মাক্ষীর হস্ত ধরিয়া চুম্বন করিতে গেল।)

পদ্মাক্ষী। (বাধা দিয়া) কি ক'চ্চো, কি ক'চ্চো, কেউ দেখ্‌তে পাবে।

[হাত ছিনাইয়া প্রস্থান।

জোহান। এ ফুল যেন বুকে রা'খতে পারি, যদি বুকের তাপে শুখিয়ে যায়, প্রিয়! আমি তোমায় চ'খের জলে সিক্ত ক'র্‌বো।

[প্রস্থান।

মদ্য-পেয়ালা হস্তে নর্ত্তকীগণের প্রবেশ।

গীত।

সুধা, রূপেরি আশে, রূপ সুধাতে ভাসে,
মদিরা মোহিনী নারী নামে দু'পাশে।
সুধা, যৌবন কুঞ্জে জাগায় পাখী,
নারী গোপনে, নয়নে, নেহারে আঁখি,
নেশায় সোণালী ঊষা মেঘে নেমে যায়,
সাগর গরজি আনে, নারী সে হিয়ায়,
তারারা তারারা টলে, তারো ধরা এরা বলে,
হেসে এসে নেশা বসে মরম পাশে,
নারী নয়নে নামায়ে দেয়, সরম-বাসে,

হাসি কমল হাসে,
সেথায় চকোরী যেথা চন্দ্র বসে॥

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(শিবির মধ্যস্থ কক্ষ।)

(সময়—রাত্রি।)

পদ্মাক্ষী ভাবিতে ভাবিতে আসিল।

পদ্মাক্ষী। আলো আরও নিস্তেজ ক'রে দিই, এই থাক্। আজ সে আ'সবে, আমার সে! ইচ্ছে হ'চ্চে ছুটে গিয়ে ব'লি, আমায় মাপ কর'। ব'ল্লে যদি আর না নেয়? না, আর লুকুবো না। অতীত গোপন রেখে নূতন জীবন পাত্‌বো না। আমায় আশ্রয়হীন পেয়ে, পুরুষে কত' মিছে আশা দিয়েছিলো, মিছের রাস্তায় যাবো না। সত্য ব'ল্‌বো, আজ শেষ ক্ষমা চেয়ে নোব'। দেখবো পুরুষ! নারীর একটুতেই দোষ ধ'রো, তোমরাও দোষী কি না।

(দ্বারে আঘাত শব্দ হইল।)

কেও?

নেপথ্যে জোহান। (মৃদুকণ্ঠে) বেগম সাহেবা।

পদ্মাক্ষী। ভেতরে আসুন না।

পা টিপিয়া ধীরে ধীরে শঙ্কিতভাবে জোহানের প্রবেশ।

জোহান। ব'ল্‌ছিলুম, (চাপা আওয়াজে) এদিকে কেউ নেই।

পদ্মাক্ষী। ভালই। হ্যাঁ, আমার কাছে কি ক'ত্তে এসেচেন?

জোহান। সে কি সাহেবা, তুমি যে অনুগ্রহ ক'র্‌বে ব'লেছিলে? ঠাট্টা ক'চ্চো?

পদ্মাক্ষী। না।

জোহান। তুমি কি আ'স্‌তে বলনি?

পদ্মাক্ষী। এখন আর আমি তোমায় চাইনে।

জোহান। যখন একবার স্বীকার ক'রেচো, আর তুমি ত্যাগ ক'ত্তে পার'না, তুমি যে স্বীকার ক'রেচো। (পদ্মাক্ষীর হাত ধরিল।)

পদ্মাক্ষী। (হাত ছাড়াইয়া) জোহান, তুমিই কি তোমার স্ত্রীকে স্ত্রী ব'লে স্বীকার ক'রনি? তবে কেন' তাকে ত্যাগ ক'ল্লে? আজ যে দোষে তুমি দুষ্ট হ'তে এসেচো, তার চেয়ে তোমার স্ত্রী. কি বেশী দোষ ক'রেছিল'? আজ তুমি, পরনারীর হাত ধ'ত্তে এসেচো, কুলনারী জেনেও, আমায় ব্যভিচারিণী ক'ত্তে এসেচো, তুমি ত' ঠেলা হওনি? সে, আজও ঠেলা কেন'? আমার এই হাত ধরার পর, আজ, সেই স্ত্রী যদি, তোমার সাম্‌নে আ'স্‌তো, সে কি তোমায় ত্যাগ ক'ত্তো? না জোহান, আজও সে তোমায়, সেই দেবতা ব'লে ভাবত', আজও সেই রকম ক'রে, তোমার পায়ের কাছে লুটিয়ে থা'ক্‌তে চাইতো, জগতের সব ঐশ্বর্য্য, তোমার তুলনায়, তার নিকট একটী কপর্দ্দক ব'লেও মনে হ'তো না।

জোহান। কে তুমি সাহেবা?

পদ্মাক্ষী। আমি! আমি!! পরিত্যক্তা তোমার সেই পদ্মাক্ষী।

(জোহানের পদতলে পদ্মাক্ষী পতিতা হইল।)

জোহান। তুমি!

পদ্মাক্ষী। (বসিয়া) সেই আমি, মুখের দিকে চেয়ে দেখো, সেই আমি, (উঠিয়া) সেই ছেলেবেলায়, সেই কুঁড়ে ঘরে, তোমারি হাতে গড়া, সেই, তোমার সেই খেলার জিনিষ। আমায় পায়ে রাখো, মাপ কর', তুমি ত্যাগ ক'রেচো, বর্জ্জন ক'রেচো, আমি তোমার, তবু আমি

তোমার। হিন্দু-বিবাহ ত্যাগের নয়, বর্জ্জনের নয়, এ জীবনের সাথী, এ মরণের সাথী।

জোহান। এসো পদ্মা, তোমায় নিয়ে আমি নূতন সংসার পাতি।

(আবেগভরে পদ্মাক্ষীকে ধারণ করিতে যাইল।)

পদ্মাক্ষী। না, না, তখন হ'লে হ'তো, এখন আমি বিধর্ম্মী।

জোহান। আমার দোষ ভুলে যাও, আমার মন জেনেচে তুমি কি, আমায় সুখী কর', আমায় গৃহবাসী কর'।

পদ্মাক্ষী। স্বামী, প্রভু! এতদিনের পর এ কথা শোনালে কেন'? আগে যদি এ কথা ব'ল্‌তে, আগে যদি এই রকম ক'রে পায়ে রা'খ্‌তে, ধর্ম্ম ত্যাগ ক'ত্তে হ'তো না, স্বজাতির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে, সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালাতে হ'তো না। তখন যদি সমাজ দয়া ক'ত্তেন, তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা গ্রাম্য দলাদলিকে, ধর্ম্মের আবরণ দিয়ে; তাঁদের হিংসা-বৃত্তি চরিতার্থ না ক'ত্তেন, আমাদের উভয়ের চেষ্টা স্বজাতির সর্ব্বনাশের পরিবর্ত্তে, স্বজাতিকে প্রতিষ্ঠিত কর্‌বার জন্য উদ্যোগী থা'কৃতো।

জোহান। এসো পদ্মা, আবার আমরা সংসার পাতিয়ে শান্তিময় জীবন অতিবাহিত করি।

পদ্মাক্ষী। না প্রভু! যখন দেশদ্রোহী হ'য়েচি, ধর্ম্মত্যাগ ক'রেচি, ব্রাহ্মণ হ'য়ে চণ্ডালের প্রতিহিংসা নিয়েচি, তখন এ জীবন বর্জ্জন ক'ত্তেই হবে। যদি অপরাধ ভুলেচেন, গ্রহণ ক'রেছেন, আশীর্ব্বাদ ক'রুন, জন্মান্তরে যেন যথার্থ হিন্দুনারী হ'তে পারি, যেন এই আপনাকে সুখী ক'ত্তে পারি, যেন হিন্দু মা জননীদের ন্যায় আনন্দময়ী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে সোণার বাংলায় সোণার চরিত্র দেখাতে পারি।

(কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পদ্মাক্ষী বক্ষে ছুরিকাঘাত করিল।)

জোহান। কি ক'ল্লে, কি ক'ল্লে, আমায় রাজ্যেশ্বর ক'ত্তে এনে কাঙ্গালী ক'ল্লে কেন'? সারা জীবন ক'ল্লুম কি? ভুলে, পত্নীত্যাগ করিচি, জাতিত্যাগ করিচি, রাজ্যত্যাগ করিচি, ধর্ম্মত্যাগ করিচি, আমারও এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত চাই। বসন্তসমীর পেয়ে, ফুল আপনি ফুটে উঠেছিল', বাতাস পেয়ে আপনি ঝরে গেল'। এক সঙ্গের খেলা ঘর, এক সঙ্গেই ভেঙ্গে দি।

(বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন।)

পঞ্চম দৃশ্য।

(মুসলমান-শিবিরের অপর পার্শ্ব।)

চিন্তিত বক্তিয়ারের প্রবেশ।

বক্তিয়ার। কি রটনা, কি জনশ্রুতি, কুগ্রহ, কুগ্রহের বিড়ম্বনা! ভাগ্য, আমার ললাটে জ্যোতির কিরণ ফুটিয়ে দিয়েছিল', অল্পমাত্র সৈন্য নিয়ে নদীয়া জয় হ'লো, আজ বিপুল বাহিনী নিয়ে, বিব্রত, উন্মত্ত ক'রে তুলেচে। আমার সকল আশা, সকল উদ্যম, সকল শ্রম, জীবনের সমস্ত যত্ন, বিফল হ'য়ে গেলো। সাগর অতিক্রম ক'রে, কূলে এসে ডুবতে হ'লো। যে সাহসী বাহিনীবলে, আমি ধরণীর সকল জাতিকে তুচ্ছ জ্ঞান ক'ত্তেম, সে শক্তি আজ মুষ্টিমেয় বর্ব্বরের রটনায় সংজ্ঞাহীন। দুনিয়ার মালিক, শক্তি দাও, বিপুল বাহিনীকে সংযত কর', রটনা অমূলক বিশ্বাস করাও, অসভ্যের যাদুতে বিজয়ী জাতিকে আর মোহিত ক'রে দিও না।

জনৈক মুসলমান সহ-নায়কের প্রবেশ।

সহ-নায়ক। সর্দ্দার, সর্দ্দার, অর্দ্ধেক সৈন্য নিয়ে হেম্নাদ্ সহ নিয়ামৎ নিরুদ্দেশ।

বক্তিয়ার। সে কি! হেম্নাদ্ অবিশ্বাসী!

সহ-নায়ক। ঈশ্বর জানেন, জোহান আর বানুর হত্যা নিয়ে কে রটিয়েচে, যে, আত্মহত্যা ক'ল্লে, তবু বাঁশপাতা খাবার ভয়ে যেতে সম্মত হ'লো না।

বক্তিয়ার। সৈন্যেরা কি বলে?

সহ-নায়ক। সকলেই বিব্রত, সকল সেনাই বিদ্রোহী হ'তে চায়। যে রণপণ্ডিত একদিন অল্প সৈন্য নিয়ে বাঙ্গলা বিজয় ক'রেচেন, হায় প্রভু! তাঁর মস্তিষ্কের উপর, এখন সামান্য সৈন্যও নির্ভর ক'ত্তে অনিচ্ছুক।

বক্তিয়ার। ক্ষুব্ধ সৈনিক! আক্ষেপ ক'রোনা, সংসার অতীত ভাবে না, সহানুভূতি জানে না, নিজের কার্য্যই বোঝে। হুকুম দাও, বাঘামতীর পথ ধ'রে সৈন্য বঙ্গের অভিমুখে আবার ফিরুক্।

[উভয় দিকে উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

(বাঘামতী নদী তীর; সম্মুখে পার্ব্বত্য-সেতু।)

(দূরে বৃক্ষাবলী। সময়—অপরাহ্ণ।)

হায়দর ও জেহাত উপবিষ্ট, পান-পাত্র হস্তে

মোল্লাবেশী ধর্ম্মগিরির প্রবেশ।

ধর্ম্মগিরি। কি জনাব আলি, বড় গরম লাগ্‌চে? হাওয়া খাইবার

আইচেন? ঠাণ্ডাই দিয়া হরবত্ বানাইয়া আন্‌ছি, ইচ্ছা হয়, খাইবার পারেন।

হায়দর। ক্ষেতি কি, দাওনা, উঃ, কি গুমট্ ক'রেচে দেখেচো?

(গ্রহণ ও পান।)

ধর্ম্মগিরি। আরে দোম্ ভইর‍্যা পিয়েন, হেয়া না অইলে কি মজা? পিয়েন, পিয়েন, আপনিও পিয়েন।

(জেহাতের হস্তে দান এবং তাহারও পান।)

এহানকার একটা ক্যাচ্ছা শোন্‌বা? "আম পুরৎ গেনু, আম বাবুর বাসা, খাইবার দিল রাম, হ্যাও রাম রাইস্যা, রাধা পাকা, রাধা কাচা", কেমন ঠ্যাকৃছে?

হায়দর। দেখ', দেখ', আমি যেন আস্‌মানে ভাস্‌চি।

ধর্ম্মগিরি। অইবো না?

বাদাম দিছি, কিচ্‌মিচ্ দিছি, আর দিছি হসা।
হরবৎ খাইয়্যা ভূতির পুৎ অইবো নিদান দশা॥

ক্যাতাবে ল্যাখছে, অইবো না?

জেহাত। আমি যেন ঘুর্‌চি, আমি যেন ঘুর্‌চি।

ধর্ম্মগিরি। ঘুর্‌বোনা? ক্যাম্বাই রামপাক্ লাগাই দিছি?

হায়দর। বড় গরম, বড় গরম।

জেহাত। প্রাণ যেন ছিট্‌কে বেরিয়ে যা'চ্চে।

ধর্ম্মগিরি। (উভয়ের হস্তধারণপূর্ব্বক) চাচা, এহন বন্দর সন্তানের নাগাল আইসেন।

[উভয়ে উঠিল ও মোল্লার সহিত গেল।

উভয়ে। বড় গরম, বড় গরম।

(গাত্র-বস্ত্রত্যাগ।)

ধর্ম্মগিরি। হুম্মুন্দি ডাবুকাইছে। এইবার উর্দ্দি রাহেন, পোষাকডা থুইয়া থান, হুম্মুন্দি কথা বল্‌বার আগেই শোন্‌বার লাগ্‌ছে। আমাগোর হাতিয়ার থান, এহন নদীর দারে আইসেন। হুম্মুন্দি কথা বল্‌বার আগেই শোন্‌বার লাগ্‌ছে। এহন কুত্তার মত ঝাপাইয়া পরেন।

[মোল্লার কথামত উভয়ে কার্য্য করিতে লাগিল ও শেষে নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

হায়দর। (জলে) উঃ—

জেহাত। (জলে) বড় গরম।

ধর্ম্মগিরি বংশীধ্বনি করিল ও দুইজন হিন্দু-সৈন্য আসিল।

ধর্ম্মগিরি। এই পোষাক প'রে, এদের অধীনস্থ সৈন্যদের বিপথগামী কর', পার্ব্বত্যপথে সকলে রুদ্ধ থাকুক্।

[পোষাক লইয়া হিন্দু-সৈন্যদ্বয়ের প্রস্থান।

অপর দিক হইতে সেতুর উপর দিয়া ধ্রুবসেনের প্রবেশ।

ধ্রুবসেন। বাহিনী সহ বক্তিয়ার উপস্থিত, সেতু ভাঙ্গুন, সেতু ভাঙ্গবার আদেশ দিন।

ধর্ম্মগিরি। লুকা কোথায়?

ধ্রুবসেন। সে অর্দ্ধ সৈন্য নাশ ক'রে পার্ব্বত্য-পথে।

ধর্ম্মগিরি। (বিভিন্ন বংশীধ্বনি করিল) প্রস্তুত হও, শতঘ্নী প্রয়োগ কর'। (ধ্রুবসেনের প্রতি) এসো, উচ্চভূমি অধিকার করি।

(উভয়ের প্রস্থান ও শতঘ্নীর শব্দ হইল ও তৎসহ সেতু ভাঙ্গিয়া পড়িল। কোঁচ, মেছ, তিহিরুসৈন্যগণ বৃক্ষে বৃক্ষে দেখা দিল।)

নেপথ্যে বক্তিয়ার। (সেতুর অপর দিকস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে) পার্ব্বত্যপথ কেঁপেচে, হুঁসিয়ার, সৈন্যগণ! আবার হুঁসিয়ার, সাবধান, সাবধানে সকলে অগ্রসর হও।

পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাহিনী সহ বক্তিয়ার দেখা দিল।

ধ্রুবসেন। ভাই সব, দিন পেয়েচো, তোমাদের সুযোগ দিতে, আকাশ মেঘমালায় সেজেচে। তীরন্দাজ, তীর ছোড়', এক প্রাণীকেও ফিরে যেতে দিওনা।

বক্তিয়ার। কি দুর্য্যোগ, কি দুর্য্যোগ, মেঘ-মালায় গগন আবৃত ক'ল্লে, অন্ধকারে সমস্ত ধরণী ব্যাপ্ত হ'য়ে গেল'। (মেঘ-গর্জ্জন ও বৃষ্টিপাত।) সাবধান, সকলে সাবধান, শরজালে মেদিনী আচ্ছন্ন ক'চ্চে। লক্ষ্য কর', আবার লক্ষ্য কর'।

সৈন্যগণ। উঃ, উঃ, (শরবিদ্ধ হইয়া সৈন্যগণ পর্ব্বতগাত্রে পড়িতে লাগিল।)

অপরসৈন্য। পাহাড় কাঁ'প্‌চে, পাহাড় কাঁ'প্‌চে,

বক্তিয়ার। সৈন্যগণ, নির্ভয় হও, সাহস কর', যাদুমন্ত্র সব উড়ে যাবে, সেতুর অপর পারে আর কোন বাধা থা'ক্‌বে না, আক্রমণ কর', অগ্রসর হও।

সহ-নায়ক। সেতু নেই।

সৈন্যগণ। সর্দ্দার, সর্দ্দার, পাহাড় খ'স্‌লো!

(বৃষ্টিপাত মেঘ-গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ হানিতে লাগিল এবং পর্ব্বতের একাংশ খসিয়া পড়িল।)

বক্তিয়ার। দুষমণী, চারিদিকে দুষমণী, নির্ভীক সৈন্যগণ! ভীত হ'য়ো না, অগ্রসর হবার উপায় নেই, পশ্চাতে ফেরবারও উপায় নেই। বীরগণ! বীরের ন্যায় মৃত্যু নাও; যদি পার', একজনও সম্রাটকে সংবাদ দিও।

আল্লার নাম নিয়ে দৃঢ় করে অস্ত্রধারণ কর'; পদাতিক, হাতিয়ার নাও; অশ্বারোহী অশ্ব সহ ঝম্প প্রদান ক'রুক্। স্মরণ রাখো, "না ইয়া দিন রহা, না রহে গা।"

(বক্তিয়ারের নদীতে ঝম্প-প্রদান ও মুসলমান সৈন্যগণের তদনুসরণ।)

ধর্ম্মগিরি। ওই, ওই, ওই প'ড়েচে, তীর ছোড়,' ধরো, হত্যা কর', পতাকা কাড়ো।

(ধর্ম্মগিরি ও ধ্রুবসেন উভয়ের পতাকা লইতে নদীতে ঝম্প-প্রদান।)

সপ্তম দৃশ্য।

(সোণারগাঁ,—রাজপথ।)

প্রহরী ও সাধ্যানন্দের প্রবেশ।

প্রহরী। হাঁ্যা সন্নিসী ঠাকুর, তুমিও যে সোণারগাঁয়ে?

সাধ্যানন্দ। রাজার মত রাজার রাজ্যে থাকব' ব'লে। আমি ভিন্নজাত, আমি চিন্‌লুম, কিন্তু তোদের দেশের সকলে এখন' তাঁকে চিন্তে পা'ল্লেনা, নইলে ফেরায় আশ্চর্য্য হ'স? ঢের দেশে ঢের লোক জন্মায়, একটা লোকের নাম কর্ দেখি, যিনি সমাজের প্রত্যেক লোকটীকে পর্য্যন্ত শাসনে এনেচেন, জাতের প্রত্যেকটীর রোজগারের ব্যবস্থা ক'রে দিয়েচেন, দেশের ক্ষুদ্রতম লোকটীরও বংশাবলী কুলাচার্য্যের কাছে রেখেচেন, প্রত্যেক বংশের বড় লোকদের নাম মনে করিয়ে, তাঁদের বংশাবলীকে বড় হ'তে উৎসাহিত ক'চ্চেন; যুদ্ধে, সংস্কারে, সমাজে, ধর্ম্মে, শিল্পে, সবদিকেই অগ্রণী, মানুষের মধ্যে মহারাজ বল্লাল

ছাড়া একটা দেখা ; আর দেখা, আর একটা মহারাজ লক্ষ্মণ, যে সেই বাপের ওপর টেক্কা দিয়ে যায়। তোদের পোড়া দেশে যদি এঁদের জন্ম না হ'তো, দেখতিস্, এই এঁদেরই মূর্ত্তি ঘরে ঘরে গড়িয়ে, দৈনিক উৎসব হ'তো, দৈনিক পূজা হ'তো। নিজের জা'ত, তাই তোদের কাছে দর নেই। হিন্দুবঙ্গবাসীকে প্রতি-প্রহরে, প্রতিদণ্ডে, প্রতি-মুহূর্ত্তে, তারা কে, যদি এখন' কেউ বুঝিয়ে থাকে, ত', এই পুণ্যশ্লোক বল্লাল, এই বাঙ্গালীর বল্লাল, এই রাজা বল্লাল, এই সকলের বল্লাল।

প্রহরী। তুই যে বড় মন খুলে সুখ্যাত্ ক'চ্চিস্, তোর জা'তভাই যদি শুনতে পায় ?

সাধ্যানন্দ। পেলেই বা ভাই, দেশের লোকের সুখ্যাত্ ক'র্‌বো, রাজার সুখ্যাত ক'র্‌বো, বাপের সুখ্যাত ক'র্‌বো, এতে কারুর মনে লাগে না। বাঙ্গলায় সুখ্যাতের লোক আছে, ঈশ্বর ক'রুন, বাঙ্গালায় আরো সুখ্যাতের লোক হ'ক।

[সাধ্যানন্দের প্রস্থান।

প্রহরী। হও তুমি ভিন্নজা'ত, তোমার পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে হয়।

[প্রহরীর প্রস্থান।

রুক্ষকেশ ও ছিন্নবসনে, বিকৃতাঙ্গ ভৃঙ্গসেনের প্রবেশ।
অপর দিক দিয়া জনৈক লোক আসিল।

ভৃঙ্গসেন। ভিক্ষে দাও বাবা, ভিক্ষে দাও, আমি বড় নাচার।

জনৈক লোক। এ দেশে ভিক্ষুক ! এ সোণার বাঙ্গলায় থেকে তুমি অন্নের কাঙ্গাল ? রাজার ধর্ম্মশালায় যাও, চিরদিন থাকতে পার্‌বে ; যার বাড়ী গিয়ে উঠবে, সেই তোমায় পাত পেতে ভাত দেবে।

ভৃঙ্গসেন। হাঁ, যাচ্চি বাবা, যাচ্চি বাবা, জানতুম না, জানতুম না।

[জনৈক লোকের প্রস্থান।

এই শরীর দেখাতে হবে ? তাই দেখাতে যাবো ? না।

(নিশ্বাস ফেলিয়া) চোরে অর্থ নিলে, মুসলমানে ধর্ম্ম নিলে, স্বার্থে বিশ্বাসী নাম নিলে, দেবতা বাদী হ'য়ে স্বাস্থ্য নিয়ে গেলো। আমার মত' আর কেউ হ'য়ো না, দেবতার অভিসম্পাত, গা দিয়ে বেরুবে, চ'ক দিয়ে ফুটবে, আমার মতন পেয়েও রাখতে পারবে না, ভোগে হবে না। বাঙ্গালার গৌরবকে, নিজের বুদ্ধির দোষে, নষ্ট ক'ত্তে যাওয়ার এই ফল, নারীর নামে বদ্‌নাম রটানর এই শাস্তি।

[ভৃঙ্গসেনের প্রস্থান।

গাহিতে গাহিতে শূদ্রাণীর প্রবেশ।

শূদ্রাণী। গীত।

অহো নীল নভঃ. বিশাল বিশ্ব ভব,
রটে মহিমা তব, অনন্ত অপার।
অনিল বহে, দহে অনল বাড়ব,
মেঘ বর্ষে নমি, আজ্ঞা তোমার ॥
কনক-কান্তি-কর ভানু নভাঙ্গে,
রজত সুধাকর, ভাতিত রঙ্গে,
মঙ্গল সঙ্গীত, গায় বিহঙ্গে
অম্বরে উজ্জ্বল তারকা হার ॥
গন্ধে আনন্দে, কুসুম সুবাসে,
গুঞ্জরে ভৃঙ্গ পীযূষ পিয়াসে,
লীলা বিলাসে, মঙ্গল ভাষে,
সুর, মুনি, সিদ্ধনর অনিবার ॥

[শূদ্রাণীর প্রস্থান।

অষ্টম দৃশ্য।

(স্থান ;—সোণারগাঁ রাজবাটী।)

লক্ষ্মণসেন আসীন।

লক্ষ্মণসেন। আজ প্রহরীদ্বার মনে প'ড়চে, বিজয়ী পিতার, গৌরবময় সেই সুন্দর সেতু, সেই সাগরদীঘি, সেই বালাদীঘি, সেই ঢোলসমুদ্র, সবই যেন চ'খের সামনে ভা'স্‌চে। সেই বনকুসুমশোভিত, ফলগন্ধে আমোদিত বনরাজী, অনন্ত আহ্বানে জানিয়ে দিচ্চে, সব যাবে, অনন্তের লয়ময় কোলে সব নষ্ট হবে, সত্য, চির সত্য, তবু, তবু যদি একবার জয় দেখ্‌তেম।

সুষেণের প্রবেশ।

সুষেণ। ধর্ম্মের প্রভাবে মহারাজ বিজয়ী হ'ন, বক্তিয়ার পরাজিত।

লক্ষ্মণসেন। (উঠিয়া) সুষেণ, সুষেণ, বলো, আবার বলো, এ সংবাদ কি সত্য ?

নেপথ্যে ধর্ম্মগিরি। সত্য, ধ্রুব সত্য, ধর্ম্মের প্রভাবে মহারাজ বিজয়ী হ'য়েচেন। (পতাকা হস্তে ধর্ম্মগিরির প্রবেশ) দেশ-বৈরী প্রায়শ্চিত্ত ক'রেচে, এই আপনার গচ্ছিত টাকার সুদ, এই সেই স্বর্ণ-সূর্য্য-অঙ্কিত মহারাজ বল্লালের পতাকা।

বেগে ধ্রুবসেনের প্রবেশ।

ধ্রুবসেন। আর্য্য, আর্য্য! আজ বাঙ্গালী সপ্তদশ অশ্বারোহীর ডরে পালায়নি, আজ তারা বিজয়ী, আজ তারা বীর।

লক্ষ্মণসেন। ভাই, ভাই, আলিঙ্গন দাও, ভাই ভিন্ন ভা'য়ের যাতনা কেউ বোঝেনি। বলো সত্যের জয়, ধর্ম্মের জয়। সমবেত সভ্যমণ্ডলি! সকলে শুনুন, আজ হ'তে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী, আমার পুত্র নয়, ধ্রুবসেন তুমি, আজ হ'তে তুমিই রাজ্যেশ্বর।

ধ্রুবসেন। রাজা, রাজা,

(ধ্রুবসেন নতজানু হইয়া প্রণাম করিল, মহারাজ তাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদী হস্ত দিলেন।)

লক্ষ্মণ। বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ নাও, সত্যে, ধর্ম্মে, গো ব্রাহ্মণে, বিপন্নে, শরণাগতে, আশ্রয় দাও, কৃতী হও; বঙ্গমাতা, তাঁর প্রত্যেক সন্তানকে ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণরূপে দেখতে চান।

বলদেবের প্রবেশ।

বলদেব। পাহাড়-দুর্গ বল্লালের গৌরব নয়, কৌলীন্যপ্রথা বল্লালের গৌরব নয়, জাতির প্রত্যেকের কার্য্য-নির্দ্দেশ বল্লালের গৌরব নয়, অপরিসীম দান বল্লালের গৌরব নয়; পূর্ব্ব-গগনের জ্যোতিষ্মান্-সূর্য্য, মহারাজ বল্লালের আপনিই গরিমা, যে অন্তর্বিদ্রোহ দমন ক'র্ত্তে তিনি পারেননি, আপনি তাই ক'রেচেন। রাজা, রাজা, আপনিই বল্লাল-গৌরব!!!

(যবনিকা পতন।)

যিনি এসিয়া ও য়ুরোপ খণ্ডেও পরিচিত, যাঁহার বহু নাটক কলিকাতা, বম্বে, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, সিংহল প্রভৃতি বহু নগরের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে বহুভাষায় অভিনীত হইয়া লক্ষ লক্ষ দর্শকবৃন্দের চিত্ত আকৃষ্ট করিয়া আছে, সুদূর জার্ম্মানীতেও যাঁহার গ্রন্থমালা প্রসারে Otto Harrassowitz কোম্পানী পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন, সেই যশস্বী বিদ্যারত্ন মহাশয় রচিত এই নূতন নাটক-সম্বন্ধে তাঁহার দেশবাসীদত্ত কয়েকটী মতের সার এবার দিতেছি।

ভারতের কৃতী সন্তান স্যর্ আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছেন :—

"লক্ষ্মণসেন" পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। ইহাতে রচনাচাতুর্য্য আছে—অনেক ভাবিবার বিষয়ও পাইয়াছি। দেশের লোক ও ইতিহাস লইয়া নাটকখানি রচিত। ইহা সর্ব্বসাধারণের আদরের হইবে সন্দেহ নাই।"

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ শ্রীযুক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছেন :—

প্রিয় ভ্রাতঃ!

তোমার প্রদত্ত নাটক লক্ষ্মণসেন পাঠ করিলাম। পাঠে আমার আন্তরিক প্রীতি তোমাকে জানাইতেছি। সমব্যবসায়ী আমি, সুসমালোচনা ভিক্ষার জন্য আমিই নিত্য পাঠকবর্গের নিকট অঞ্জলি পাতিয়া থাকি। এরূপ ক্ষেত্রে আমার এ পুস্তকের সম্বন্ধে অভিমত সমীচীন না হইলেও,

আমি বলিতে বাধ্য, ইতিহাসের কলঙ্ক লেপিত গৌড়াধিপতি লক্ষ্মণসেনের চরিত্রের উপর যিনি এরূপ মহোচ্চভাবের তুলিকাসম্পাতে সুন্দর দেশাত্ম-বোধের বিকাশ করিয়াছেন, তাঁহার কাছে শুধু আমি নই, সমগ্র বঙ্গবাসীর কৃতজ্ঞ হওয়া কর্ত্তব্য। রঙ্গালয়ে সাড়ে চারি ঘণ্টার মধ্যে নাটকের অভিনয় সম্পূর্ণ করিতে হইলে, সমগ্র চরিত্রের বিকাশ সাধন কত কঠিন তাহা আমার জানা আছে এবং তোমারও সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। ইহার ভিতরে তুমি যে ভাবে প্রয়োজনীয় চরিত্রগুলি পরিস্ফুট করিয়াছ, তাহা সম্যক্ প্রশংসার্হ।

বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লিখিয়াছেন :—

"তুমি এতদিন পার্শী রঙ্গমঞ্চে হিন্দি ও উর্দ্দু নাটক লিখিতেছিলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়াছ, এজন্য আমি আনন্দিত হইয়াছি। ঘরে ফিরিয়াই তুমি দর্শক ও পাঠক-সমাজের প্রীতি জয় করিয়াছ, ইহাতে আশান্বিত হইয়াছি। ইহাই তোমার যোগ্য ও স্বাভাবিক স্থান।

তুমি বাঙ্গালায় অতীত ইতিহাসের পটে আলো ও ছায়ার সম্পাতে বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনের ছবি আঁকিয়াছ। যিনি তদানীন্তন বাঙ্গালীর জাতীয়জীবনে সমাজ-বিন্যাসের উপাদানে, সংঘশক্তির সৃষ্টি করিয়াছিলেন, যাঁহার জাতিগত মমত্ববোধ ও দূরদর্শিতায় তন্ত্রের "সংঘশক্তিঃ কলৌ যুগে" সার্থক হইয়াছিল, সেই মহারাজ বল্লাল ও লক্ষ্মণের গৌরব তোমার মনোজ্ঞ চিত্রের আলো; এবং যে পাপে বাঙ্গালী অধঃপতিত ও 'পর'-পদ-দলিত হইয়াছে, তাহাই তোমার ছবির ছায়া। দেশাত্ম-বোধ তোমার লক্ষ্মণ-সেনের বীজমন্ত্র। নবজাগ্রত জাতির পক্ষে এই মৃতসঞ্জীবন বীজমন্ত্রের স্মরণ মনন নিদিধ্যাসন অত্যন্ত আবশ্যক—অপরিহার্য্য। সেই দেশাত্ম-

বোধের উদ্বোধন-কল্পে তুমি দৃশ্যকাব্যের ষোড়শোপচারে দেশমাতৃকার পূজা করিয়াছ। তোমার পূজা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রীতিসাধন করিবে। আজকাল বাঙ্গালাদেশের নাট্যশালা সম্বন্ধে ঘনরামের ভাষায় বলা যায়, সেখানে—"ধূমসীর ধমকেতে ধূলা উড়ে যায়।" অন্ততঃ এই "ধূমসীর ধমকে"র দিকেই কিন্নরীনূপুরমুখরিত বঙ্গরঙ্গশালার গতি, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই দুর্দ্দিনে রঙ্গমঞ্চে বাঙ্গালীর অতীত গৌরব কাহিনীর অবতারণা করিয়া, বাঙ্গালীকে স্বদেশের অবদানস্মরণে তৃপ্ত পূত হইবার অবকাশ দিয়া, তুমি দেশের উপকার করিয়াছ। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার এই অভিনব সঙ্কল্পের, তোমার রচনার এই নূতন সূচনার ও চেষ্টার সম্পূর্ণ সাফল্য কামনা করিতেছি। তুমি "লক্ষ্মণসেন"-সূত্রে বাঙ্গালীর চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছ, আমার আন্তরিক আশীর্ব্বাদ, তুমি উত্তরোত্তর অধিকতর সাফল্য প্রতিষ্ঠা ও জনপ্রীতির অধিকারী হও। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী—শ্রীসুরেশ সমাজপতি।

দেশপ্রসিদ্ধ নায়কের ওজস্বী সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন :—

"আমাদের সোণার বাঙ্গালার কথা, আমাদের রীতিনীতির কথা, দেশপ্রীতি ও মহাপ্রাণতার কথা, জগতের আদর্শরূপা মহিমাময়ী বঙ্গনারীর কথা, সর্ব্বতোপরি আমাদের দেশের লোক বড় কি না তাহারই বিশ্লেষণের কথা বহু বিষয়ের মধ্য দিয়া বুঝাইতে এই নাটকখানি রচিত। ইহার গঠন শুভ, বর্ণবিন্যাস কৃতিত্বপূর্ণ, সাজান দেশের অশেষ কল্যাণকর, আলোচনা, আনন্দ ও উপকারের। বর্দ্ধমান জাতি মাত্রই নিজেদের বল্মীক-স্তূপকেও পাহাড় ভাবেন, আমরা পাহাড়কে বল্মীকস্তূপ ভাবিয়াছিলাম, ইহাই অক্ষরে অক্ষরে তন্ত্রের উত্থান পতনের মধ্য দিয়া গ্রন্থকার

বেশ দেখাইয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিতে গেলে, যে বিভ্রাট ঘটে তাহাও ইহাতে বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই লক্ষ্মণসেন দিয়া রচয়িতা দেশপ্রীতি কিনিয়াছেন, ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের সম্পাতে অশেষ মঙ্গল দেখাইয়াছেন। যে দেখিতে জানে সেই বুঝিবে গ্রন্থকার এত প্রসিদ্ধ কেন। যে বুঝিবে উহাকেই বলিতে হইবে, ইহা একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রচনা, সকল উপাদানই সুন্দর, সহজ ও স্বাভাবিক। এদেশ প্রীতির নিদান কিনিলে, কাচমূল্যে কাঞ্চন পাইবেন। এ গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার জাতির প্রবীণ ও নবীন সকলেরই আশীর্ব্বাদ ও শ্রদ্ধার পাত্র হইলেন।"

ইণ্ডিয়ান মিরারের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক মহাশয় বলেন :—

Pandit Nityabodh Vidyaratna the well known playwright of Mr. Madan's Theatres has added a fresh feather to his cap. His new play called "Lakhan Sen" is not only having a successful run at the Minerva Theatre but the first edition of the book is nearly exhausted which is an undoubted testimony of its great popularity amongst the Bengali-reading public. Apart from its success on the stage the book itself is a literary product of no mean order and its historic value lies in the fact that the author has in this work tried and successfully tried to defend the great Ballal and his worthy son Lakhan against the unjust and unmerited attacks made upon their character by some ill-informed

and ill-natured writers who were actuated more by caste prejudice than a sense of historic justice. Pandit Nityabodh has given an altogether different complexion to the oft-repeated calumny against the character of Lakhan Sen to the effect that he slunk away from his capital at the approach of Bakhtiyar Khilji and has placed his character in a new and highly favourable light. His portraition of the character of great Ballal is such as to justify his claim to be regarded as the father of the Bengali race and it is a literary achievement of which any author may well feel proud. The book has been very appropriately dedicated to the memory of the late Dewan Ram Comal Sen of the Colootola Sen family whose remote ancestors claiming descent from the great Ballal came and settled at Garifa in the District of Hooghly in times gone by. We heartily congratulate Pandit Nityabodh Vidyaratna on the success of his book.

সর্ব্বজনাদৃতা বসুমতী লেখেন :—

"কোরিন্থিয়ানের সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেজ-অথায় সর্ব্বজন-পরিচিত নাট্যকার পণ্ডিত শ্রীযুত নিত্যবোধ বিদ্যারত্ন মহাশয় বিরচিত পঞ্চাঙ্ক ঐতিহাসিক নাটক "লক্ষ্মণসেন" আজকাল মহাসমারোহে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইতেছে। বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের কথা, স্বদেশ ও স্বজাতির প্রাচীন

স্মৃতিপূর্ণ "লক্ষ্মণসেন"—রচনায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্বভাব-সুলভ বিষয়-নির্ব্বাচন-পটুতারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাট্য-প্রতিভা আজ কয় বৎসর পার্শী থিয়েটারের উৎকর্ষতা সাধনে ব্যাপৃত ছিল, মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষ তাহা আবার বঙ্গরঙ্গমঞ্চের দিকে প্রবাহিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইলেন। বঙ্গসাহিত্যে একাদশ-বৃহস্পতি, প্রেমের-পাথার প্রভৃতি এবং হিন্দী সাহিত্যে মহাত্মাজী, রামায়ণ প্রভৃতি বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অক্ষয়-কীর্ত্তি-স্বরূপ হইয়া আছে। সহযোগী ইংরেজী পত্রের সহিত আমরা তাঁহার "লক্ষ্মণসেনকে" সাদরে অভ্যর্থনা করিতেছি।

সাহসী ও প্রাজ্ঞ অমৃতবাজার প্রকাশ করিয়াছেন :—

"Lakshmana Sen"—This is a historical drama in five acts, written by Pandit Nityabodh Vidyaratna of the Parsi Stage fame. From the beginning it is remarkable that the author has steered his course through continual sectarian disputes without any prejudice or bias. Morover, the facts that are essential to the rise and fall of a nation, politically considered, have been ably delineated without any secrifice whatsoever to the drama. In the character of Padmakshi, the author has really drawn a good picture of a woman unsexed and we hope, the attention of our society will be drawn to thä eternal cry of woman-hood, which she voices. No doubt, that the book has left the author's fame untarnished, nay, it has added to it. We wish the new

production every success, which, we hope, it will surely command.

দেশমান্য হিতবাদীর মত :—

"নাটক হিসাবে এই পুস্তকখানি বড় সুন্দর হইয়াছে। বিদ্যারত্ন মহাশয় এই নাটকে কুমার লক্ষ্মণসেন, তুলীন, পদ্মাক্ষী ও শিলাদেবী প্রভৃতি কয়েকটি চরিত্র অঙ্কনে বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ করিয়াছেন, লক্ষ্মণসেন মুসলমান আগমনে ভীত হইয়া রাজধানী হইতে পলায়ন করেন নাই, রাজপুরুষগণের ষড়যন্ত্রে এক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমনপূর্ব্বক নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, বিদ্যারত্ন মহাশয় ইহাই বলিয়া বাঙ্গালী চরিত্রের কলঙ্কক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু। আমরা আশা করি, এই পুস্তক পাঠে পাঠকগণ আনন্দলাভ করিবেন।